সমাজ-চিন্তা

বা

সুলক্ষণা

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা, ২০-১-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত প্যারাগন প্রেসে
শ্রীতিনকড়ি দাস মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছোট বড় অনেক গ্রন্থকারগণের ভাগ্যেই কখন যশ, কখন অপযশ ও কখন মিষ্ট বচন ও কখন নিন্দাবাদ শুনিতে হয়। আমার এবার নিন্দা শুনিবার পালা। সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করা অথবা তাহার নির্দ্দোষ ভাবে সকল দিক বিবেচনা করা আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন ক্ষুদ্র লোকের কর্ম্ম নহে। কিন্তু কবি কালিদাসের ভাষায় বলি—পঙ্গুর কি গিরি লঙ্ঘন করিতে ও বামনের কি দীর্ঘকায় পুরুষের প্রাপ্তব্য ফল ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে ইচ্ছা করে না? আমিও তাই করিতেছি। কতকগুলি সামাজিক প্রশ্নের আন্দোলন হওয়া সমাজে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে ভাবে প্রশ্নগুলির আশু মীমাংসা করিলে সমাজে তাহার অধিকতর আন্দোলন হয়, আমি তাহা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সামাজিক প্রশ্নগুলি যদি বঙ্গের শিক্ষিতদলের বিবেচ্য বিষয় হয় এবং তাঁহাদের বিবেচনার ফলে সামাজিক একটী কুরীতিও বিদূরিত হয় তবে আমি সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

নিঃ শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

মাগুরা

তাং ২৫শে আষাঢ়, ১৩১৭ সাল।

সমাজ-চিন্তা

বা

সুলক্ষণা

প্রথম খণ্ড

কুলীন কন্যার আত্মকাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কালনা সহরের নাম বাঙ্গালী মাত্রেই শ্রবণ করিয়াছেন। কালনা পূতসলিলা কলনাদিনী ভাগীরথীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। কালনা অতি প্রাচীন নগর এবং এই স্থানে বৰ্দ্ধমানের মহারাজদিগের অনেক সুকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে, এই স্থানে প্রাচীর বেষ্টিত বৰ্দ্ধমানরাজের এক সুন্দর প্রাসাদ আছে। প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূর দিয়া কল কল নাদে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছেন। এই স্থানে মহারাজদিগের প্রতিষ্ঠিত অনেক গুলি দেবালয় ও একটী বৃহৎ চিকিৎসালয় আছে। এই স্থানে জাল প্রতাপচাঁদ ধৃত হইয়াছিলেন। এই স্থানে এককালে নিশীথিনাতে নির্দ্দোষী কত মানব শোণিতে গঙ্গাজল রঞ্জিত হইয়াছিল। এই স্থানে জাল প্রতাপচাঁদ স্বদলবলে কত লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। জাল প্রতাপচাঁদের জীবন কাহিনী পাঠ করিলে এবং সেই কালনিশার কথা মানস দর্পণে

সম্যকরূপে প্রতিবিম্বিত হইলে, নিতান্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইতে হয়। সংসারে বৈরাগ্য জন্মে, পাপ পুণ্যের ফলাফলে বিশ্বাসহীন হইতে হয়। প্রবলের জয় দুর্ব্বলের পরাজয় এ কথা স্বতঃই মনে হইতে থাকে, সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। অর্থ এ সংসারে সকল অনর্থের মূল বলিয়া প্রতীতি জন্মে। স্বার্থত্যাগ এ রঙ্গালয়ে শান্তি লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। ন্যায়, নিরপক্ষপাতিতা, ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি আছে বলিয়া আর বিশ্বাস হয় না। কালনা নিতান্ত ক্ষুদ্র সহর নহে। এস্থানে বাজার, ও রাস্তার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে গঙ্গা হইতে নগরের ও নগর হইতে গঙ্গার দৃশ্য মনোহর ও হৃদয়-গ্রাহী। এস্থানে কত ঘাট ও প্রতি ঘাটে কত নর নারী ও কত তরণিশ্রেণী. নগরে উদ্যান উপবন ও অনেক আছে, এবং অট্টালিকা গৃহশ্রেণী ও সংখ্যায় বহুতর। যৎকালে আমার পিতৃদেব এই কালনা সহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে ১২৭৯ সালের ৫ মাঘ তারিখে বেলা ১ টা ২৩ মিনিটের সময়ে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন মধ্য বঙ্গের প্রধান কুলীন ছিলেন। আমার মাতার অনেক সন্তান জন্মিয়াছিল। আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই সুতিকাগৃহে মানবলীলা সংবরণ করিয়া ছিলেন। আমার জন্মকালে আমার একমাত্র জ্যেষ্ঠ সহোদর জীবিত ছিলেন। ইঁহার নাম বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এখনও জীবিত আছেন। আমার জন্মকালে আমার দাদা মহাশয়ের বয়ঃক্রম ৪ বৎসর মাত্র ছিল। আমার পিতৃদেব সাংসারিক কর্ম্মে অতি সুনিপুণ ছিলেন। মাতা আসন্নপ্রসবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেব সূতিকা গৃহ, ধাত্রী ধরণী, সূতিকা গৃহের প্রহরিণী, সূতিকা গৃহের আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাতা সূতিকা গৃহে থাকিবার

সময়ে গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্য, অতিরিক্ত দাস দাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দাদার রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন করিবার জন্যও লোক রাখিয়াছিলেন।

যৎকালে পিতা আমার জন্মদিনে আহারান্তে আপীষে গমন করেন, তৎকালে মাতার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় নাই। পিতা বুঝিতে পারেন নাই যে, আমি সেই দিনই জন্মগ্রহণ করিব। বেলা ১২ টার পর আহারান্তে মাতার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। বাটীর ভৃত্যগণ ধাত্রী ও ধরণীকে ডাকিয়া লইয়া আইসে। কেবল প্রসব বেদনার সূত্রপাত বলিয়া পিতাকে এ সংবাদ কেহ দেয় না। আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হইলাম, সুতরাং পিতাকে আর প্রসব বেদনার সংবাদ জানাইবার প্রয়োজন হইল না।

ধাত্রী আমার নাড়ীচ্ছেদ করিল। ধরণী আমায় ধুইয়া মুছিয়া সূতিকাগৃহে আগুন জ্বালিয়া মাতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। মাতার প্রসব ক্লেশ কথঞ্চিৎ উপশমিত হইলে ধরণী আমাকে মাতৃঅঙ্কে স্থাপন করিল, আমি কন্যা জানিয়া মাতা দর বিগলিত ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মায়ের নয়ন অশ্রুপ্লাবিত দর্শনে দাদামহাশয় ও রোদন করিতে লাগিলেন। দাস, দাসী, পাচক, ধাত্রী, ধরণী প্রভৃতি সকলেরই মুখ ম্লান হইল। বাবার আদরের লায়ন নামধারী কুক্কুর এবং মায়ের সাদরে প্রতিপালিতা দধি বিড়ালীও যেন বিষাদে বিষাদিত হইল। আমাদের বাসা বাটী যেন বিষাদ রাহু আসিয়া গ্রাস করিল। বাড়ী হাস্য পরিহাস কথোপকথন শূন্য হইল। ভৃত্য ভৃত্যের সহিত, পরিচারিকা পরিচারিকার সহিত, পাচক পরিচারিকার সহিত অতি মান ভাবে অতি মৃদুস্বরে প্রয়োজনীয় কথা বলিতে লাগিল। রাজ্যেশ্বর নামক ময়না পাখী, চঞ্চল নামক টীয়া পাখী ও ভীম

নামক শালিক পাখী সেদিন আর ডাকা ডাকি হাঁকা হাঁকি করিল না।

আমাদের কুলের রণ্ড দোষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রণ্ড দোষ কাহাকে বলে হয়ত অনেকে তাহা অবগত নহেন। দুই পুরুষের মধ্যে যে কুলীন বংশে কন্যা জন্ম গ্রহণ না করে এবং উপযুক্ত কুলীন বরে কোন কন্যা সমর্পিত না হয়, তবে সেই কুলীন বংশ রণ্ডদোষাশ্রিত হয়। রণ্ডদোষ হইলে নিরপরাধে কুল নষ্ট হয়। আমাদের প্রাচীনা ও স্বদেশীয় পরিচারিকা উমার মা, ওরফে ষষ্ঠী, কুলের তত্ত্ব কিছু কিছু জানিত। ষষ্ঠীকে পিতৃদেব কেবল ষষ্ঠী বলিয়া ডাকিতেন, আর সকলে তাহাকে উমার মা বলিত। আমাদের সংসারে ষষ্ঠীর খুব প্রাধান্য ছিল। ষষ্ঠী বাবাকে ছোড়দাদা বলিয়া ডাকিত এবং বাটীর সকলের উপর কর্তৃত্ব করিত। বাবার প্রতিও যে ষষ্ঠীর জুলুম আবদার না ছিল এমন নহে। বাবার স্নানের সময় সরিয়া গেলে, একটু রাত্রি করিয়া আপীষ হইতে আসিলে, একটু অধিক রাত্রে আহার করিতে আসিলে, সে বাবার প্রতি অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। মাতা ষষ্ঠীকে আপন ননন্দিনীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। দাদা ষষ্ঠীকে পিসা ভিন্ন জানিতেন না। মাতাকে অত্যন্ত রোদন করিতে দেখিয়া ষষ্ঠী বলিল—বৌ এত কাঁদ কেন? মেয়ে হয়েছে ভালই হয়েছে। কুলে আর রণ্ডদোষ হবে না।

উমার মার এই কথা শ্রবণে গোমুখীর মুখ হইতে যেন বৃহৎ বাধ সরিয়া গেল। মাতার শরীরে যেন অসীম বল আসিল। মাতা বলিতে লাগিলেন।—ঠাকুরঝি? বল কি? কুলীনের ঘরে মেয়ে? এমন পাপ আর আছে? যদিও বুঝি বিধাতার বিধানে পুত্র কন্যা সমান, বরং পুত্র অপেক্ষা কন্যা দ্বারা বংশ বৃদ্ধি শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হয়। যদিও বুঝি পুত্র কন্যা নর সমাজে দুই প্রধান অঙ্গ, পুত্র না হলেও

সংসার চলে না এবং কন্যা না হইলেও সংসার চলে না; যদিও বুঝি, সংসারের গুরু কার্য্যের ভার পুত্র এবং ক্লেশসাধ্য ও ধৈর্য্যের কার্য্য ভার কন্যাগ্রহণ করিয়া থাকেন; যদিও বুঝি, আমাদের দেশে পুত্রগণ শ্রমসাধ্য উপার্জ্জনে ব্যস্ত, কন্যা প্রসূতি, ধাত্রী, গৃহিণী; তথাপি পোড়া হিন্দু সমাজে, সমাজের নেতার অভাবে, সমাজ সংস্কারকের অভাবে, কন্যা পাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু শিক্ষায় ধিক্! হিন্দু সমাজে ধিক! যে সমাজ এক ঘটকের বিধান মাথায় করিয়া, সহস্র সহস্র কুলীন কুমারীকে তুষানলে দগ্ধ করছে, সে সমাজ, না ভণ্ডের সমিতি? যে সমাজ স্মৃতি, সংহিতা পায় দলিয়ে ঘটকের ব্যবস্থা মাথায় করিয়ে বহন করে, সে সমাজ অধঃপাতে যাবে না ত যাবে কি?

উমার মাতা আমার মাতার কথা বড় বুঝিল না। সে মাতার তর্জ্জন গর্জ্জনে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল, আমাদের সেই বাড়ী বিষম বিষাদ ভারে ভারাক্রান্ত থাকিল। সেদিনের ৫ টা বাজিল, আপীষ কাছারি সব বন্ধ হইল। দলে দলে বাবুগণ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমার পিতাও বাসায় আসিলেন। তিনি আপীষের কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরে খোকা, হয়েছে কি?

দাদা কাঁদিয়া উত্তর করিলেন,—একটী বুনডী হয়েছে। মা কাঁদছেন। সকলেও কাঁদছে।

বাবাকে দেখিয়া যেন উমার মার একটু সাহস বাড়িল। সে ধীরে ধীরে বাবার নিকট যাইয়া বলিল—মানুষের ছেলে মেয়েই হয়। বৌর একটী মেয়ে হয়েছে, যেই ব্যথা হল, অমনি মেয়ে হল। জ্বালা যন্ত্রণা বেশী পান নাই। বৌ কেঁদে পৃথিবী ভিজাচ্ছেন, বলছেন—পাপ হয়েছে, বালাই হয়েছে, ছাই হয়েছে, মেয়েটাকে ভাল করে যত্নও করছেন না।

বাবা উমার মাতার কথার কোন উত্তর না করিয়া সূতিকা গৃহের নিকট গমন করিয়া মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন—তুমি নাকি কাঁদছ ? মেয়ে হয়েছে, ভালই হয়েছে। আমাদের কুল রক্ষা হল। এই মেয়ের কুলকরণে রক্তদোষ কেটে যাবে।

পিতার এই কথা শ্রবণে মাতার ক্ষোভ হুতাশনে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। মাতা বলিলেন, তুমি কি বললে ? এই মেয়ে দিয়ে কুল রক্ষা হবে ? তোমাদের মত শিক্ষিত উচ্চ পদস্থ লোকেও যদি কুল, কুল করে বৃথা সম্মানের পূজা করে, তবে এই কুল নামক কুপ্রথার মূলচ্ছেদ করবে কে, কুলে যে সমাজ অধঃপাতে গেল। হিন্দুবংশ নির্ব্বংশ হল. তুমি বি. এ. আছ, তোমার পঁচিশ পুরুষ নিয়ে তোমার কোন বংশধর কি বি, এর সম্মান পাবে ? কোন ব্রাহ্মণের পঁচিশ পুরুষ উর্দ্ধে একজন নবগুণ সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভ্রষ্ট, আচার ভ্রষ্ট. শিক্ষা বিহীন সন্তানকে কুপ্রথার বশবর্ত্তী হয়ে কুলীন বলে পূজা করা ব্রাহ্মণ জাতির অধঃপতনের কি একটা প্রধান লক্ষণ নয় ? ঘর দ্বারহীন মাতুল অন্নে পালিত শ্বশুর কুলের উৎপীড়নকারী. শিক্ষা ধর্ম্ম চরিত্রহীন, নিমন্ত্রণ ব্যবসায়ী লোকই ত আজকাল কুলীন ? এই কুপ্রথায় শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণ নির্ব্বংশ হল এবং কুলীনগণ শিক্ষা বিহীন দরিদ্র হল। এ প্রথা সমাজে কি আর স্থায়ী হওয়া উচিত ? কুলের কথা বল, তবে আমি এই মেয়ের গলা টিপে মেরে ফেলব, সুশিক্ষা সম্পন্ন চরিত্র-বান ব্রাহ্মণের সঙ্গে যদি কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হও, তবে কন্যা রাখব, নচেৎ কন্যার গলা টিপে মেরে ফেলব। কন্যার বিবাহ সমাজে দায় হয়েছে, তাই সমাজের প্রধানতর অঙ্গ কন্যার প্রতি অযত্ন। তাই কন্যার জন্মে উৎসব নাই, কন্যার ষষ্ঠী পূজায় আনন্দ নাই, কন্যার অন্নপ্রাশনে ধুম নাই, কন্যার শিক্ষার আড়ম্বর নাই, কন্যার চিকিৎসায়

অর্থব্যয় নাই, কন্যার আহারে পারিপাট্য নাই, কন্যা অযত্নের জিনিষ, তাচ্ছল্যের পাত্রী। দুটি ফল বাজারে কিনিলে ভাল ফলটী পুত্র, মন্দ ফলটী কন্যা পাইবে; দুখানি কাপড় কিনিলে পুত্র ভাল খানি ও কন্যা মন্দখানি পাইবে; খেলনা, শয্যা, ভূষণ, সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ। ইহার কারণ কি? কারণ কন্যা বিবাহ সমাজে দায়, একটী স্বকৃত ব্যাধি, এ ব্যাধি উপশম করিলেই ত চলে। সমাজ অধঃপতিত। হিন্দু চিন্তাহীন, হিন্দুর শিক্ষা কেবল মজুরির জন্য তাই সমাজ অচল অটল অপরিবর্ত্তনশীল, ধিক্ তোমাদের শিক্ষায়, ধিক্ তোমাদের স্বদেশ প্রেমে! ধিক্ তোমাদের দীর্ঘ বক্তৃতায়! তোমরা সমাজ উদ্ধার না করিয়া দেশ উদ্ধার কর, তোমরা তোমাদের চিরদুঃখিনী ভগ্নী কন্যার প্রতি দৃষ্টি না করে তোমাদের ভারত মাতার প্রতি দৃষ্টি কর। তোমাদের সহধর্ম্মিণী তোমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী শিক্ষার অভাবে পক্ষপাত দোষে তোমাদের কাজ ভাব কিছুই বুঝে না। স্ত্রী পুরুষ সমাজের দুই হাত; বাম হাত ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য, এক হাতে কি করিবে? স্ত্রী জাতির উন্নতি না হলে তোমরা সমাজে কিছুই করিতে পারিবে না। কুল উঠাও, স্ত্রী শিক্ষা দাও, পর্দ্দা উঠাও, হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা পাও, উদার নীতি সমাজে আন; অনুদারনীতি পরিহার কর, তবে কিছু করিলেও করিতে পারিবে।

পিতা সহাস্যমুখে মাতার দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন, মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য পিতা বলিলেন, তুমি স্থির হও, অসুস্থ শরীরে বেশী কথায় কাজ নাই, কন্যা বাঁচুক, কন্যার বিয়ে সম্বন্ধে তুমি যা বলবে তাই করব।

পিতার এই কথায় জননী একটু আশ্বস্তা হইলেন। দাদা একটু প্রফুল্ল হইলেন। আমাদের বাড়ীর দুঃখের আবরণ, বিষাদের আচ্ছাদন যেন একটু অপসৃত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতার সংসারিক অবস্থা ও আমার নাম করণ।

পিতৃদেব অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। আমার পিতামহ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক প্রবল পরাক্রম জমিদারের এক সুবৃহৎ পরগণার নায়েবী কার্য্য করিতেন। পিতামহ মৃত্যুকালে সহস্রাধিক মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি দশসহস্র মুদ্রা নগদ ও একটী পাকা বাড়ী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পিতামহ মহাশয় দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, দোল, চড়কপূজা ও রথযাত্রা বেশ সমারোহে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি বহু বিবাহ করেন নাই; আমার পিতামহী ঠাকুরাণী পিতামহের একবৎসর অগ্রে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। পিতামহ, পিতৃদেবের বি, এ পরীক্ষার বৎসরে ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। পিতা যে বৎসর পৌষমাসে বি, এ পরীক্ষায় উপস্থিত হন, সেই বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে পিতামহ মহাশয় কলিকাতায় পিতৃঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া জ্বররোগে গঙ্গাতীরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার পিতামহের সংসারে তাঁহার অনেক জ্ঞাতি ভ্রাতা, ভগিনী একান্নভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। সকলের পরামর্শক্রমে পিতৃদেব একাদশদিনে গঙ্গাতীরে সামান্যরূপ পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সাম্বৎসরিক তিথিতে পিতৃঠাকুর মহাশয় পিতামহের বাসভবনে মহা সমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রবণ করিয়াছি, পিতামহের শ্রাদ্ধে ছয়সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

পিতামহের শ্রাদ্ধকালে, আমার একটী পিতৃবন্ধু আমাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, পিতামহের শ্রাদ্ধান্তে পিতৃবন্ধুর সহিত পিতার শ্রাদ্ধের ব্যয় বাহুল্য সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। পিতৃবন্ধু বলিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াউপলক্ষে এইরূপ অবস্থার প্রতি

দৃষ্টি না করিয়া ব্যয়াধিক্য; যশঃ ও সমাজে প্রতিপত্তি লাভে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কিছুই নহে। এইরূপ ব্যয়াধিক্য আমাদের বঙ্গদেশের দৈন্যতার প্রধান কারণ। রামচন্দ্র, মহারাজ দশরথের স্বর্গ কামনায় সামান্য জলপিণ্ড দিয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন। কিন্তু আমাদের দুই বা চারি হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের দরিদ্রগৃহস্থগণ পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে বহুসহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। একদিনের কতকগুলি টাকা ব্যয়ে সমাজে কোন স্থায়ী উপকার হয় না, বঙ্গের শত শত গ্রামবাসী জলকষ্টে মরিতেছে, সহস্র গ্রামে বিদ্যালয় নাই, দশসহস্র গ্রামে রাস্তা নাই, ঐরূপ দশসহস্র গ্রামে চিকিৎসালয় নাই, দেশে শিক্ষার অভাব, জলের অভাব, ঔষধের অভাব, চতুর্দ্দিকে অভাবের ভীষণ চীৎকার। শ্রাদ্ধাদির ব্যয়লাঘব করিয়া পিতৃমাতৃ স্বর্গ কামনায় জলাশয় বিদ্যালয় চিকিৎসালয় রাস্তা, প্রভৃতি স্থাপন করিলে দেশের স্থায়ী উপকার হয়। আরও দেখা যায়, অনেকে জীবিত পিতা মাতার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছুমাত্র ব্যয় করেন না, কিন্তু সমাজে প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধে বহুল মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন।

এই কথায় বাবা হাসিয়াছিলেন, কোন উত্তর করেন নাই। আমাদের গ্রামবাসী অনেক ভদ্রলোকে একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, সামাজিক প্রথা, সহসা লঙ্ঘন করা যায় না।

যে বৎসর পিতামহ মহাশয় পরলোক গমন করেন, সেই বৎসরই পিতৃদেব বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পিতামহের শ্রাদ্ধের পর ১৮৭০ সালে প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সালের জুলাই মাসে পিতৃদেব ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটীকালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী মেহেরপুরে কার্য্য করিতে গিয়াছিলেন।

পিতৃদেব চাকুরী করিয়া প্রথম দশবৎসরে সহস্রমুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি ও দশসহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়াছিলেন। পিতৃদেব যে বৎসরে ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পান, সেই বৎসরে ৫ই অগ্রহায়ণ কৌলিন্য প্রথা অনুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। আমার মাতার নাম কমলকুমারী দেবী, মাতার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ হইয়াছিল। মাতা বিবাহের পূর্ব্বে সামান্যরূপ বাঙ্গলা লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু বিবাহের পরে মাতা উত্তমরূপ বাঙ্গলা ও মধ্যমরূপ ইংরাজী ও সামান্যরূপ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান মিশনারী মহিলাগণের নিকট মাতা ইংরাজী শিক্ষা করায় এবং ব্রাহ্মিকাগণ মাতার শিল্পকর্ম্মের শিক্ষয়িত্রী হওয়ায় মাতা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। মাতার ইচ্ছা ছিল, রাতারাতি কৌলিন্য প্রথা উঠিয়া যায়। রাতারাতি কন্যাপুত্রের বিবাহে শুল্ক আদান প্রদান প্রথা সমাজ হইতে তিরোহিত হয়। রাতারাতি সকল হিন্দু মহিলা শিক্ষাভূষণে ভূষিতা হন। রাতারাতি সমগ্র বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তিত হয়। রাতারাতি সমাজ হইতে বাল্যবিবাহ বিদূরিত হইয়া যায়। রাতারাতি পর্দ্দাপ্রথা হিন্দু সমাজ হইতে তিরোহিত হইবার ব্যবস্থা হয় এবং অবলাকুল সর্ব্বকার্য্যে পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্ত হন। পিতাও সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। পিতা ছিলেন সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে মধ্যপন্থী এবং মাতা ছিলেন চরমপন্থী। এই কারণে পিতামাতার মধ্যে সর্ব্বদা তুমুল তর্ক বিতর্ক হইত। পিতা তর্ক সময়ে ধীর স্থিরভাবে কথা বলিতেন এবং কথা বলিবার সময় হাসিতেন, মাতা তর্ককালে প্রত্যেক কুপ্রথা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বিষধর ভুজঙ্গীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন, এবং কুঠার ধরিয়া সামাজিক কুবিধানরূপ বিষতরু সকল কর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইতেন।

পিতা মিতব্যয়ী হইলেও তাঁহার পৈতৃকক্রিয়াকর্ম্মসকল রক্ষা

করিতেন। প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে বাড়ী যাইতেন। পিতা সমাজ সংস্কারক হইলেও সংস্কার কার্য্য সময়সাপেক্ষ বুঝিতেন। পিতৃজ্ঞাতিগণ পিতৃভবনে বাস করিতেন। পিতার পৈতৃক ভূসম্পত্তির আয় ১২০০শত টাকা ও স্বকৃত ভূসম্পত্তির আয় ১১ এগার শত টাকা হইতে তাঁহার জ্ঞাতিগণের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত, ও তাঁহার বার্ষিক ক্রিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। পিতা কেবল দুর্গোৎসব পূজায় ১ একশত টাকা মাত্র নগদ দিতেন। পিতা নিজব্যয়ে অনেক বস্ত্র ও অর্থদান করিতেন। তিনি নিজ বাসগ্রামে একটী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন ও তাহার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত। পিতা মহানগরী কলিকাতার পটলডাঙ্গা অঞ্চলে একটী ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর বাড়ী ক্রয় করিয়া ছিলেন। মাসিক ৫০।৬০ টাকা ভাড়ায় এবাড়ী প্রায়ই ভাড়া দেওয়া হইত। পিতা সমাজ সংস্কারক হইলেও তিনি পণ্ডিত, কুলীন, ও ঘটক ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু অর্থদান করিতেন; এবং তাহাদিগকে পতিত সমাজের উদ্ধার করিতে বলিতেন।

আমার ছয়দিনে সুতিকাগৃহে ষষ্ঠীপূজা হইয়া গেল। নবম দিনে মাতা সুতিকাগৃহ হইতে বাহির হইলেন; একমাসে আমার জন্মোপলক্ষে ষষ্ঠীপূজা হইল। যান্মাষিকে আমার অন্নপ্রাশনের দিন আসিল। আমার নাম রক্ষা করা লইয়া একটা বিষম গোল বাঁধিল। আমার মাতা বলিলেন, এ কুলীনের মেয়ে, এর আদর যত্নও নাই, সোহাগও নাই। এ চিরকাল দুঃখ পাবে। ইহার নাম থাক্ ফেলি; জানি না, কি কারণে দাদা আমাকে চারু বলিয়া ডাকিতেন। উমার মা আমাকে ফুলি বলিয়া ডাকিত। বাড়ীর ভৃত্যও অন্যান্য পরিচারিকাগণ আমাকে জ্যোৎস্না বলিয়া ডাকিত। আমার এক পারসিক ভাষায় সুপণ্ডিত দাদা অর্থাৎ মাতার খুড়া আমাকে নুরমহাল বলিয়া ডাকিতেন। পিতা একদিন

মাতাকে বলিয়াছিলেন;—দেখ," এই কন্যার জন্মদিনে আমার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি ৫ পাঁচশত টাকার স্থলে ৬ ছয়শত টাকার ডিপুটী হইয়াছি। ইহার জন্মদিনে একখানি অপহৃত নোটের সন্ধান পাইয়াছি। এবং ঐ তারিখে হাইকোর্টে একটী চর জমির বড় মোকদ্দমা জিতিয়াছি। কন্যার রাশি অনুসারে জ্যোতিষী বলিয়াছেন, কথার ও নামের আদি অক্ষর দন্ত্যস হইতে পারে। এই সকল কারণে পিতা আমার নাম সুলক্ষণা রাখিতে চাহিলেন। আমার অনেক নাম হইতে লাগিল বলিয়া মাতা বড় কুপিতা হইলেন। এতদঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের একটী সংস্কার আছে যে, এক কন্যার বহু নাম হইলে সেই কন্যার পিতামাতার অনেক কন্যা সন্তান জন্মে। মাতা এই কুপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া একদিন ক্রোধভরে বাবাকে বলিলেন;—মেয়ের অনেক নাম রাখিতেছ, ঘরে মেয়ের পাল আস্‌বে।

এই কথায় পিতা বলিলেন, তুমি না কুপ্রথার হাত কাটিয়া সমাজ সংস্কারক হইয়াছ? মাতা এ কথায় লজ্জিতা হইয়া হাসিয়া কোন উত্তর করিলেন না। পিতা একজন ভাল জ্যোতিষীর দ্বারা আমার একখানি ভাল জন্মপত্রিকা প্রণয়ন করাইয়া ছিলেন। পিতা, জন্ম পত্রিকা পাঠ করিয়া মাতাকে বলিয়াছিলেন, কন্যা আমার রাজমহিষী তুল্য স্থান অধিকার করিবে মাতার, ঠাট্টা বিদ্রূপে পিতা সে জন্মপত্রিকা কখন বাহির করিতে সম্মত হন নাই।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগে মহাসমারোহে কালনা সহরে আমার অন্নপ্রাশন হইল। কাহারও নাম আর অন্নপ্রাশনকালে গৃহীত হইল না। পিতা ও দাদা আমার যে দুই নাম রাখিয়া ছিলেন, সেই দুই নামই প্রবল হইল। চারুবালা ও সুলক্ষণা এই দুই নাম আমার হইল। দিমার মা রাগিয়া আমার অন্নপ্রাশনের দিন হইতে আমার ফুলি নাম

পরিবর্ত্তন করিয়া ফুলকুমারী নাম প্রচার করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে লাগিল। পিতামাতা উমার মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন, চারুবালা ও সুলক্ষণা হইল কন্যার রাশিনাম, ঐ নামে ডাকা হইবে না; উহার ডাক নাম ফুলকুমারীই থাকিল, ইহাতেও উমার মা বড় সন্তুষ্ট হইল না। সে একদিন মার উপর রাগ করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল,—তাহার রক্ষিত নামই কেন রাশ্ নাম হইল না। মাতা এই কথায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সাতাইশ ২৭ টী নক্ষত্র, বারটী রাশি,—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ কন্যা তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন ; এবং ইহার এক এক রাশিতে দুই দুই বর্ণের নাম রাখা যায়। এই মেয়ের যে রাশি, তাহাতে চ, ও স, আদি অক্ষর দিয়া নাম রাখা যায়। ফ, আদি অক্ষর দিয়া কন্যার রাশি নাম করিলে কন্যার অমঙ্গল হয়, রাশি নাম গোপনে রাখিতে হয় ও ডাক নাম সকলকে জানাইতে হয়। এই কথায় উমার মা সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

অপত্য স্নেহের কি আশ্চর্য্য মোহ! শুনিয়াছি, উমার মায়ের উমা কৃষ্ণ বর্ণা ছিল। উমার মা আমাকে অঙ্কে লইয়া মাতাকে দেখাইয়া অনেক সময় বলিত,—ফুলি যেন ঠিক উমা হয়েছে, সেই মুখ, সেই চোক, সেই নাক, সেই হাত পা। মা রহস্য করিয়া বলিতেন,—ফুলি উমার মতন কাল। উমার মা বলিত,—সেরূপ কাল নয়, ফুলির বর্ণ তার অপেক্ষা সুন্দর। মা উমার মাকে আরও বলিতেন,—তুমি ফুলিকে উমার মত ভাল বাস, কি তার চেয়ে অধিক স্নেহ কর, তাই ফুলিকে উমার মত দেখ এবং বর্ণ উমার চেয়েও ভাল দেখ। এই কথায় হতভাগিনী অধিক প্রীত হইয়াছিল এবং আমাকে অতিশয় স্নেহ করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার শৈশব শিক্ষা।

ক্রমে ক্রমে আমার বয়ঃক্রম তিন বৎসর হইল। আমার পিতারও কালনায় অবস্থিতির কাল তিন বৎসর হইয়া উঠিল। আমাদের বাসায় পাচক উড়ে ব্রাহ্মণ, বাহিরের চাকর হিন্দুস্থানী কুর্ম্মি ও সকল কাজের ঝি কালনা অঞ্চলের গোয়ালিনী ছিল। আমি কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া ভাষায় উড়ে ঠাকুরের সঙ্গে, হিন্দীতে কুর্ম্মী ভৃত্যের সঙ্গে, ও কালনা অঞ্চলের বাঙ্গলাতে পরিচারিকার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। আমি পিতা মাতার আদরের কন্যা; আমার সর্ব্বত্র গতি বিধি। আমি পিতার আরদালির সহিত কাছারিতে যাইতাম, হেড্ ক্লার্ক বাবুর কলম ভাঙ্গিতাম, নাজির বাবুর টাকা পয়সা ছড়াইতাম এবং অন্যান্য কেরাণী বাবুদিগের কাগজ কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতাম। আমলা মোক্তার ও উকিল পাড়ার প্রতি ঘরে আমার একটা দৈনিক প্রাপ্যের বন্দোবস্ত ছিল; কোথায়ও ফুল কোথাও পাতা, কোথাও লতা, কোথাও মুড়ি ও কোথাও মিষ্টান্ন পাইতাম। বিষ্ণুপাদ-সম্ভূতা কলনাদিনী জাহ্নবী ও আমাকে কিছু কিছু উপহার না দিয়া আপন মনে সঙ্গীত গাইতে গাইতে সাগরাভিমুখে যাইতে পারিতেন না। আমি গঙ্গার জল, গঙ্গার মাটি ও গঙ্গার ভাসমান ফুল, গঙ্গাতীরের বালুকা সংগ্রহ করিতাম। বাড়ীর, বিড়াল, কুকুর, পাখী, গরু বাছুর, সকলেই আমাকে চিনিত এবং ভাল বাসিত। দধি বিড়ালী আমার সঙ্গে কত খেলা করিত, কুকুর দুটী আমার হাত পা চাটিত। টিয়া, ময়না ও কাকাতুয়া পাখী আমাকে দেখিলে ঠোঁট বাড়াইয়া খাইবার দ্রব্য। চাহিত শঙ্করী বাছুর আদরে আমার গা চাটিত, মঙ্গলী গাই, মুখ নাড়িয়া এক দৃষ্টিতে আমার

দিকে চাহিয়া থাকিয়া ও আমার মাথা শুঁখিয়া আমার প্রতি তাহার আদর প্রকাশ করিত।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের স্থানান্তরিত হইবার নিয়ম চিরকালই আছে। পূর্ব্বের কর্ম্মচারিগণও ভাল ছিলেন এবং তাঁহাদিগের স্থান পরিবর্ত্তনও একটু বিলম্বে হইত। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, আমরা ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে পঞ্চ মুখে নিন্দা করিতে ক্রটী করি না। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা কর্ম্মচারীগণের মধ্যে আজ কাল এমন অনেক কর্ম্মচারী হইয়াছেন যে, তাঁহাদের নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র সহস্র সহস্র লোক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহাদিকে গালি বর্ষণ করিতে থাকে। ইহারা দুই এক মাস মধ্যে কর্ম্ম স্থান এত উত্তপ্ত করিয়া তুলেন যে তদঞ্চলবাসীগণের বাস করা কঠিন হইয়া উঠে। তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে হাকিমগণের স্থানান্তর হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। একি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ; কি বাঙ্গালী চরিত্রের অধঃপতনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, বুঝিতে পারি না। সে কালের হাকিমে আর একালের হাকিমে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শৈশব কালে দেখিয়াছি, এক একটী হাকিম এক এক জেলা বা মহকুমার সকল লোকের মুরব্বি স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। উকিলগণ, মোক্তারগণ আমলাগণ, সর্ব্বদা হাকিম দিগের বাসায় গমনাগমন করিয়াছেন, এবং সাংসারিক সামান্য সামান্য বিষয়ে পর্য্যন্ত হাকিম দিগের পরামর্শ লইয়াছেন। তাঁহারা রোগ চিকিৎসায়, পুত্রগণের শিক্ষায়ও চাকুরি লাভ, কন্যাগণের বিবাহ প্রভৃতি সকল বিষয়ে হাকিমগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। হাকিমগণও অকাতরে সকল বিষয়ের পরামর্শ দিয়াছেন ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা হাকিমগণ যেন নির্জ্জনপ্রিয়, বঙ্গ সমাজ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক প্রকৃতির জীব।

ব্যবহারশাস্ত্রোপজীবী ও আমলাগণ যেন তাঁহাদের অবজ্ঞার পাত্র; উভয় দলের মধ্যে বিষম প্রভেদ। উভয় দলের মধ্যে প্রায়শঃ বিষম মনান্তর। সকলেই স্বাধীন, সকলেই প্রধান। কাহারও বিপদ সম্পদে কাহারও বিন্দু মাত্র সহানুভূতি নাই, একের বিপদ সম্পদে পরের হাসি কান্না। হায়! হায়! এই কি আমাদের উচ্চ শিক্ষার পরিণাম? আমরা সকলেই এক বঙ্গ মাতার সন্তান, কর্ম্ম ক্ষেত্রে আমরা নানা মূর্ত্তি ধারণ করি, কিন্তু গৃহে আমরা সকলেই এক। মুখোপাধ্যায় হাকিম যে শ্রীহর্ষের বংশধর, মুখোপাধ্যায় উকীল ও সেই শ্রীহর্ষের বংশধর। ঘোষ হাকিম ও ঘোষ উকীলের উদ্ধতন সপ্তম পুরুষ হয় ত একজন। তবে আমাদের এ মারা মারি কাটা কাটি কেন? কর্ম্ম ক্ষেত্রে আমরা ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব, গৃহে আমরা ভাই ভাই হইব। উচ্চ শিক্ষায় আমাদের হৃদয় দম্ভ শূন্য, অহঙ্কারশূন্য, সদয় সহানুভূতি পূর্ণ, দেশ ভক্ত ও স্বজাতি প্রিয় করিবে। হা দগ্ধ অদৃষ্ট! অদৃষ্ট দোষে আমরা বিপরীত ফল দেখি, বাঙ্গালি ভ্রাতৃগণ, উচ্চ শিক্ষার উচ্চ মর্য্যাদা রক্ষা কর। চরিত্রবান বলিয়া সমাজে পরিচিত হও। মিলিতে মিশিতে শিক্ষা কর, এবং মিলিয়া মিশিয়া দেশ ও সমাজের কার্য্য কর।

আমার তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে পূজার বন্ধের পূর্ব্বে আমার পিতা কাল্না হইতে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তঃর্গত কাঁদি মহকুমায় বদলী হইলেন। যদি ও আমার পিতৃদেব পূর্ব্বে প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজা উপলক্ষে গৃহে গমন করিতেন, কিন্তু আমার জন্মের পরে তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার আর গৃহে গমন করা হয় নাই। এইবার পিতামহাশয় পূজার সময় গৃহে যাইবেন, স্থির করিলেন। আমাদের মোট, মোটরী বান্ধা হইতে লাগিল। আমাদের বাড়ী যাওয়ার বিষম ধূম পড়িয়া

গেল, আমাদের পাখী, বিড়াল কুকুর, গরু, বাছুর, গাড়ী, ঘোড়া, কতক জল পথে, কতক স্থল পথে কান্দিতে প্রেরিত হইল, যে দিন ফৌজদারী কাছারি বন্ধ হইল, সেই দিন রাত্রে আহারাদি সমাপনী করিয়া-গো যানে আমরা নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। দ্বিতীয় দিন বেলা ১১টার সময়, আমরা কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়া উপনীত হইলাম। কলিকাতা হইয়া কালিঘাটে যাইয়া আমাদের বাসা স্থির করা হইল। একদিন কলিকাতা থাকিয়া, আলিপুরের বাগান, গড়ের মাঠ, এশিয়াটীক মিউজিয়ম, ও কত কি দেখিয়া ছিলাম। শৈশবের কথা আমার ভাল মনে নাই, তবে এইমাত্র আমার মনে আছে, আলিপুরের বাগানে নানা প্রকার জীবজন্তু দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আলিপুরের বাগান আমার নিকট নন্দন কানন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমার ইচ্ছা করিয়া ছিল, ঐ বাগান হইতে পাখী ও বানর ও অনেক জীব জন্তু ধরিয়া লইয়া যাই।

কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া, আমরা কতক পথ রেলগাড়ীতে ও কতক পথ ঘোড়ার গাড়িতে ও কতক পথ নৌকায় অতিক্রম করিয়া, ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাকালে আমরা বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমার এক জ্যেষ্ঠ তাত মহাশয় নৌকা হইতে আমাকে কোলে করিয়া বাটীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম আমাদের বাড়ীতে পুজা, তাঁহার অঙ্কে উঠিয়া পূজার মণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, মণ্ডপে বিষম ধুম, বাড়ী জনে জনাকীর্ণ। ঢাক, ঢোল, কাসীর বাদ্যে গৃহ পুলকপূর্ণ। মণ্ডপে কত জনে প্রতিমা সাজাইতেছেন। কত জনে মণ্ডপের সম্মুখে টাপর বাঁধিতেছেন ও তাহা সাজাইতেছেন, প্রতিমা, লোকজন ও আনন্দোৎসব দেখিয়া আমার মন ও তখন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। আমি কিছুতেই মণ্ডপ ছাড়িলাম না। কত রাত্রে যে আমি মণ্ডপ

হইতে গিয়াছিলাম তাহা আমার কিছুই মনে নাই। আমি মণ্ডপে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম এবং আমার অনুমান হয়, কোন ভৃত্য আমাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়াছিল।

পূজার কয়েকদিন, আমি পিতা মাতা বা পরিচারিকাগণের নিকট যাই নাই। গ্রামের বালকবালিকাদলের সহিত নাচিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছি। আমার যেন আনন্দের সীমা ছিল না। আমার যেন উৎসাহ উদ্যমের শেষ ছিল না। আমার দাদা মহাশয় ও আমার ন্যায় আনন্দোৎসবে মত্ত ছিলেন।

আমার বয়স ৩ তিন বৎসর হইলেও আমি এই সময়ে কিছু কিছু বুঝিতাম, মাতা সর্ব্বদা বলিতেন, কুলীন কুমারীর ন্যায় চিরদুঃখিনী নাই যদিও মাতার কথা সম্পূর্ণ বুঝিতাম না, তথাপি কন্যা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কেমন কি একটু ক্লেশের ভাব আছে তাহা বুঝিতে পারিতাম। পল্লীগ্রামে আসিয়া দেখিলাম, একটী কুলীন কন্যার নাম ও বেশ জাঁকাল গোছের নয়, আমাদের পাড়ার কতকগুলি কন্যা আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী হইল। তাহাদের নাম, ফেলি, পচি, আদারী, পাঁচী, চিনি, কুনি, খুদি, এককড়ি, দুইকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছয়কড়ি, সাতকড়ি নয়কড়ি ইত্যাদি এই কন্যাগুলি নিরাভরণা ও হীন বস্ত্র পরিহিতা, ইহাদের অনেকের হাত দুখানি একেবারে খালি, হাতে দুগাছি কাঁচের চুরিও নাই। আমি মনে মনে ভাবিতাম, ইহাদের এখানে থাকিতে থাকিতে, আমার দশাও বোধ হয় এইরূপ হইবে। আমি তাহাদের ভাল নাম ও গহনা কাপড় আছে কিনা এই ভাবের প্রশ্ন করিতাম। তাহারা মুখে কেহ ছোট হইত না, ফেলি কহিত, আমার ভাল নাম স্নেহলতা, এবং আমার এক বাক্স গহনা ও দুই বাক্স কাপড় আছে, আমি কুনিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত তাহার নাম কনকপ্রভা ও

তাহার কত কাপড় কত গহনা। এই ছোট ছোট কন্যাগুলি পূজার সময়ে আমাদের বাড়ীতে যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। তাহাদের পিতা মাতা যত্ন করিয়া রাত্রিতেও তাহাদিগকে বাড়ী লইতেন না।

মহাসমারোহে আমাদের বাড়ীর পূজা সুসম্পন্ন হইল। পূজার পরে দলে দলে বধূ, কন্যাগণ আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। আমিও মাতার সহিত কত বাড়ীতে দেখা করিতে যাইতাম। মাতার সহিত কতজনের কত গল্প হইত। শিক্ষিতা রমণী মণ্ডলে সমাজ লইয়া, স্ত্রী শিক্ষা লইয়া কত বাদানুবাদ হইত, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। গ্রামের স্কুল, চতুঃস্পাঠী, ডাক্তারখানা পাবলিক লাইব্রেরি, সুহৃদসমিতি প্রভৃতির কত সভা সমিতি হইল। আমি পিতার সহিত সকল সভায় উপস্থিত হইতাম, কত তর্ক বিতর্ক হইত, কত বাদানুবাদ হইত, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজা পল্লীগ্রামের এক মহান উৎসব, প্রতি ঘরে লক্ষ্মীপূজা। প্রতি ঘরে জলযোগের আয়োজন, বধূ বধুকে আদর করিতেছে, কন্যা কন্যাকে যত্ন করিতেছে, গৃহিণী গৃহিণীকে জলযোগ করান জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন; ঐরূপ পুরুষ মহলে বালক বালককে, যুবক যুবককে, প্রৌঢ় প্রৌঢ়কে ও বৃদ্ধ বৃদ্ধকে জলযোগ করান জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। লক্ষ্মীপূজা সামান্য পূজা, জলযোগের সামগ্রী ও যৎসামান্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বঙ্গদেশে, লক্ষ্মীর দ্রব্য ধান্য হইতে প্রস্তুত চিড়া, মুড়ী, মুড়কী লাজা লড্ডুক, তিল ও নারিকেল লড্ডুক প্রভৃতি প্রধানতঃ লক্ষ্মী পূজার জলযোগের দ্রব্য। দ্রব্য সামান্য হউক, উৎসব সামান্য হউক, কিন্তু ইহা পল্লীসুখের আবাস, পল্লী একতা বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি, পল্লীর বিনয়, শিষ্টাচার শিক্ষার প্রথম সোপান, পল্লীর আদর যত্ন শিক্ষার প্রথম উদ্যম, এবং পল্লী মহিলাগণের গৃহকর্ম্ম কুশলতা দেখাই-

বার প্রশস্ত অবসর। বিনা পয়সায় কন্যা, বধু গৃহিণী, ধানা, তিল বাড়ীর নারিকেল, বাড়ীর গুড়, গৃহের গাভীর দুগ্ধ হইতে, স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম কুশলতা গুণে কত দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। লক্ষ্মীপূজা বঙ্গগৃহে চিরকাল থাকুক, বাঙ্গালী মহিলাগণ নানা কর্ম্ম শিক্ষা করুন, বাঙ্গালী নর নারী একতা, বিনয়, নম্রতা, যত্ন, আদর, সাদর অভ্যর্থনা প্রভৃতির অমূল্য হারে ভূষিত হউন।

পূজার অব্যবহিত পরেই আমরা কান্দিতে আসিয়া উপনীত হইলাম। পিতা কার্য্যভার বুঝিয়া লইলেন, আমার বয়ঃক্রম ক্রমে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইল। আমি একটু একটু করিয়া বাঙ্গলা লেখা পড়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম, মাতা আমাকে প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠাইয়া দিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দিয়া ঘর ঝাটা দেওয়াইতেন, গৃহে গোময় লেপন করাইতেন এবং বাসনাদি মাজাইতেন। অবশ্য আমি সামান্য রূপ কার্য্য করিতাম। পিতা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে কত তিরস্কার করিতেন, এবং বলিতেন "মেয়েটাকে খুন কর কেন?" মাতা তদুত্তরে বলিতেন—আমি যাহা করি আমার মেয়েও তাহা শিখিবে। কুলীনের মেয়ে, কেমন পাত্রে পড়ে ঠিক নাই। এ সময় হতে সকল কাজ না শিখলে কি উপায় আছে? পিতা ঠাকুর মহাশয়, মাতৃদেবীর এই যুক্তি যুক্ত কথায় বড় বেশী আপত্তি করিতে পারিতেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুলীন কন্যার আগমন।

যে সকল ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দয়া করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র জীবনী পাঠ করিবেন, তাঁহারা রহস্য, আমোদ ও ঘটনা বৈচিত্র্য না দেখিয়া ক্ষোভে, এই পুস্তক দূরে নিঃক্ষেপ করিবেন। যাঁহারা রামায়ণ পড়িয়াছেন, বাল্মীকির অমৃতময় লেখনীর অমৃত ধারায় তাঁহাদের মন প্রাণ আপ্লুত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, মহাভারতের ঘটনা বিচিত্রতায় মুগ্ধ হইয়াছেন, আমি হতভাগিনী বঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা, আমার জীবনে অদ্ভুত ঘটনা প্রবাহ নাই—রামায়ণ, মহাভারত পাঠকের পরিতৃপ্তি জন্মাইবার ঘটনা মাত্র নাই, আমি কুলীন কন্যা হইলেও মধ্যবিৎ গৃহস্থ ঘরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা। আমার ক্লেশকাহিনী পাঠ করিয়া, তাঁহারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন—আশ্রয়হীন, শ্বশুরালয়ে পীড়িত, কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার দুঃখের পরিমাণ কত অধিক। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, কুলীন কন্যাগণের দুঃখ কাহিনী বিবৃত করা ও হিন্দু সমাজের সকল কুপ্রথার দৃশ্য দেখান আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং সকল উপন্যাস অপেক্ষা আমার আখ্যায়িকায়, আমার পাঠকবর্গকে কুলীন কন্যার কষ্টে কান্দাইতে, সামাজিক কুপ্রথায় রোষান্বিত করিতে ও আমাদিগের সমাজের নেতাগণের নিশ্চেষ্টতায় ঘৃণা জন্মাইতে পারিলেই, আমার শ্রম সফল হইবে।

কান্দিতে পিতার কার্য্যকাল দুইবৎসর অতীত হইবার পর, কান্দিতে আমার পিতার যশঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবার পর, কান্দিতে পিতা অনেক হিন্দু সমাজে পরিচিত হইবার পর, বেলা প্রায় একটার সময়, আমি একদিন মাতার নিকটে বসিয়া কথামালা পড়িতেছি এবং পড়া

শেষ করিয়া উলের কার প্রস্তুত করিব মানসে উল লইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে একখান গো-যান আসিয়া আমাদের বাটীর দ্বারে উপনীত হইল। আমি ও মাতা ব্যস্ততার সহিত দ্বারের নিকট গমন করিলাম, শকট হইতে দুইটী রমণী অবতরণ করিলেন। উভয়ে মাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। রমণীদ্বয়ের মধ্যে, একজনের বয়স ৫৫ কি ৬০ বৎসর ও অপরের বয়স ৩০ কি ৩৫ বৎসর। একজনের বিধবা বেশ, ও অন্যের সধবা বেশ। একজন কৃষ্ণবর্ণা অপর গৌরবর্ণা, একজন আভরণহীনা ও অন্যের আভরণের মধ্যে হাতে কয়েকটী কবিরা কাঁচের চুড়ি ও কণ্ঠে কয়েকটী সোণার মাদুলী।

মাতা উভয়কে সাদরে বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি জাত, কোথা হতে আসছেন? রমণীদ্বয়ের মধ্যে অল্প বয়স্কা কহিলেন—আমি পোড়া কুলীন বামুনের মেয়ে, আর আমার সঙ্গে গদার মা ময়রার মেয়ে, মা তোমার কাছেই দুঃখের কান্না কান্দতে এসেছি।

মা, মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, তোমার সিথায় সিন্দুর দেখ্‌ছিনা, তুমি সধবা না—বিধবা, তোমরা কেমন কুলীন, কোন মেল? কনিষ্ঠা রমণী আবার উত্তর করিল—আমি সধবাও না, বিধবাও না, অদ্যাপি কুমারী। আমরা স্বভাব কুলীন, বল্লভী মেল। আমরা খুব ভাল কুলীন, খুব মান সম্ভ্রম। আমার বয়স প্রায় দুই কুড়ী হল, সমান ঘর খুঁজে পাওয়া যায় নাই বলিয়া বিবাহ হয় নাই।

কনিষ্ঠা রমণী আপন মুখে বয়স দুই কুড়ি বলিলেও, তাঁহাকে দেখিতে ২৮/২৯ বৎসরের অধিক বয়স্ক দেখায় না। তাঁহার গৌর বর্ণ, মধ্যমাকার একটু স্থূল দেহ। মাথায় খুব লম্বা চুল, কপাল খানি বেশ বড়, ভ্রূ ও চোক দুইটী খুব বড়। নাকটী ঈষৎ মোটা,

ওষ্ঠ দুখানি বেশ পাতল, দাঁত গুলি বেশ সরু সরু, বেশ সাদা এবং হাত, পা, বেশ দৃঢ়। কামিনীর বেশ রূপ আছে, তাহাকে কিয়ৎক্ষণ দেখার পর, আমার বড় ইচ্ছা হইল, তাহাকে দিদি বলিয়া তাহার কোলে বসি।

গদার মার বর্ণ কাল, মাথায় খুব বড় এক গোছা পাকা চুল, মুখ খানি খুব লম্বা, একটী ও দাঁত না থাকায়, মুখ খানি আরও লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, নাকটী খুব লম্বা এবং হাত, পা, গুলি খুব লম্বা, লম্বা একখানি দশ হাত কাপড়েও, গদার মাকে, ভাল করিয়া ঢাকিতে পারেনা। গদার মা যেন দুরবস্থাপন্ন কোন বড় লোকের বাড়ীর বার্ষিক রক্ষার শ্যামা প্রতিমা। তাহার চোখ দুইটী খুব উজ্জ্বল, সে যেন দয়াময়ী কালী প্রতিমা। গদার মাকে দেখিয়াও তাহার প্রতি আমার ভক্তি হইল। মাতা, যুবতীর পরিচয় পাইয়া অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল মা, বল আমার কাছে কি জন্য এসেছে? কনিষ্ঠা যুবতী—আমি আর মাথা মুণ্ড কি বলবো, গদার মা, তুমি বল।

গদার মা তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল। ইনি রামকৃষ্ণ চাটুর্য্যের মেয়ে, ইহার নাম শশিমুখী। ইহার বাপের বার বিঘা নিষ্কর জমি আছে, একখানা ভাল বাড়ীও আছে, ইহার পিতৃ কুলে আর কেহ নাই। ইহার বিয়ে হয় নাই তাত শুনলেনই। ইনি বাপের বাড়ীতে থাকেন, ও বাড়ী ও জমির উপস্বত্ব খান। ইহাঁরা দুইটা ভাল গাইও আছে। আমাদের পোড়ামুখো নায়েব ও বামণ, সে অতি ছোট বামণ। কট কটে কাল রং, মাথায় টাক, পেটে ভূঁড়ি, আকারে খর্ব্ব, বয়সে প্রায় ষাট বৎসর। ড্যাক্‌রা বুড়ো বামনের এবার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, দুটো ছেলে দুটো মেয়ে আছে। ড্যাকরা শশীকে বিয়ে করতে চায়। শশী, বিয়ে বসতে চায় না, খুন কবুল।

ডাকরা নায়েব তাই রেগে, শশীর জমির ধান আটকিয়েছে। বলে, নিষ্কর সরকারে বাজেয়াপ্তো হবে, এ নিষ্করের দলিল নাই, এ জমিদারের খাসের জমি। ডিপুটী বাবু বড ভাল লোক, তাই মা তোমার একটা উপায় করে দিতে হবে।

আমার জননী মনোযোগের সহিত গদার মার কথা গুলি শ্রবণ করিলেন। সে দিন তাহাদের কি আহার হইয়াছে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন। অতি সকালে বাটী হইতে আহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে কিছু জল খাইতে দিলেন। মাতা তাহাদিগকে বলিলেন,—বাবু কাছারি হইতে আসা পর্য্যন্ত তোমরা কি অপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিবে?

যবতী অপেক্ষা করিতে সম্মতা হইলেন। এই সময়ে বেলা প্রায় ৩ তিনটা বাজিল। মাতা বৈকালের জলখাবার প্রস্তুত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। আমি মাতার মতানুসারে শশী ঠাকুরাণীকে শশী দিদি বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। শশী দিদি মাতার সঙ্গে জল খাবার প্রস্তুত করিতে গেলেন। তিনি মাতাকে বসাইয়া রাখিয়া দিব্য কচুরী প্রস্তুত করিলেন। আমাদিগের ঘরে ছানা ছিল। শশী দিদি সেই ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা, পানিতোয়া ছানার মুড়কী, লালমোহন, প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন। মাতা দেখিলেন, শশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গৃহ কর্ম্ম নিপুণা। জল খাবার প্রস্তুত করিতে করিতে বেলা ৫টা বাজিল, পিতা ঠাকুর মহাশয় ৫টার পর কাছারি হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন গো-যানের গাড়োয়ান, গরু ও গাড়ি লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। শশী ঠাকুরাণী ও গদার মা কক্ষান্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পিতা কাছারি হইতে আসিয়া পোষাক ছাড়িলেন, হাত মুখ ধুইলেন—এবং জলযোগ করিতে বসিলেন মাতা হাসি হাসি মুখে—আমাকে সঙ্গে করিয়া

পিতার নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শ,—গ্রামের চৌধুরী, জমিদারদিগকে চেন ? পিতা উত্তর করিলেন—খুব চিনি। মা। তাহাদের কাছারির নায়েবকে চেন ? পি। গো গ্রামের নায়েব তিলক চক্রবর্ত্তী। মা। লোকটী খর্ব্ব, মাথায় টাক, রং কাল বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। পি। সেই ত তিলক চক্রবর্ত্তী। মা। চক্রবর্ত্তী কেমন লোক ? পি। আমি তো ভাল লোক বলেই জানি। মাতা। বংশজ, শ্রোত্রিয়, না কুলীন ? স্ত্রী আছে না স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে ? পি। সে সব সংবাদ বড় রাখিনা। মা। আমি যে তোমায় সর্ব্বদা বলি কৌলীন্য প্রথা, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব্বনাশের মূল, আজ তার একটী উদাহরণ দেখাব। এ সর্ব্বনেশে প্রথা, তোমরা কেন দেশে রাখ ? আজ একটী কুলীনের মেয়ে এসেছে, তার বয়স চল্লিশ বৎসর। চাটুযোর মেয়ে বল্লভীমেল, স্বভাব, বিয়ে হয় নাই, পিতৃকুলে কেহ নাই, বাপের একটু নিষ্কর আছে তাই খেয়ে বাঁচে। নায়েব তিলক চক্রবর্ত্তীর এবার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। সেই বুড়ো বামন, কুলীন কুমারীকে বিয়ে কর্ত্তে চায়। মেয়েটীর নাম শশী, দেখতে লক্ষ্মী প্রতিমা, শশী, সে বুড়াকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না, সেই বুড়া জাতিতেও ভাল বামন নয়। সেই রাগে, সেই বামন শশীর জমির ধান পান দিচ্ছে না। জমি খাস করে নেবার চেষ্টা কচ্ছে। তুমি তার একটী উপায় করে দিবে। এই জল খাবার ও শশী করেছে। মেয়েটী বেশ কাজ কর্ম্ম জানে। আমিও মাতার সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, শশী দিদি বড ভাল লোক তার ভাল করে দিতে হবে।

পিতা বলিলেন, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে গো গ্রামের দিকে যাইব, সেই সময়ে শশীর জন্য চেষ্টা করবো। এর মধ্যে সম্পর্ক হয়ে গিয়াছে ? আমি বলিলাম, শশী দিদিকে দেখলেই, দিদি বলতে ইচ্ছা করে।

বেশ, বেশ, যেন জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ; গদার মা ও বেশ।

মাতা বলিলেন, শশীকে এই দিকে ডাকবো ? পি। তা ডাকতে পার।

শশী ও গদার মা আসিয়া বাবার চরণে প্রণত হইল।

গদার মা, শশী দিদির জমি সংক্রান্ত সকল কথা বলিল। পিতৃদেব, শশীর ভূসম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শশী দিদি, তাহার লোকদিগের সহিত সে রজনীতে আমাদিগের বাসাতেই থাকিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুলীন কন্যার বিবাহ।

পিতার যত্নে শশী দিদির বিষয় উদ্ধার হইয়াছে। নায়েব তিলক চক্রবর্ত্তী, তাহার কৃত অপরাধের জন্য পিতার নিকট বড় লজ্জিত হইয়াছে। গদার মার পুত্র গদা, এক্ষণে গদাধর, শশীমুখীর পক্ষে পিতার নিকট বহু দরবার করিয়াছে। পিতা কোন মোকদ্দমা মামলা উপস্থিত না করাইয়া, গদাধর, তিলক চক্রবর্ত্তী ও শশীমুখীর জমির প্রজাগণকে ডাকাইয়া, পিতা সকল অবস্থা শুনিয়াছেন। নায়েবকে ভয় দেখাইয়াছেন এবং তাহার কু অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। নায়েব লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। গদাধরের সরল প্রকৃতি ও পরোপকারবৃত্তি দেখিয়া, পিতা তাহাকে কান্দির বাজারেই দোকান করিয়া দিয়াছেন। গদাধরের বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হইতেছে। শশীমুখী ও গদার মাতার সহিত আমাদিগের সম্প্রতি বিশেষ সদ্ভাব। শশীমুখী মধ্যে মধ্যে আমাদিগের বাসায় আসিয়া থাকেন।

অদ্য প্রাতে শশী দিদি আমাদের বাসায় আসিয়াছেন। আমার আনন্দের সীমা নাই। শশী দিদি মাটী দিয়া আমাকে চারটী পুতুল, একটী খেলার হাঁড়ি, একটী কড়া ও কএকটী সরা মালসা গড়িয়া দিয়াছেন। শশী দিদি বেশ রন্ধন করিতে জানেন, তিনি পোলোয়া কালীয়া হইতে নানা প্রকার ভাজা, চর্চ্চড়ী, ডালনা, দম প্রভৃতি পাক করিতে জানিতেন। তিনি পিতৃদেবকে নানা দ্রব্য রন্ধন করিয়া আহার করাইয়াছেন।

চৈত্রমাস, বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে,। সূর্য্যদেব মাথার উপরে আসিয়া খর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। পৃথিবী নিস্তব্ধ, বিহগ কুল

নীরব। পবন স্পন্দহীন, গো মহিষাদি পশুকুল, বৃক্ষছায়ায় শয়নে রোমন্থনে রত। ভাস্কর যেন পৃথিবীর উপর খর দৃষ্টি করিতেছেন. এবং পৃথিবীও যেন কোপানলে উত্তপ্ত দেহে রবির দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া আছেন। এমন সময়ে আমি, মাতা ও শশী দিদি আমাদের বাসায়, বড় গৃহের দক্ষিণের বারান্দায় উপবেশন করিলাম মাতা, ধীরে ধীরে শশী দিদিকে বলিতে লাগিলেন—শশী। আজ কএকটী কথা বলব, মনোযোগ দিয়া শুন। তোমরা যে কুল কুল করিয়া মর. সে কুল কোন শাস্ত্রের বিধান নয়। এখন যেমন চরিত্রবান যুবকগণ, ১ হইতে ৫ পাঁচ বিষয় পর্যান্ত পরীক্ষা দিয়া বি, এ, উপাধি লাভ করেন, প্রাচীন কালে সেইরূপ নবগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কুলীন হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় রাজা আদিশূর, কানাকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, দক্ষ ও ছান্দোর এই পাচটী সু ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন., এদেশীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশিয়া, পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণের, শাস্ত্রজ্ঞান নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। রাজা বল্লাল সেন, এই পতন নিবারণের মানসে. নবগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে, কুলীন নাম দিয়া মান সম্ভ্রম বাড়াইয়া দেন তিনি কুলীনের ছেলেকে কুলীন করিবার নিয়ম করেন না। এখন যেমন বি, এ, পাশ করা লোকের ছেলে পরীক্ষায় পাশ না করিলে বি, এ, হইতে পারেনা, পূর্ব্বেও সেইরূপ নবগুণ না থাকিলে, ব্রাহ্মণগণ কুলীন হইতে পারিতেন না। সেনবংশীয় রাজাদের মধ্যে বল্লালের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র দনুজ মাধব কুলীনদিগের একজাই করেন অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণাদি জাতি নিমন্ত্রণ করিয়া বিচার বাঁধাইয়া দেখিলেন, নবগুণ কোন্ কোন্ ব্যক্তির আছে। দনুজ মাধব দেখিলেন, বল্লাল যাঁহাদিগকে কুলীন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই নবগুণ হারাইয়াছেন, এবং অল্প:কয়েক জনের সেই নবগুণ আছে।

পুরাতন কুলীন বংশধরগণের মধ্যে যাহাদের নবগুণ ছিল, তাহারা এবং আর যাহারা নবগুণ লাভ করিয়াছিলেন তাহারা, দনুজ মাধব কর্ত্তৃক কুলীন নামে আখ্যায়িত হইলেন এবং কুলীনের মান সম্ভ্রম পাইলেন। পুরাতন কুলীনের নবগুণহীন বংশধরগণ, কুলের অরি অর্থাৎ কষ্ঠ শ্রোত্রিয় হইলেন। হড়, গুড়, কিশোর, কুণি প্রভৃতি কষ্ট শ্রোত্রীয়গণ, সেই আদি কুলীনের গুণহীন বংশধর। তারপরে হিন্দুর রাজ্য গেল, হিন্দুর স্বাধীনতা গেল, ব্রাহ্মণগণের নানা দোষ হইল। কোন কুলীনের যবন দোষ, কোন কুলীনের মুচি দোষ, কোন কুলীনের বাগদী দোষ, কোন কুলীনের ডোম দোষ, কোন কুলীনের রণ্ড দোষ, কোন কুলীনের পিণ্ড দোষ, প্রভৃতি হইল। এই সময়ে ঘট্টক চূড়ামণি দেবীবর, পূর্ব্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার মেসোত ভাই গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলীন মহাশয়, দেবীবরের মাতার হাতে আহার করিলেন না। দেবীবরের মাতা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, মাতার দুঃখ দূর ও কুলীনদিগকে বিপন্ন করিয়া জাতি মারিবার জন্য, দেবীবর নূতন ভাবে কুল করিলেন। তাঁহার কুল নিম্নলিখিত নিয়মে সংস্থাপিত হইল।

(১) যবন, মুচি, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি দোষ দেখিয়া কুল করা হইল।

(২) কুল বংশগত করা হইল অর্থাৎ কুলীনের ছেলেও কুলীন হইবে। এই নিয়ম করা হইল।

(৩) ফুলে, খড়দহা সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি গ্রাম ও সমাজের নাম অনুসারে কুলীনদিগকে, মেলবদ্ধ করা হইল।

(৪) কুলীনের পালটী প্রকৃতি স্থির করা হইল।

(৫) মেল দেখিয়া ও পাল্‌টী পর্য্যায় রক্ষা করিয়া কুলীনের ঘরে কন্যা দান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণে কুল রক্ষার নিয়ম হইল।

(৬) কুল হইল তিন রূপ, আর্ত্তি, ক্ষেমা, সাধারণ কুল। উপরের পর্য্যায় পাত্রের সহিত নিম্ন পর্য্যায় কন্যার বিবাহে আর্ত্তি কুল, সমপর্য্যায়ে ক্ষেমা কুল, ও নিম্ন পর্য্যায়ের পাত্রে কন্যা দান করিলে সাধারণ কুল হয়।

এই দেবীবরের কৌলিন্য প্রথা, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব্বনাশের মূল ও অধঃপতনের পিচ্ছিল সোপান। বীরভূম অঞ্চলের শিক্ষিত ঘটক নুলো পঞ্চানন, দেবীবরের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তন সভায় উপস্থিত ছিলেন। বীরভূম অঞ্চলের লোক এই সভায় অল্পই ছিলেন, দেবীবরের দল বরই বড় ছিল। পঞ্চানন নিজের কৌলিন্য প্রথা সম্বন্ধীয় যুক্তি যুক্ত মত রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার ঘটকগ্রন্থে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার, অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার।"

এইত শুনলে কুলের ইতিহাস, আবার শাস্ত্র শুন। যদিও সত্যবতী, কুন্তি এক এক পুত্রের মা হইয়া বিবাহিতা হইয়াছিলেন; রুক্মিণী আটাইস, দ্রৌপদী বাইস, অম্বা, অম্বালিকা ষোল সতর বৎসরে বিবাহিতা হন। এবং পৃথিরাজের স্ত্রী সংযুক্তা প্রভৃতির স্বয়ম্বরও বেশ বয়সে হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের গরিবের শাস্ত্র অন্যরূপ। ৮ আট বৎসরে কন্যাদান করিলে গৌরীদানের ফল হয়; ৯ নয় বৎসরে রোহিণী ও ১০ দশ বৎসরে কন্যাদানের ফল হয়। একাদশ ও তদূর্দ্ধ বয়স্কা কন্যাকে শাস্ত্রকারগণ বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা মনে করিয়াছেন, এবং সেই কন্যা অবিবাহিত থাকিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নরকগামী হয়।

দেখ মা, কোনও কুলীনের মেয়ের বিবাহ শাস্ত্র অনুসারে হচ্চে না। আমরা শাস্ত্র পায়ে দলিয়ে, দেবীবরের কুপ্রথা মাথায় করে বাচ্ছি। তোমায় এ সব কথা বলার তাৎপর্য্য এই, তোমার পিতৃকুলে একা আছ; তোমার অভাবে, তোমার পিতৃকুল নির্ব্বংশ হবে। তুমি, অবিবাহিতা

থাকায়, তোমার পিতৃকুল নরকবাস করছেন। বংশ না থাকাও একটা পাপ। কুলত ভূয়ো কথা, দেবীবরের কুপ্রথা, শাস্ত্র ঠিক হউক আর না হউক, নর নারীর মানববংশ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, প্রকৃতির ঋণ শোধ করাও উচিত বটে। তুমি বিয়ে বস, সমর স্বকুলীনের সন্ধান না করে সুব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে বস। আমি একটী পাত্র স্থির করেছি। সে তোমার সমরের নয় তবে সুব্রাহ্মণ বটে।

শশী দিদি মাথা হেট করিয়া সব কথা শুনিলেন, তিনি কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, আমি আপনাকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করি। লোকত ধর্ম্মত যাহাতে আমার নিন্দা ও পাপ না হয়, তাই আপনি করিতে পারেন। মাতা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমাদের স্কুলের পণ্ডিত জানকী মুখযোকে বোধ হয় তুমি চেন? সুব্রাহ্মণ ও সুশিক্ষিত, বয়সে তোমার ২।৩ বৎসরের বড়, প্রথম স্ত্রী মরেছে, দুটী ছেলে আছে। শশী দিদি উত্তর করিলেন, জানকী মুখুয্যেকে আমি খুব চিনি। তিনি আমার তিন বৎসরের বড়। তিনি খড়দহ মেলের দুই পুরুষে ভঙ্গ কুলীন।

মাতা বলিলেন, কুল ছেড়ে দাও, সুব্রাহ্মণ ও সুশিক্ষিত কিনা দেখ শশী দিদি আর কোন কথা বলিলেন না। পিতা, শশি দিদির গ্রামের লোকের মত লইয়া আসিয়া ছিলেন। সেই রাত্রেই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত শশি দিদির বিবাহের কথোপকথন স্থির হইয়া গেল।

৩রা বৈশাখ শশি দিদির বিবাহের শুভদিন।

গরিব বয়স্থা কুলীন কন্যার বিবাহ, এ বিবাহে ধুম ধাম মত থাকুক আর না থাকুক, আমোদ একটু আছে, বিবাহের পূর্ব্ব দিন প্রাতে, আমি ও মাতা ও আমাদের সুন্দরী নাম্নী ঝি, এক থান গোযানে আরোহণ করিয়া শশি দিদির গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার বারীড়

নিকটে গোযান যায় না। আমরা একটু দূরে গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিয়া শশি দিদির বাটী যাইতে ছিলাম। দুই দিকে ব্রাহ্মণ বাড়ী মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ, আমরা সেই পথ দিয়া শশি দিদির বাটীতে যাইতে ছিলাম। আমাদিকে কেহ বড় দেখিতে পাইতেছিল না। আমরা সেই পথ হইতে শশি দিদির গলা শুনিতে ছিলাম। শশি দিদি ডাকিতে ছিল—তোরা আয়লো আয়, নিস্তারিণী আয়, গোলাপী আয় গণেশের মা আয়, কাতর দিদি আয়, চাঁরের পিশি এস, আমাদের বাড়ীতে খুবড়ীর আইবুড় ভাত, দশটার মধ্যে না হলে মা এসে বকবেন। আমরা এইকথা শুনিতে শুনিতে আর হাসিতে হাসিতে, শশি দিদির বাটীতে যাইয়া উপনীত হইলাম। তখন বাটীতে কেহই ছিল না, কেবল গদার মা, গাত্র হরিদ্রা দিবার যোগাড় করিতেছিল। আমাদিগকে দেখিবা মাত্র, গদার মা ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠন পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রণাম করিল এবং উপবেশনের আসন দিল। গদার মা, পাখা আনিয়া আমাকে কোলে করিয়া, মাতার নিকটে বসিয়া খুব বাতাস করিতে লাগিল। মাতা, গদার মাকে বাতাস করিতে নিষেধ করিয়া, পাখা রাখিয়া অন্য কর্ম্মে যাইতে বলিলেন। ইতি মধ্যে শশি দিদি চারিটি প্রতিবেশী বধূ কন্যার সহিত নানা কথা বলিতে বলিতে গৃহাভিমুখী হইতেছিলেন। শশি দিদি কাজে যেমন কথায়ও তেমন। শশি দিদি, বয়সে মাতা অপেক্ষা ছোট নহেন বরং ৪।৫ বৎসরের বড়। তিনি মাতাকে দেখিয়া লজ্জা করিতেন না, যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

শশি দিদি পাড়া হইতে বলিতে বলিতে আসিতেছেন—পোড়ার মুখ জান্কে মুখযো এখন বুড় কালে আমায় বিয়ে করবে। আমার মার ত এখন বোধ শোধ নাই তাই বলা মাত্র রাজি।

পাড়ার গজগামিনী উত্তর করিল, জানকী মুখর্য্যেই যদি রুচি না হয়

তবে একটা ১৮।২০ বছরের ছোকরা বেছে নিলেই হত। ঠানদির আমার এখন যে রূপ, তাতে বিবি রাজি হলে অনেক ছোকরা বরও জুটত।

শশি দিদি উত্তর করিলেন—তুই থামলো থাম, তোরই ত সতীন হব ইচ্ছা ছিল। আমার এই চাঁদের আলোতে, তোর জোনাকীর আলো একেবারে ফুটবে না, তাই তোর প্রতি দয়া করে ললিতের গলায় স্বয়ম্বরের মালা দান করি নাই। জানিস্ তোর বড কপাল।

রমণী দলের মধ্যে অনেকেই শশি দিদির নাতনী ও নাত বৌ। পাড়ার চারুবালা, নয়ন তারা, সতী, হেমাঙ্গিনী, হেমলতা, স্নেহলতা প্রভৃতি কহিলেন—দিদি আমারটী নেবে, আমারটী নেবে, নারী দলের কথায় শশি দিদি উচ্চস্বরে উত্তর করলেন—থামলো থাম। যতদিন আমার একটী জুটেছিল না, ততদিন কেহই দিতে চাস্ নাই। এখন একটা জুটেছে, তাই তোরা সব কল্পতরু হয়ে বসেছিস। আজ বাদে কাল আমিও তোদের বাড়ী আমারটাকে পাঠাইতে পারব।

শশি দিদি এই কথা বলিতে বলিতে বাড়ীর উপর আসিয়ে যেই মুখ উচু করিয়াছেন, অমনি মুখ উঠাইয়া মাতাকে দেখিতে পাইলেন, এবং লজ্জিতা হইয়া মাতাকে যত্ন ও আদর করিতে আসিলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, শশি কি বলিতে ছিলে?

শশি দিদি উত্তর করিলেন, এই যে পাড়ার কচি মেয়ে ও বৌগুলা এরা সকলি সম্পর্কে আমার নাতনী ও নাতবৌ। ওরা যা মুখে আসে তাই আমাকে বলে; আমিও তার উচিত উত্তর দিচ্ছিলেম।

অনন্তর শশি দিদির গাত্র হরিদ্রা ও আইবুড় ভাতের ধুম লাগিয়া গেল, আমার মাতা পাড়ার সকল মেয়ে বৌকে ডাকিয়া বলিলেন—আমি তোমাদের সহিত মিলে মিশে কার্য্য করতে ও আমোদ করে, শশির

বিয়ে দিতে আসছি, আমাকে যদি তোমরা ডিপুটীর বৌ বলে একটু খাতির কর, হল্‌দি চুণ, কালি, বালি, আমার গায় দিতে ক্রটী কর, আমার সঙ্গে মিশিতে যদি একটু কুণ্ঠিত হও, তবে আমি এখনি চলিয়া যাই। কান্দিতে, আমি ডিপুটীর বৌ, এখানে আমিও যা তোমারাও তাই, আমি এখানে মান পেতে আসি নাই, মিলে মিশে হাসতে খেলতে এসেছি। মাতার এই কথায় শশি দিদির এক গ্রাম্য পিশি বলিলেন তোরা শোন্‌লা শোন্ এঁর কথা শোন, এঁরে তোরা ভাল করে হল্‌দি চুণ কালি, বালি দিবি।

মাতার ইচ্ছা ছিল শশি দিদির বিবাহের খরচ পত্র দিবেন। শশি দিদি মাতার নিকট হইতে এক পয়সাও খরচ পত্র লইলেন না। তিনি পূর্ব্বেই বিবাহের আহারাদির দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মাতার আন্তরিক ইচ্ছায় শশি দিদি দুই একখানি গহনা ও কাপড় গ্রহণ করিলেন, বিবাহে বেশ আমোদ হইল। শশি দিদি ভাল লোক পরোপকারী, পাড়ার মেয়ে, পুরুষ, বিবাহে অকাতরে পরিশ্রম করিল বিবাহের লগ্ন আসিল। বিবাহের বাদ্য বাজিতে লাগিল। বর আসিয়া বিবাহের সভায় দাঁড়াইলেন; শশি দিদির এক দূর জ্ঞাতি, কন্যা সম্প্রদানের জন্য আসিয়া বসিলেন। শশি দিদির এখনও কাজ সারা হয় নাই, তিনি ময়রার সন্দেশ বুঝিয়া লইতেছেন, লুচি ভাজার ঘরে ঘৃত দিতে যাইতেছেন, ডাল, তরকারি পাকের ঘরে মসল্লা দিতে যাইতেছেন, গোপের দধি ক্ষীর ছানা বুঝিয়া লইতেছেন, এমন সময় মাতা যাইয়া শশি দিদির হাত ধরিয়া আনিলেন। তিনি বলিলেন শশি, এখন একটু বসিতে হয়। কাজের লোক ঢের আছে, এখন কনে' সাজ। শশি দিদি উত্তর করিলেন, আর সাজা সাজি কি জানকে মুখর্য্যেকে আমি চিনি। সাত পাকটা আমি ঘুরে আসছি।

ইত্যবসরে মাতার ইঙ্গিতে ৭।৮টী কন্যা বধু আসিয়া শশি দিদিকে ধরিল, কেহ চুল বাঁধিল, কেহ গহনা পরাইল, কেহ কাপড় পরাইল, কেহ হাতে পায়ে আল্‌তা দিল! শশি দিদির সাজ গোজ সারা হইতে না হইতে, তাহার নাতিগণ বড় পিড়িতে করিয়া তাহাকে লইতে আসিল। সবকদল কেহ বলিল, শশি দিদি আমার মাথায় এস, কেহ বলিল কাঁধে এস, শশি দিদি রাগিয়া উত্তর করিল, এতকাল পোড়ার মুখোরা কোথায় ছিলি?

যাহাহউক, জোর জুলুম করিয়া শশি দিদকে পিড়িতে বসাইয়া, কোন মতে তাঁহাকে সাত পাক ঘুরান হইল। শুভ দৃষ্টির সময় শশি দিদি চোক বুজিল না, মাথা হেট্‌ করিয়া বসিয়া থাকিল। নিরাপদে বিবাহ হইয়া গেল। বাসর ঘরে বর কন্যার খেলা লইয়া বড় বিভ্রাট বাঁধিল, নারীবৃন্দ বর কন্যাকে খেলা করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, মহিলাগণের শত অনুরোধেও শশি দিদি কোন খেলা খেলিল না। তাহাদিগের ব্যবহারে শশি দিদি বিরক্ত হইয়া ঘোমটা ফেলিয়া বলিলেন, দেখ মুখয্যে—বুড় কালে কি আর তোমার আমার খেলা করা সাজে? আমার ত আর খেলার ইচ্ছা নাই। তুমি যখন এক বৌ মরতে মরতে, বর সেজে বিয়ে করতে এসেছ, তখন বোধহয় তোমার খেলার সখটা বেশই আছে। "যাহাহউক আমার অনেক কাজ, আমি উঠ্‌লাম—আমার এই নাতনী তরুবালাকে বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, এই এখন খেলবে।"

বাস্তবিক এই বলিয়া শশি দিদি উঠিয়া গেল। সকলে তরুবালাকে আনিয়া বরের কাছে বসাইল। তরুবালা আর বরে খেলা হইল, তরুবালা খেলা সারিয়া শশি দিদির নিকট যাইয়া বলিল; ঠানদি বুড় কালেও যদি একটা পেয়েছিলে তাও বেদখল করলেম।

শশি দিদি অমনি উত্তর করিল—তা নয় লা, তা নয়, বদল করলাম।

বিবাহের জলপান ভালই হইল, শশি দিদি গ্রামের কোন লোককেই অভুক্ত থাকিতে দিলেন না। গ্রামের চলচ্ছক্তি হীন অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধদিগকে শশি দিদি বাড়ী বাড়ী যাইয়া আহারীয় সামগ্রী দিয়া আসিলেন। পরদিন শশি দিদির পিত্রালয় ছাড়িয়া স্বামী গৃহে যাইবার সময় এক বিষম কাল। অভাগিনী গ্রামের সকল লোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিল। যাহার কেহই নাই, তাহার সকলেই আপন। শশি দিদি গদার মার হাত ধরিয়া কাঁন্দিল। শশি দিদি তাহার পালিত বাছুর গুলির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁন্দিল; এবং গদার মার হাতে হাতে তাহাদিগকে দিয়ে গেল। হতভাগিনী মাতার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁন্দিল এবং বলিল, মা আমাকে একবারে পৈত্রিক ভিটা ছাড়া করিও না। মাতা শশি দিদি ও মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন তিন দিনের মধ্যে আবার পৈতৃক বাটীতে ফিরিয়া আইসেন। আমরা শশি দিদির পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাঁহার পৈত্রিক বাটীতে অপেক্ষা করিয়া ছিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পুনরায় গৃহে।

যে বৎসর বৈশাখ মাসে মাতাঠাকুরাণী যত্ন করিয়া শশি দিদির বিবাহ দিলেন, সেই বৎসর শারদীয় পূজার সময়ে, আমরা আবার পিতার বাস ভবনে গমন করিয়াছিলাম। শশি দিদির বিবাহের পর হইতে মাতার সমাজ সংস্কারের প্রবৃত্তি ও সাহস বর্দ্ধিত হইয়াছিল! আমার পিতা মাতায় প্রায়ঃশই সমাজ সংস্কার লইয়া তুমুল তর্ক বিতর্ক হইত, ও পরে তাহা কলহে পরিণত হইত। কোন কোন দিন মাতা ক্রোধে

থালা, বাটী, গ্লাস, ল্যাম্প, চিমনী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। পিতা হাসিয়া বলিতেন, "জ্বলন্ত আগুনে আহুতি হইল, এখন আগুন আপনিই নিবিবে" বাস্তবিক কোন দ্রব্যের অপচয় হইলে, মাতা লজ্জিত হইয়া কলহ হইতে নিবৃত্ত হইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার পিতার বাসগ্রাম অনেক কুলীন ব্রাহ্মণে পূর্ণ। এই গ্রামে ১৬ বৎসর বয়স হইতে ৬০ বৎসর বয়সের অনেক কুলীন কুমারী অনূঢ়া আছেন। এইবার বাটী আসিবার সময়ে, পিতা মাতার যে কথোপকথন হইল তাহার একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন। আমরা নৌকায় উঠিয়াছি, নৌকা এক প্রহর দেড় প্রহর মধ্যে পিতার বাসগ্রামের নিজ ঘাটে আসিয়া উপনীত হইবে। এমন সময়ে মাতা বলিলেন—এবার গ্রামের একটীও আইবুড় মেয়ের বিবাহ বাকী রাখ্‌বনা।

পিতা হাসিয়া উত্তর করিলেন—তুমি একটীরও বিয়ে দিতে পার্‌বেনা।

মা—কেন পারব না? পূজার ছুটী বারদিন, তারপরে তুমি আড়াই মাসের ছুটী নিলে, প্রায় তিন মাসে কিছু করতে পারবনা?

পি—আমার গ্রামে ত পিতৃ মাতৃ হীনা শশী মিলবে না।

মা—মনে মনে সকলি শশী।

পি—মনে মনে হলেত হয়না, কার্য্যত হওয়া বড় কঠিন।

মা—তোমাদের কপালে আগুণ। তোমাদের কুলের কপালে আগুণ। তোমাদের ত জাত মানের ভয় নাই। শাস্ত্র পায় দলাচ্ছ। চিরজীবন অবিবাহিতা কুলীন কন্যাগণ কি পাপ না করছে? তোমাদের লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, তাই কুল, কুল করে মর। উচ্চ শিক্ষা নাই, ইন্দ্রিয় সংযম নাই, চতুঃপার্শ্বে বিবাহিত লোক ও স্বামী স্ত্রী জোড়ায় জোড়ায়, ইহার মধ্যে এরূপ অবস্থায়, এরূপ সমাজে কুলীন

কন্যাগণ কি সতী সাবিত্রী থাকে? এবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে তোমাদের সমাজের দোষ তোমাকে দেখাব। বিলাত বিলাত কর, সেদেশে অনেক মেয়ের বিয়ে হয়নি বল, কিন্তু সেদেশের সমাজ গঠন, আর এদেশের সমাজ গঠন কি একরূপ? হতে পারে সেদেশে শতকরা ৮০।৯০টী স্ত্রীলোক অবিবাহিতা। সে দেশের বিবাহ চুক্তি মাত্র। এ দেশের বিবাহ ধর্ম্মবন্ধন। সে দেশের স্ত্রীলোক স্বাধীন, আব এ দেশের স্ত্রীলোক পরাধীন। সেদেশের স্ত্রীলোক ইচ্ছামত গমনাগমন ও সকল কার্য্য করিতে পারে। আর তোমরা এত ক্ষুদ্রচেতা, এত নীচ যে তোমরা পর্দ্দায় ঢাকিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা কর। দেও দেখি সেদেশের মত নারী স্বাধীনত্ব দাও—ইচ্ছা মত নারীকে বর বাছিয়া লইতে দেও। তা কি তোমাদের সাহসে কুলাবে? তোমাদের ক্ষুদ্রাশয় সমাজ কোন পরিবর্ত্তনে সম্মত নহে। এ সমাজে কি চিন্তাশীল লোক আছে?

পি—তোমার কি আবার এই বুড়াকালে হাটে, বাজারে, ঘোরা ইচ্ছা মত কার্য্য করা ও আর একটী বর বেছে নেওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি?

মা—তোমার যেমন শিক্ষা, যেমন রুচি তেমনি কথা বলছ। আমি কি আমার জন্য কোন কথা বলি। আমার কথা মহিলা সমাজের জন্য।

এইরূপ ঝগড়া শুনিতে শুনিতে আমরা বাড়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শারদীয়া পূজা পূর্ব্ব বারের ন্যায় মহা আমোদে কাটিয়া গেল। ত্রয়োদশীর দিনে আমার পিতৃ জ্ঞাতি, পিতার দিগম্বর খুড়ার জামাতা, রাজ কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাদার বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার কত কি পাওনা বাকি আছে, কত কত বিদায় পাওনা বাকি আছে, এই কথা বলিয়া তিনি পা ধুইতেছেন না ও জল স্পর্শ করিতেছেন না। মাতা এই সংবাদ শুনিয়া দ্রুত বেগে দাদা

মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে যাইয়া বলিলেন—মুখুর্য্যে! বড় যে কুল্লেম করছ। চারি বৎসর পরে এসেছ, এত কুল্লেম কেন, তুমি যে কুলীন, তোমাতে কি নবগুণের ১টণ গুণ আছে?

মুখর্যো—হাকিমের কবিলা, থাম, থাম। আমার গলাতেই ন গুণ আছে, আমি কি আইছি? দায় ঠেক্‌ছ, তাই চিঠির পর চিঠি দিয়্যা, রাহাল ভারা, নাও ভারা পাটায়্যা দিয়্যা মোরে আন্‌ছ। জাত রক্ষার জন্যে আন্‌ছ। দায় না টেহ্‌লি কি আন্‌ছ? তা ত টাহা থরচ অত্তি অয়।

মা—তুম হ বেহায়া, জাত তোমার না তোমার স্ত্রীর, একথা বলতে একটুও লজ্জা করেনা? তুমি না একটু লেখা পড়া জান? এইকি তোমার বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয়? ছি ছি তোমরা কি মানুষ নও।

মু—আমরা কুলীনের ব্যাটা কুলীন। উচিত পাওনা গণ্ডা আদায় না হল্যি কি কুল থাকে, লেহা পড়া জানি তাইতো বেশী টাহা চাব।

মা—বেশ বেশ, তোমার শিক্ষা কি শ্বশুর কুল পীড়ন জন্য মনুষ্যত্বের ও প্রকৃত শিক্ষার পরিচয় দাও। অর্থ পীড়নে হয় না; অর্থ প্রকৃত গুণে। শ্বশুর বাড়া হইতে, বাঁদরাম করে না হয় ১০টাকা নিলে, তা তোমার কদিন থাকবে?

মু—হাহিমের জরু, তোমার ত মায়ে মানুষ নয়, তোমরা হাইহোটের কৌসুলি, তোমাদের মুখে খৈ ফোটে। তোমাদের সঙ্গে মৌজায় পারবে কে—তাত একটু বিবেচনা চাই, বাড়ীতে ছুট্যা বিয়্যা একটা বড় সরাত গেছে, তার বিদায় কি আমি পাবনা? তোমার যদি বিচের না হয় তবে আমি কোহানে যামু।

মা—সব বিচার হবে। বিচারের সময় কি আসা মাত্র। তোমার

শ্বশুর বাড়ী নাই, তোমার শাশুরী আর তোমার হতভাগিনী স্ত্রী বাড়ীতে, এই কি তোমার বিদায় আদায়ের সময় ?

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, তিনি ইংরাজী বাঙ্গলা একটু লেখাপড়া জানেন। তিনি মাতাকে একটু ভয় করিতেন, পিতার সোপারেশ পত্রে একবার তাঁহার চাকুরি হইয়াছিল। মাতা, সেই পত্র পিতার নিকট হইতে লইয়া দিয়াছিলেন। মাতার কথায় মুখোপাধ্যায় একটু লজ্জিত হইলেন, এবং এরূপও প্রকাশ করিলেন, যে তিনি তাঁহার শ্যালকদিগকে উপহাস করিয়াছেন। বাস্তবিক মুখোপাধ্যায় উপহাস করিয়া ছিলেন না। মাতাকে না দেখিলে তিনি বড় গোল করিতেন। তিনি মাতাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম ও করিয়াছিলেন। মাতা সম্পর্কে মুখোপাধ্যায়ের শ্যালক বধু।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণ কাল, কিন্তু ছেয়ে কাল নহে, অর্থাৎ কাল হইলেও অঙ্গে লাবণ্য ছিল। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। কোন কারণ বশতঃ তাহার নিম্নের সারির ২টী দাঁত ছিল না। তিনি মধ্যমাকৃতির লোক ও বেশ পূজা আহ্নিক করিতেন।

এ যাত্রায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১০।১২ দিন শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিলেন। গ্রামের অনেক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইলেন। তিনি বিদায়ের কথা কোথাও উত্থাপন করিলেন না। তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পাথেয় ব্যয় ও বিদায়াদি পাইয়াছিলেন।

এবারেও পূজার পরে সেবারের ন্যায় অনেক সভা সমিতি হইতে লাগিল। প্রথম দিনের সভায় কৌলিন্য প্রথা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইল, দ্বিতীয় সভায় কন্যা বিবাহের ব্যয় লাঘব সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি পাঠ হইল। তৃতীয় সভায় স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী জাতির কিরূপ শিক্ষা উচিত এই বিষয় অনেক বক্তৃতা হইল। চতুর্থ সভায় বিধবা

বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কি আশাস্ত্রীয়, তদ্‌বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইল। পঞ্চম সভায় ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতি সাধন ও সংস্কৃত শিক্ষার সুব্যবস্থা বিষয়ে পরামর্শ করা হইল। শেষোক্ত সভায় অধ্যাপক নির্ব্বাচন ও সংস্কৃত শিক্ষার সময় নিরূপণ বিষয়ে সভায় দুই মত হইল। আমার পিতা ও তাহার দলের লোকের মত হইল, তারা নাথ তর্করত্ন মহাশয়কে অধ্যাপক নিযুক্ত করা ও অধ্যাপনার সময় স্কুল কলেজের ন্যায় ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হয়। অপর দলের মত হইল রাধা কৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা, এবং অধ্যাপনার সময় সকালে বিকালে হউক। এই কথা মাতার কর্ণে আসিল। মাতার সম্মুখে পিতা, উপেন্দ্র, রমেশ, সতীশ, ও জগবন্ধু কাকা, যোগেন্দ্র. মহেন্দ্র, কেশব, যামিনী দাদা প্রভৃতি এই সকল বিষয় বাদানুবাদ করিতেছিলেন। মাতা বিষয়টী বুঝিতে পারিয়া, সেই দলে যোগ দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—তোমাদের সভা সমিতি যুক্তি তর্ক সব ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। তোমাদের সকল সংস্কার কাগজ কলমে আর মুখের বক্তৃতায়, তোমরা কি কোন কাজে হাত দিবে? যে সকল কাজে কাগজ কালি নষ্ট করিলে ও গলাবাজি করিলে তাহাতে আর দুই মত হল না। যে বিষয়ে কার্য্যে হাত দিলে সেই বিষয়েই দুই মত। কাজ করা তোমরা ভুলে গেছ। পাঁচটা কাজের চেষ্টা কেন? একটা আগে করে উঠ। এইত তোমাদের গ্রামে, নিস্তারিণী, মানকুমারী, শৈলবালা; ইন্দুমুখী প্রভৃতি কত মেয়ের বিয়ের কাল অতীত হয়ে গিয়েছে। একটা মেয়ের বিয়ে দাও দেখি। কৌলিন্য প্রথার গায়ে কেন আগে হাত দেওনা?

পিতা ঠাকুর মাতার কথায় বাধা দিয়া যুক্তকরে বলিলেন—তুমি এখন রক্ষা কর। তোমার একটী মিষ্ট মত রাখ। তুমি উগ্রচণ্ডার জা ত কিনা? তোমার ইচ্ছা সমাজকে ভেঙ্গে চুরে গুড়া করে রাতা

রাতি নূতন সমাজ গড়ে উঠাও, সমাজ সম্বন্ধে তাও কি কখন সম্ভব? মাতা আবার বলিতে লাগিলেন—আমি বলি কাজের কথা, তাহ তোমাদের ভাল লাগিল না। ঘর ঠিক করতে না পারিলে কি, সমাজের গায়ে হাত দেওয়া যায়। তোমাদের ঘরে ঘরে কত গলদ? পচা লাঠি নিয়ে কি কলহ করা সাজে? আমার পরামর্শ শুন, পাচ কাজে হাত দিওনা। আগে কুলীনের ঘরের গ্লানি, কুলীনের ঘরের কলঙ্ক দূর কর। ব্রাহ্মণ জাতির বংশ রক্ষার উপায় কর। দেবীবরের কুপ্রথার মূলে কুঠার বসাও, গুণের আদর করিতে শেখ। প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সম্মান কর। পিতা—উগ্রচণ্ডে? এখন বিদায় হও। জ্বালাতন করিও না। মাতা—উগ্রচণ্ডীই বল, আর রণকালিকাই বল, আমার যা বলবার তা বলবই। তোমরা যে কাজের লোক নয় তা আমি দেখায়ে দিচ্ছি। আগামী অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে নিশ্চয় তিনটী কুলীন কন্যার বিয়ে দিব। আমি মেয়ে মানুষ বইত নয়। পর্দ্দার মধ্যে থাকি। আমার যে ক্ষমতা আছে তাও তোমাদের নাই, তোমাদের তো কাজের প্রবৃত্তি নাই, হৈ চৈয়ের প্রবৃত্তি। তোমরা বিনা কাজে বাহাদুরী চাও।

মাতার এইরূপ কথায় পিতা ও তাঁহার দলের অন্যান্য ব্যক্তির আর কথোপকথন হইল না। কথা বিষয়ান্তরে হইতে লাগিল। কয়েকটী স্ত্রীলোক মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসায়, আমিও মাতা স্থানান্তরে তাহাদের নিকট গমন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যুক্তি গ্রহণ।

মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতার একজন জ্ঞাতি ছিলেন। তিনি ২০ টাকা বেতনের পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্য করিতেন। আমরা যে কার্ত্তিক মাসের কথা বলিতেছি, তাহার পূর্ব্ব মাসে মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১ স্ত্রী ২ কন্যা ও ২২ বৎসর বয়স্কা অনূঢ়া ভগ্নী রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই। তাহারা মাধবের পৈতৃক ভিটায় বসিয়া ঘটী, বাটী, গহনা, কাপড় বিক্রয় করিয়া ৬ মাস খাইয়াছেন। তারপর বহু উপবাস দিয়া, তাহার মাধবের শ্যালকের বাড়ীতে গিয়াছেন। মাধবের শ্যালক সৎ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, কিন্তু বড় গরিব। মাধবের শ্যালকেরা কোনমতে অতিরিক্ত ৪টী লোকের ভরণ পোষণ চালাইতে পারে না। মাধবের জেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যার বয়ক্রম, যথাক্রমে ১০ ও ৮ বৎসর।

মাধবের শ্যালকেরা দুইটী বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। এক কাশ্যপ গোত্রজ বংশজ ব্রাহ্মণের তিন ভাই, নবীন চন্দ্র রায়, রাম চন্দ্র রায় ও কৃষ্ণ চন্দ্র রায়। নবীনের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। নবীন বাটীতে থাকিয়া যাজন ক্রিয়া করেন। প্রায় শতঘর কায়স্থ, কর্ম্মকার, মালাকার, প্রভৃতি যজমান আছে। রাম চন্দ্র এক জমিদারের তহশীলদারি কার্য্য করিয়া বৎসরে প্রায় ৩শত টাকা উপার্জ্জন করেন। কৃষ্ণ চন্দ্রও এক জমিদারের কাছারির মোহরায় কার্য্য করেন, ও তাহার বার্ষিক আয় ২শত টাকা। নবীনের একটী পাঁচ বৎসর বয়স্ক মাতৃহীন শিশুপুত্র আছে। মাধবের শ্যালক গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাম চন্দ্র ও কৃষ্ণ চন্দ্রের সহিত মাধবের দুই কন্যার বিবা

দিয়া যথা ক্রমে ৫০০ ও ৬০০ টাকা পণ লইবেন স্থির করিয়াছেন ; এবং মাধবের ভগ্নী মুক্তকেশী, নবীনের সংসারে থাকিয়া, নবীনের শিশুপুত্রকে পালন করিবেন ও গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন। বিবাহের সম্বন্ধ অতি গোপনে স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিবাহে মাধবের অবশ্য কুল নষ্ট হইবে। মাধবের শ্বশুরের ভগ্নী, তাহার স্ত্রী ও মুক্তকেশী, তাহার দুই কন্যার সহিত গোপনে মাতার নিকট এই বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন।

মুক্তকেশী বলিলেন—দেখ রমেশের মা, এ বিয়েতে আমার অমত নাই কিন্তু আমি নবীন রায়ের ঘর করতে পারব না। বৌ কিছু টাকা নিয়ে ভায়ের বাড়ী থাকেন ভাল। আমি নবীনের বাড়ী গেলে আমার কলঙ্ক হবে।

মাতা। তাত হবেই, নবীনেরও হয়ত তাতেই এ বিয়ে গরজ। মাধব ঠাকুরপোর ছেলে নাই, ভাই নাই, সে কুলে দোষ হবে। তোমার ও কেন বিয়ে দেইনা ঠাকুরঝি? তবে কুলীনে দিবনা, সঘরে দিবনা; সুব্রাহ্মণের সঙ্গে দিব যে দুট খেয়ে পরে বাঁচ।

এই কথায় মুক্তকেশী কোন কথা বলিলেন না। মাধবের স্ত্রী বলিলেন, এত বেশ কথা। কুলই যদি গেল তবে ঠাকুরঝি কেন চিরকাল কষ্ট পাবে। দিদি বিপিনের মা, তুমি ঠাকুরঝির তবে একটা বিয়ে দেও।

মাতা—তা আমি দিব। তোমরা ঠাকুরপোর মেয়ের বিয়ে ঠিক করগে।

এই যুক্তি গ্রহণের কয়েক দিন পরে ১লা অগ্রহায়ণ আসিল। আজ বিবাহের শুভদিন আছে। আমার পিতৃ গ্রামের প্রায় ৪০জন লোক লাঠী সড়কী লইয়া সাজিতেছেন। বড় দম্ভ, আস্ফালন করিতেছেন, এবং চীৎকার করিয়া বলিতেছেন। "তা হবেনা, হবেনা, হবেনা।

কিছুতেই কুলীনের জাত মারতে দিব না। কুলীনের মেয়ের একেবারে বংশজের ঘরে বে। এসব কাজ হ'তে দিলে কি আমাদের মান সম্ভ্রম থাকে ?”

আমাদের গ্রামের পিতৃ জ্ঞাতি রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়ামহাশয় এই দলের কর্ত্তা। মাতৃঠাকুরাণী, উমার মাতার দ্বারা, খুড়া মহাশয়কে বাটীর মধ্যে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি ধীরে ধীরে খুড়ামহাশয়কে বলিলেন—তুমি যে দল বাঁধিয়া মাধবের মেয়েদের বিয়ে ভাঙ্গিতে যাচ্ছ, কেন বল দেখি ? মাধব ঠাকুরপোর স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী কি অনাহারে মরিবে ? ঠাকুরপো দশ মাস মরেছেন তাঁর অনাথিনী স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীকে কয়টা পয়সা দিয়ে তোমরা সাহায্য করেছ ? তোমরা ৪০ কি ৫০ জনে বিয়ে ভাঙ্গিতে যাচ্ছ, বর পক্ষের লোকেরা যদি দুই শত লাঠিয়াল আনিয়া থাকে ? বিয়ের কোন সংবাদই তোমরা রাখ না। মাধব ঠাকুর পোর স্ত্রী, তাঁর দুই কন্যা ও ভাইকে সঙ্গে করে আজ ২দিন বরের বাড়ীতে গিয়াছেন। অনাথিনী দুই মেয়ের বিবাহ দিয়ে এগার শত টাকা নিচ্ছে। এই টাকা সে চির জীবন বসে খাবে। এর এক পয়সা ও সে অনাথিনী খরচ করবে না। তোমরা গেলে আজ তার বাড়ী দেখে ব্যাকুল হ'য়ে ফিরে আস্‌বে। বিয়ে দুটো চুপে চাপে হ'য়ে যায় সেই ভাল।

এই কথা শুনিয়া রসিক খুড়ামহাশয় বাহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। কি ভাবে, কোথায় বিবাহ হইতেছে জানিবার জন্য এক জন লোক প্রেরিত হইল। মাতার কথা সত্য জানিয়া সকলে নিস্তব্ধ থাকিলেন। সে বিবাহে আর কোন গোল হইল না।

মাধব খুড়ার কন্যার বিবাহের দুই দিন পরে, মাতার এক জ্ঞাতি ভাই প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমাদের বাটীতে আসিলেন। প্রসন্ন

মামা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। দেখিতে বেশ সুশ্রী পুরুষ। তিনি এট্রান্স পাশ করিয়া, পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের মধ্যে ষ্টেসন মাষ্টারের কার্য্য করেন। তাঁহার চাকুরীতে বেশ আয় আছে। তাঁহারা দুই ভাই। অক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী তাঁহার বড় ভ্রাতা। অক্ষয় কুমার বাটীতে থাকিয়া এক জমীদারের তহশীলদারের কার্য্য করেন। তাঁহাদের সংসারে লোক অধিক নহে। তাঁহাদের সংসারে এক বৃদ্ধা মাতা, বিধবা ভগিনী, ও অক্ষয় মামার এক স্ত্রী মাত্র তাঁহাদের পোষ্য। দুই ভাই চাকুরি করিয়া বেশ অবস্থা ফিরাইয়াছেন। তাঁহারা বাটীতে একটী পাকা এমারত দিয়াছেন, দুই ঘাট বাঁধা একটী পুষ্করিণী করিয়াছেন। কিছু ভূসম্পত্তি করিয়াছেন এবং কিছু টাকা তেজারতিতে খাটাইতেছেন। প্রসন্ন মামার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই।

প্রসন্ন মামা মাতার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মাতা তাঁহাকে অবসর করাইয়া গোপনে ডাকিয়া বলিলেন—প্রসন্ন, বিয়ে করবি নে?

প্রসন্ন মামা উত্তর করিলেন—করব, এই অগ্রহায়ণ মাসেই বিয়ে করব। সেই জন্যই এক মাসের ছুটী নিয়েছি।

মাতা। সম্বন্ধ ঠিক হ'য়েছে কি?

প্র। না, তা হয় নাই।

মা। তুই মাধব ঠাকুরপোর ভগিনী কালীমতিকে চিনিস্?

প্র। কালীকে ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে দেখেছি।

মা। কালী পরমা সুন্দরী, অতি সৎ স্বভাবের মেয়ে। তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে পারি। পন্ টন্ কিছু লাগ্‌বে না। কালীকে কিছু ভাল গহনা দিতে হ'বে।

প্রসন্ন মামা এ বিবাহে সম্মত হইলেন। মাতা সেই রাত্রেই নৌকা

পাঠাইয়া মাধব কাকার স্ত্রী ও কালী পিসিকে আনাইলেন। সেই রাত্রেই গোপনে বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল। ১৬ই অগ্রহায়ণ অতি ধুমধামের সহিত কালী পিসিমার সহিত প্রসন্ন মামার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের ৪দিন পরে আমি মাতার সহিত মামা বাড়ী গিয়াছিলাম। আমার মামা বাড়ী আর প্রসন্ন মামার বাটী এক গ্রামে ও এক পাড়ার মধ্যে। আমি দেখিয়া আসিলাম কালী পিসি বিবাহে অনেক গহনা ও কাপড় পাইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কালী পিসি ৪ঠা পৌষ তারিখে, প্রসন্ন মামার সহিত কার্য্য স্থলে যাইবেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে, মাতার যত্নে আর দুইটী কুলীন কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহাদের একজনের বয়স ২৫ ও অপরের বয়স ২৮। এ বিবাহেরও মধ্যস্থ মাতা ছিলেন। এ দুই কুলীন কন্যার পিতা, মাতা ভ্রাতা সকলেই বর্ত্তমান ছিলেন। অথচ তাঁহারা দুইজনেই গোপনে বরের বাটীতে যাইয়া বিবাহিতা হইয়াছিলেন। এই বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ লিখিলে আমাদের অঞ্চলের অনেকেই সেই পাত্রী ও তাঁহাদের পিতৃ বংশের পরিচয় বুঝিতে পারিবেন, সুতরাং সে বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ না দেওয়াই ভাল। এইমাত্র বলিয়া রাখি এই দুই কুলীন কন্যাও বংশজ পাত্রের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। পিতার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। এবার ছুটি অন্তে পিতা মুন্সীগঞ্জে বদলী হইলেন। আমরা ৫ই মাঘ মুন্সীগঞ্জেও যাইয়া উপনীত হইলাম। মুন্সীগঞ্জ ঢাকা জেলার মধ্যে একটী মহকুমা।

এক্ষণে খুলনা হইতে বরিশাল, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া, ঢাকা অঞ্চলে যত ষ্টীমার গমনাগমন করে, পূর্ব্বে সেরূপ ষ্টীমারের বন্দোবস্ত ছিল না। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মধ্যবঙ্গের রেলওয়ে

লাইনের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই। আমরা নৌকা, রেলগাড়ী, ষ্টীমার যোগে মুন্সীগঞ্জে পৌঁছিলাম। নৌকাপথে গমন বড় সুখকর বোধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ধীবরগণকে রাশি রাশি মৎস্য ধরিতে দেখিয়া বড় সুখী হইয়াছিলাম। স্থানে স্থানে মধুমতী নদীর চরের উপর নানা জাতীয় সুরাগ রঞ্জিত বিহঙ্গ কুল দেখিয়া কত সুখী হইয়াছিলাম। কত ঘাটে, কত ছোট বড় মেয়ে দেখিয়া, তাহাদের সহিত কত কথা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। সুবিধা পাইলে তীর-বাসিনী কত বালিকার সহিত কথাও বলিয়াছি। আহা, সে এখন যেন একটী সুখের স্বপ্ন! নৌকা প্রত্যেক বহিত্রের ও সলিলের আঘাত জনিত শব্দে কত আনন্দের উদয় হইয়াছিল। কত দূরস্থিত কর্ণধারের সুকণ্ঠ বিনিসৃত সঙ্গীতালাপকে, দেবকণ্ঠ বিনিসৃত সঙ্গীত মনে করিয়াছি। তীরস্থিত বালক, বালিকা, যুবক যুবতী ও প্রৌঢ়াদলের কোলাহল এক মধুর শব্দ বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। পাল যোগে যখন তরণী হেলিয়া ঢুলিয়া চলিয়াছে, তখন তরীর সেই দ্রুতগতিকে তাহার নৃত্য মনে করিয়াছি। আমাদিগের নৌকার নিকটে আরো দুই এক খানি নৌকা আসিলে, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছি। তীরস্থিত রসাল, পনস, তাল, তিন্তিরী প্রভৃতি তরু নিচয়ের সঙ্গীতালাপী পতত্রী-গণকে তরুগণের সঙ্গীতালাপী ফল মনে করিয়াছি। শব্দায়মান বংশগুচ্ছ ও নানা জাতীয় লতাকে তীরসুন্দরীর কুন্তল মনে করিয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আকস্মিক বিপদে।

আমরা মুন্সীগঞ্জে আসিয়াছি। বাবা পুরুষ মহলে দিন দিন সুযশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন; এবং মাতাও স্ত্রীমহলে বিলক্ষণ

যশস্বিনী হইয়া উঠিয়াছেন। মাতা কখনও পায়ে হাটিয়া কখনও বা শিবিকাদির যোগে—যে স্থানে অধিক স্ত্রীলোকের সমাগম হয়, সে স্থানে গমনাগমন করিতেন। মাতার নিকটও কত স্ত্রীলোক আসিতেছেন। মুন্সীগঞ্জ একটী রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণের প্রধান সমাজ। মাতার মুখে সর্ব্বদাই সমাজ সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, এবং ভাবেও বোধ হয় মাতা যেন এই সকল চিন্তায় পাগল। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মুন্সীগঞ্জ, মাতার বেশ কার্য্যক্ষেত্র হইয়াছে। এস্থানের নরনারিগণ কেবল বাক্যবাগীশ নহেন। ইহারা কার্য্য—করিতেও প্রস্তুত, এস্থানে মাতার কথা অরণ্যে রোদন হইল না। মাতার কথায় ক্রমে ফল ফলিতে লাগিল। মাতার মতাবলম্বিনী স্ত্রীগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

আকস্মিক বিপদের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। আমরা মুন্সীগঞ্জ আসার পরে, চৈত্রমাস আসিয়াছে। বেশ গরম পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে। আম গাছ মুকুলভরে নত হইয়া পড়িয়াছে এবং মধুপ আসিয়া তাহাতে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। লেবুর ফুলের গন্ধে দিক আমোদিত হইয়াছে। নানা জাতীয় নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া বন, উপবন, উদ্যান সৌন্দর্য্যময় ও গন্ধে আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। শীতে পত্র শূন্য তরুলতা, নানা বর্ণের কিংশুক বসনে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছে। লতা বধুগণ—রক্তবর্ণ চেলি বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া ফুল মুকুল নোলক নাকে দিয়া বায়ুভরে শিরঃ কম্পনচ্ছলে যেন তরু শাখার সহিত আনন্দ করিতেছে। সবুজ লোহিত বসনধারী তরু শাখাও যেন পত্র কম্পনচ্ছলে খিল, খিল করিয়া হাসিয়া ব্রততী বধুকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন। তৃণ, লতা শূন্য বালুকা স্তূপ ও বালুকাচর তৃণে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। ধরণী

সুন্দরী যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছেন। শীত পীড়ার অপগমে যেন তাহার নবকান্তির উদয় হইয়াছে, এই সময়ে পিতা একদিন সন্ধাকালে কাছারী হইতে গৃহে আসিয়া [illegible] ড়িয়া ধূম পান করিতে করিতে সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আ [illegible] তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে তিনি একবার নিভৃতে গমন করিলেন। তথা হইতে বহির্গত হইতে হইতে চন্দ্রোদয় হইল এবং পৃথিবী কৌমুদী স্নাত হইয়া উঠিল।

মাতা, পিতার সহিত যতই কলহ করুন এবং মাতা পিতার সমাজ-সংস্কার লইয়া যতই বাদানুবাদ হউক, আমার মাতৃদেবী আমার পিতৃদেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। সতীত্ব, পতিপ্রেম ও পাতিব্রতা গুণ আমার মাতার চরিত্রে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। মাতা পিতায় কলহ করিয়া পিতা মুখ গম্ভীর করিলে, মাতা তাঁহাকে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল চিত্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। পিতার সামান্য একটু অসুখ হইলে মাতা প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। পিতা অনেক সময়ে পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে চাহিতেন, কিন্তু মাতা, স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, পিতাকে আহার করাইতে না পারিলে, মনে শান্তি পাইতেন না। আমার মাতার ন্যায় কর্ম্মকুশলা ও শ্রমশীলা রমণী, আজকাল স্ত্রীসমাজে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পিতা কোন নিভৃতস্থানে গমন করিলে, মাতা তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। দৈবের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। পিতা জল পাত্র হস্তে নিভৃত স্থান হইতে আসিতে-ছেন, মাতা পথের দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া আছেন, হঠাৎ এক বিষধর সর্প ত্বরিত গমনে আসিয়া পিতার বামপদে দংশন করিল, পিতা পদবিক্ষেপ দ্বারা সর্প দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সর্প বেদনা পাইয়া জিভ পাকাইয়া, ফণা বিস্তার করিয়া, গর্জ্জন করিতে লাগিল—প্রকাণ্ড বিষধর গোখুরা জাতীয় সর্প—পিতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, পিতার চীৎকারে

বাড়ীর সকল লোক জড় হইল, মাতা বিদ্যুৎগতিতে পিতৃ পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক, মুখের দ্বারা পিতার সর্পদষ্ট স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে লাগিলেন। মাতা জ্ঞানশূন্য, চিন্তাশূন্য ভাবে রক্ত মোক্ষণ করিতেছেন ; রামসিং কনেষ্টবল আসিয়া লগুড়াঘাতে সর্প মারিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই দুঃসংবাদ সহরের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কত ভদ্রলোক আসিলেন, এবং সহরের সকল ডাক্তার, কবিরাজ আসিয়া সমবেত হইলেন।

পিতা ধরাশয্যায় মূর্চ্ছিত পড়িয়া আছেন, মাতা সাবিত্রীর ন্যায় তাহার পাদ মূলে পড়িয়া চিন্তাশূন্য, জ্ঞানশূন্য—এমন কি সংজ্ঞাশূন্য ভাবে নিয়ত রক্তমোক্ষণ করিতেছেন। আমি ও দাদা অবাক, সমবেত জনগণ নিস্তব্ধ। একজন বড় ডাক্তার, পিতার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার মস্তক তাঁহার উরুদেশে তুলিয়া লইলেন। তাহার নাড়ী ও বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিলেন, তিনি শীতল জল আনিবার জন্য অনুমতি করিলেন। তিনি মাতাকে বলিলেন, “মা! আর রক্তমোক্ষণ করিতে হইবেনা। বাবুর শরীরে বিষ নাই, ইনি কতক আতঙ্কে ও কতকটা বিষের যন্ত্রনায় মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।”

ডাক্তার বাবু ধীরে ধীরে পিতার মুখে, চোখে, জলের প্রক্ষেপ দিতে লাগিলেন। মাতাকে ভাল করিয়া মুখ ধুইতে বলিয়া, পিতার মস্তক অঙ্কে লইয়া, স্থির ভাবে বসিতে বলিলেন। ডাক্তার বাবু সর্পদষ্ট স্থান পরীক্ষা করিয়া, টিপিয়া রক্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। রক্ত বাহির হইল না। ডাক্তার বাবু, পিতাকে তথা হইতে উঠাইয়া, কোন গৃহের বারান্দায় শয্যার উপর লইতে ও তালবৃন্ত ব্যজন করিতে বলিলেন। বহুক্ষণ ব্যজন করিবার পর, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময়, পিতার সংজ্ঞা লাভ হইল। পিতা বলিলেন তাহার শরীরে কোন

স্থানে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সর্পদষ্ট স্থানেও কোন জ্বালা নাই। মাতাও প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিয়া, পিতাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতার কোন যন্ত্রণা নাই এই কথা মাতার যখন বিশ্বাস হইল, তখন তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া পিতার পদপ্রান্তে বসিলেন।

আগন্তুক ভদ্র লোকেরা, রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত পিতার চারিপার্শ্বে বসিয়া থাকিলেন। ডাক্তার বাবুদের ব্যবস্থামত, পিতাকে একটী ঔষধ সেবন করান হইল, ও সর্পদষ্ট স্থলে আর একটী ঔষধ প্রয়োগ করা হইল। সেই রাত্রে পিতাকে কোন আহার দেওয়া হইবেনা, ডাক্তার বাবুরা ব্যবস্থা করিলেন, এবং সেই রাত্রে পিতার নিদ্রা যাওয়াও ব্যবস্থাসঙ্গত নহে, ডাক্তারেরা সিদ্ধান্ত করিলেন। মাতা জলস্পর্শ না করিয়া সমস্ত রাত্রি পিতার পার্শ্বে বসিয়া, পিতাকে নিদ্রা যাইতে দিলেন না।

পরদিন প্রাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন, মাতা সকাল সকাল স্নান আহ্নিক করিয়া, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করতঃ, পিতাকে আহার করাইলেন। পিতা আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া, বেলা তিনটার সময়, যখন কাছারীতে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, তখন মাতার মুখের বিষাদ মেঘ যেন সরিয়া গেল, মাতার মুখে মৃদুমন্দ হাসি দেখা দিল।

এই ঘটনার তিনদিন পরে আমাদিগের বাসায় কিঞ্চিৎ দূরস্থিত এক উকীল বাবুর বাসায় বেলা দেড়টার সময়, বিষম কোলাহল, ক্রন্দনের রোল উঠিল, মাতা ভৃত্যের মুখে শুনিতে পাইলেন উকীল বাবুর বাসায় একটী চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র জলমগ্ন হওয়ায় গতাসু হইয়াছে। মাতা, পদব্রজে দ্রুতগমনে সেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মৃত পুত্রটীকে, মৃত্তিকা হইতে কোলে উঠাইয়া লইলেন। এদিকে আমাদিগের রামা ভৃত্য, বাজার হইতে দুই ধামা লিভারপুলের লবণ লইয়া আসিল, বলা বাহুল্য মাতা বাসা হইতে বাহির হইবার কালেই,

রামাকে দুই ধামা লবণ বাজার হইতে উক্ত বাটীতে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। মাতা বালকের সর্ব্বাঙ্গে লবণ মাখিতে লাগিলেন, এবং অপরা রমণীকে মাটিতে ছড়াইয়া একটা গদীর মত করিয়া দিতে বলিলেন। মাতা, বালককে সেই লবণের উপর শয়ন করাইয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রায় দুই আঙ্গুল পুরু করিয়া লবণ দিলেন। বালককে চিৎ করিয়া শোয়ান হইল, মাথায় ও পেটে ছয় আঙ্গুল পুরু করিয়া লবণ দিলেন। প্রায় ষোল মিনিট পরে বালকের নাসারন্ধ্র দিয়া জল নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে মুখ দিয়াও জল বাহির হইতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা পরে বালকের একটু একটু নিঃশ্বাস অনুভূত হইতে লাগিল। সেই বাটীর ও আগন্তুক বহুজন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, বালকের একটু একটু পা নড়িতে লাগিল; আর আধঘণ্টা পরে বালকের হস্ত নাড়িতে লাগিল। প্রায় বেলা পাঁচ টার সময় বালক সর্ব্বাঙ্গ নাড়িয়া খুব খানিকটা জল বমি করিল। মাতা চক্ষের উপরিস্থিত লবণ সরাইয়া দিলেন। লবণে আবৃত করিবার সময়েও নাসারন্ধ্রে লবণ দেওয়া হইয়াছিল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বালক উঠিয়া বসিল, বালক কথা বলিতে লাগিল। সে তাহার মায়ের অঙ্কে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। বালকের মাতা, আমার মাতার অনুমতি লইয়া, পুত্রকে কোলে লইলেন। বালকের মস্তকের উপর একটী বড় লবণের পোট্‌লা রাখা হইল। সাতটা সাড়ে সাতটার সময় বালকের একটু দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কোন অসুখ থাকিল না। মাতা বালকের সর্ব্বাঙ্গে লবণ ঝাড়িয়া বালককে তাহার মাতার অঙ্কে দিয়া আপন গৃহে ফিরিলেন, সেই রাত্রেই বালকের পিতা মহাসমারোহে সত্যনারায়ণ পূজা করিলেন, মুন্সীগঞ্জ সহরে মাতার ধন্য ধন্য প্রশংসা হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে এই কথা বহু সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সংস্কারের কথা।

মুন্সীগঞ্জের সহরে যে বাসায় অধিক বামাকুলের অধিবেশন হইত, মাতা তথায় গমন করিতেন, মাতার নিকটেও অনেক মহিলা আগমন করিতেন, সেই বামাসভায় কথোপকথনের বিষয় ছিল—কৌলিন্যপ্রথার সংস্কার, বিধবা বিবাহের প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষার বিষয় নির্দ্ধারণ; পরদা প্রথায় দোষ, গুণ সমালোচন ইত্যাদি ইত্যাদি—কথোপকথন কালে মাতা সময়ে সময়ে এত উত্তেজিত হইতেন যে, তাঁহার কথা শুনিয়া আমায় ভয় করিত। হিন্দুসমাজসংস্কারকের অভাবে যে সকল বিষপাদপ ও বিষ বল্লরী উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকালে মস্তক উন্নত করিয়া ও শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া হিন্দু সমাজকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিযাছে, মাতা যেন রণরঙ্গিণী বেশে, সুধার কুঠার হস্তে সে সব কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে চাহিতেন।

একদিন এক মুন্সেফ বাবুর পুত্রের অন্নাশন উপলক্ষে অনেক মহিলার সমাগম হইয়াছিল, সেই স্থানে কয়েকটী শিক্ষিতা যুবতী, মাতার প্রমুখাৎ তাঁহার সমাজ সংস্কারের মতামত জানিবার জন্য, তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন। অনেকে মাতাকে সংস্কার বিষয়ে পাগলিনী মনে করিতেন। বাস্তবিক মাতা সমাজের কুরীতি সম্বন্ধে এতই চিন্তা করিতেন, যে তিনি তদ্বিষয়ে জ্ঞানশূন্যা হইয়া কথোপকথন করিতেন।

তৃতীয় মুন্সেফ বাবু কুলীন ব্রাহ্মণ, তাঁহার স্ত্রী মাতাকে বলিলেন—"দিদি কৌলিন্য প্রথা মন্দ কিসে? কৌলিন্য প্রথাতেই ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষিত হইয়াছে। কৌলিন্য প্রথা না থাকিলে হয় ত এতদিন ভাল ব্রাহ্মণ দেশে থাকিত না।"

মাতা।—বোন বল কি? কৌলিন্যপ্রথাই এদেশের সর্ব্বনাশের মূল। ব্রাহ্মণের উন্নতির পথের কণ্টক, এই যে শত শত পাচক, মিষ্টান্ন প্রণেতা, পাউরুটীওয়ালা, খওড়ের মুন্সী আদালতের পেয়াদা, বড় বড় মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের দেখিতেছ, এ কৌলিন্যপ্রথার মহিমা এই কুপ্রথা, কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ভীষণ দরিদ্রতার হুতাশন জ্বালিয়াছে। কুলীন শত বিবাহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতুলালয়ে পালিত, শিক্ষা বর্জ্জিত, সমাজে ঘৃণিত, পঞ্চশতপুত্র উদারান্নের জ্বালায় কেবল হীন বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, দরিদ্রতার ঘোর পীড়নে বিদ্যা-মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে পারিতেছে না। হীনবৃত্তি দ্বারা উদরান্ন সংগ্রহ করিয়া, হিন্দু সমাজকে নীচাদপি নীচ করিয়া ফেলিতেছে। অন্যদিকে বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বংশ হইলেন, মূর্খ কুলীনের শত বিবাহ হইতেছে, পণ্ডিত বংশজ, শ্রোত্রিয়ের এক বিবাহ হওয়া দায় হইয়াছে। দেশ কাল ভেদে সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হয়। রামায়ণে বুড়ী তারা ও মন্দোদরীর বুড়োকালে আবার বিবাহ দেখি। মহাভারতে সত্যবতী, কুন্তী প্রভৃতির কুমারী অবস্থায় সন্তান প্রসব করা দেখি, এবং বিনা কলঙ্কে পরে রাজমহিষী হইতে দেখি। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী দেখি, অম্বা, অম্বালিকা, রুক্মিণী, সত্যভামা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতিকে বহু বয়সে স্বয়ম্বরা হইতে বা পতি নির্ব্বাচন করিতে দেখি। এখন কি সমাজে এ সব প্রথা আছে। বেদ বেদান্তপারগ কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ, কৌলীন্য প্রথার নামও শুনেন নাই। বল্লাল, দনুজ মাধব ব্যক্তিগত কুল ও নবগুণ দেখিয়া কুল করিয়াছিলেন। বোন! মনে ভেবে দেখ, কৌলীন্য প্রথায় কি দোষ সমাজে না বিকাশ পাইতেছে। নারী চরিত্র কলুষিত ও অপবিত্র হইতেছে। সীতা, সাবিত্রীর ঘরে এখন পিশাচী রাক্ষসী আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। পুরুষের বহু

বিবাহ, আর কুলীন কুমারীর বিবাহ একেবারে বন্ধ। দেশে লোক নাই, সমাজে লোক নাই। স্বার্থের ক্ষুদ্র দৃশ্যে সকলের দৃষ্টি নিরুদ্ধ। এই কৌলিন্য প্রথা হইতেই উচ্চ হিন্দু সমাজে দরিদ্রতা আসিয়াছে, দরিদ্রতা হইতে হীন বৃত্তি, হীন বৃত্তি হইতে নীচাশয়তা এবং নীচাশয়তা হইতে কত কদাচার ও কুক্রিয়া। আমরা স্বাধীন হইতে চাই, আমরা দেশ স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে বল নাই, মনে উদারতা নাই, এবং যে উপাদানে চরিত্র গঠিত হইলে স্বাধীনতার জন্য আন্তরিক স্পৃহা জন্মে, তাহা আমাদের চরিত্রে একেবারেই লক্ষিত হয় না।

মতাকে দিয়া নানাকথা বলানই যুবতী দলের উদ্দেশ্য, তাঁহারা বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই সেইরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ডেপুটী বাবুর স্ত্রী বলিলেন:—দিদি! তুমি যাই বল, তোমার বিধবা বিবাহের মতটী—আমি বড় ভাল মনে করি না। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, পাতিব্রত্য যাদের পরম ধর্ম্ম, সহমরণে যাওয়া যাঁহাদের প্রাচীন প্রথা, ব্রহ্মচর্য্য যাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য, তাঁহারা যদি—এক পতি বিয়োগের পর আবার শাখা সিন্দূরে সাজিয়া দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে, তবে হিন্দুতে আর অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীতে পার্থক্য থাকিল কি।

মাতা।—বোন! হিন্দু আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এ কথাটা ছেড়ে দাও। হিন্দু ধর্ম্ম ভাল আর অন্য ধর্ম্ম মন্দ, এ কথা কদাচ মনে করিও না। একটু যদি চিন্তা করিয়া দেখ, তবে বেশ বুঝিতে পারিবে, শাস্ত্র দেখিয়া মনুষ্যের কার্য্য কলাপ আচার ব্যবহার হইতে পারে না। শাস্ত্রে কেবল প্রাচীন সময়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি লিপি বদ্ধ আছে। দেখ এই শাস্ত্র পড়িয়া বোধ হয়, কোন সময়ে এদেশের স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম ছিল। তখন সতীত্ব বন্ধনও একটু ঢিলে ঢিলে

ছিল। বৃহস্পতির স্ত্রী—তারাকে, চন্দ্র হরণ করিয়া লইলেন, তাহার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে বুধ নামে এক পুত্র জন্মিল। বৃহস্পতি হাসি মুখে আবার সেই স্ত্রীকে গৃহে লইলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের এক স্ত্রী। সত্যবতীও পৃথা, কুমারী অবস্থায় পুত্র প্রসব করিয়াও বিনা কলঙ্কে আদরে রাজ মহিষী হইয়াছেন। আবার সাবিত্রীর সমন্ধে দেখা যায়, সাবিত্রী নিজেই প্রাচীন মন্ত্রীর সহিত পতি অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়াছেন। স্ত্রী সংখ্যার আধিক্য হেতু সমাজে ব্রহ্মচর্য্য—সহমরণ ও বৈধব্য দশা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে। যখন হিন্দু স্বাধীন জাতি, রাজা, রাজ মন্ত্রী রাজ বণিক, রাজ পুরোহিত ও রাজ কৃষক ছিলেন, তখন হিন্দু রমণীকে পরদায় ঢাকিয়া সতীত্ব রক্ষা করিতে হয় নাই। আমরা প্রাচীন কালে দেখিতে পাই, জানকী রামের সহিত, দ্রোপদী পাণ্ডবগণের সহিত, চিন্তা শ্রীবৎসের সহিত, সত্যভামা কৃষ্ণের সহিত কত স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন। রুক্মিণী দ্বারকার রাজ পথে অষ্টাবক্রের শকট বহন করিয়াছেন। আবার যখন হিন্দু পরাধীন হইল,—মুসলমানের পদানত হইল, হিন্দু-রমণী মুসলমানের গৃহের শোভা সংবৰ্দ্ধন করিতে লাগিল তখন পর্দ্দানসী করিয়া হিন্দুরমণীর জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করা হইল। হিন্দু সমাজে একবার নারীর সংখ্যা অধিক হইলে, বৈধব্য দশা ও ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম হইয়াছে। দ্বিতীয় বারে রমণীর সংখ্যা অধিক হইলে, সহমরণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এ সকল স্বার্থপর অদূরদর্শী সমাজ সংস্কারকের অস্থায়ী সংস্কার মাত্র, এসব সংস্কার সমাজে স্থায়ী হইতে পারে না, অগ্নি বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখা যায় না। মানব প্রকৃতির দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে। পুরুষ যেমন নানা সংস্কারে স্ত্রীকে করগত করিয়া কঠোর বিধানে রাখিয়াছেন, স্ত্রী চরিত্রে ততই কলুষিত হইয়া অন্তঃসলিলা ভাবে পাপ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। আমি একথা বলিতে

চাহি না, যে কোন কোন ভারত মহিলা ব্রহ্মচর্য্যময় আদর্শ জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই। অনেকে পরোপকার, পরহিতব্রত ও ব্রহ্মচর্য্যে জীবন অতিপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জগন্মান্য জগন্মাতা! অষ্টম বর্ষের কন্যার বিবাহ হইল। সেই অষ্টম বর্ষেই কন্যার বৈধব্য দশা হইল, ব্রহ্মচর্য্য দূরের কথ তাহার কোন শিক্ষাই নাই। নিষ্ঠুর হিন্দু সমাজ এরূপ বাল বিধবার পক্ষে কোন পৃথক বিধান করেন নাই। বল দেখি, বোন! এই অষ্টম বর্ষীয়া বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না? আমাদের শাস্ত্রকারেরা সমাজ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন, এবং সদসৎ অনেক বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অন্য দেশের লোকেরা সমাজ বিষয়ে বেশী চিন্তা করেন নাই, এবং তাঁহারা অনেক বিষয়ে সমাজে পুরুষের সহিত স্ত্রীকে তুল্য ক্ষমতা দিয়া আসিতেছেন। আমাদের প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিয়াছে। সংস্কার ভাল কার্য্য কিন্তু পরিণাম বুঝিয়া সংস্কার করা বড় অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

মাতার কথা শেষ হইতে না হইতে এক রমনী এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বৈশ্য জাতীয়া অসামান্য রূপ লাবণ্যবতী—কন্যা দেখাইয়া বলিলেন—আমার এই মেয়ের আট বৎসরে বিয়ে হয়। আট বৎসরেই ইহার কপাল পোড়ে।

মাতা কন্যাটীর দিকে দৃষ্টি করিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইল। অনেকেই সেই বিধবার দিকে দৃষ্টি করিলেন। কাহারও মুখ গম্ভীর হইল, কাহারও নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল।

আমি কন্যাটীর দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিলাম, আমি দেখিতে পাইলাম তাহার চক্ষুতে ও জল আসিল। সে সকলের অলক্ষিতে

নয়ন জল মুছিয়া ফেলিল, কন্যাটীর সীমন্তে কিছুই নাই। তাহার বৃহৎ কৃষ্ণ কুণ্ডলের পারিপাট্য নাই, তাহার প্রাকৃতিক রূপের সৌষ্ঠব সাধন নাই, সে যেন অনাদৃত বনজকুসুম, অনাদৃত ভাবে তৃণ গুল্ম জড়িত হইয়া অরণ্যের এক পার্শ্বে ফুটিয়া আছে। আর বেশী কথা হইল না। অনেক কামিনী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, বিষাদে এই রমণী সভা ভঙ্গ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিধবা বিবাহ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিধবার নাম মুরলা। মুরলা এক ডাক্তার বাবুর কন্যা। সেই অন্নাশনের দিনে মাতার সহিত মুরলার পরিচয় হওয়ার পর হইতে, সেই হতভাগিনী প্রায় প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে আমাদিগের বাসায় আসিত। মাতা তাহাকে অনেক পুস্তক পড়াইতেন এবং অনেক শিল্পকার্য্য শিখাইতেন। মুরলা অতি সৎস্বভাবা। তাহার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। মুরলা আমার মাতাকে তাহার মাতার ন্যায় ভাল বাসে এবং আমাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ যত্ন করে।

একদিন অপরাহ্নে মাতা মুরলাদিদিকে বলিলেন—দেখ মুরলা; আমি তোর বাপ মার মন জানি, আমি যদি তোকে আবার বে দিতে পারি, তা তুইকি আবার আপত্তি করবি? বিধবা বিবাহ অধর্ম্ম নয়, অশাস্ত্রীয় ও নয়।

মুরলা দিদি কোন কথা বলিলেন না। তাহার বড় চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মুরলা দিদি গম্ভীর হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন এবং মাতাও আর সেদিন কোন কথা বলিলেন না।

আমাদের প্রতিবেশী এবং মোক্তার বাবুর ভাগিনেয় নগেন্দ্রনাথ সেন এবার ইংরাজীতে এম, এ পাশ করিয়াছেন। তিনি অতি উত্তম ছাত্র এবং মুখ্যাগ্রস্থ তাহার বিশেষ সুখ্যাতি আছে। তিনি আমার মাতাকে মা বলিয়া ডাকেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসেন। আমি তাহাকে নগেন দাদা বলিয়া ডাকি। নগেন দাদার বয়স কুড়ি বাইশ বৎসরের অধিক নহে এবং তিনি বেশ সুশ্রী পুরুষ। একদিন নগেন দাদা আমাদের বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, মাতা বলিলেন . দেখ নগেন্ তোমরা ত বি, এ, এম এ, পাশ করলে, তোমরা দেশের কি উপকার করিবে ? এবং উচ্চশিক্ষার কি পরিচয় দিবে ?

ন। মা ! আমরা ক্ষুদ্রলোক, আমরা দেশের কোন উপকার করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষা আর প্রকৃত উচ্চশিক্ষা নহে, এবং আমরা তাহার পরিচয় দিবারও যোগ্য নহি।

মা—দেখ নগেন ; ওরূপ কথা মুখেও আনিওনা। প্রত্যেক জলকণা ক্ষুদ্র, কিন্তু জলকণা সমষ্টি এই পৃথিবী ব্যাপী সমুদ্র। একটী বালুকাকণা ক্ষুদ্র কিন্তু বালুকাকণার সমষ্টি বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ। তুমি ক্ষুদ্র হইতে পার, তোমাদের সমষ্টি ক্ষুদ্র নহে। তুমি তোমাকে উচ্চ শিক্ষিত না বলিতে পার, তোমার উপাধি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধি।

নগেন দাদা কোন কথা বলিলেন না। নগেন দাদা বাস্তবিক সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী। তিনি সভাসমিতিতে বড় বড় বক্তৃতা করেন। তিনি স্ত্রীজাতিকে আর পরদায় আটকাইয়া রাখিতে চাহেন না। তিনি রমণীজাতির উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী—তাহার মতে বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহার মতে বাল্য বিধবার বিবাহ না হওয়া অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ। মাতা নগেনদাদাকে আবার কহিলেন:—নগেন ! সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারিবে কি ?

ন।—ম ! কি করিতে হইবে ?

মা।—মুরলাকে বিয়ে করিতে পারিবে ?

নগেনদাদা কিছুক্ষণ হেটমুখে বসিয়া থাকিলেন এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—মা, আপনি আমার পরীক্ষা করিতেছেন, না সত্য সত্য কহিতেছেন।

মা।—আমি তোমায় সত্য বলিতেছি।

ন।—আজ আমি কোন উত্তর দিতে পারিতেছি না, ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া কাল উত্তর দিব।

পরদিন নগেনদাদা সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। মাতা যথাসময়ে একথা ডাক্তারবাবু, তাহার স্ত্রী ও মুরলা দিদিকে জানাইলেন। মুন্সী গঞ্জে কথাটা সম্পূর্ণ গোপন থাকিল।

পরে আমার পিতা মাতা, ও নগেনদাদার মধ্যে বিবাহের স্থান, কন্যাদাতা ও পুরোহিত সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। প্রথম বিবাহে সম্প্রদাতা পুরোহিত প্রভৃতির অভাব হয় না, কিন্তু বিধবা বিবাহে সে সকলের বড় অভাব হইয়া পড়ে। এই সময়ে মহানুভব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত ছিলেন। আমার পিতৃদেব তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন তিনি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া প্রত্যুত্তরে পিতাকে তৎসংবাদ জানাইলেন। বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। মুন্সীগঞ্জবাসী জনগণ এ বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারেই থাকিলেন।

সর্ব্বাগ্রে ডাক্তারবাবু ঔষধ আনিবার ব্যপদেশে সপরিবারে কলিকাতায় গমন করিলেন। তাহার চারি পাঁচদিন পরে নগেন্দ্রদাদা চাকুরীর অনুসন্ধানে কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। মুন্সীগঞ্জে বিবাহের কথাটা যেরূপ গোপনে ছিল, নগেন দাদার দোষে কলিকাতায় কথাটী তত গোপন থাকিল না।

নগেন দাদার এক খুল্লতাত পুত্র এই বিবাহে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিলেন, নগেন দাদা সৎসাহসের পরিচয় দিয়া সে বাধা গ্রাহ্য করিলেন না। কলিকাতার অনেক বড়লোক পড়িয়া নগেনদাদার খুল্লতাত পুত্রকে নিরস্ত করিলেন। শুভদিনে, শুভলগ্নে মুরলা দিদির সহিত নগেন দাদার শুভ-পরিণয় বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। বিদ্যা-সাগর মহাশয় ও ডাক্তারবাবুর ইচ্ছাক্রমে কথাটা কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল না।

এই বিবাহের কয়েকদিন পরে, নগেন্দ্রদাদা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন কলেজে দেড়শত টাকা বেতনে ইংরাজী শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তিনি মুরলা দিদিকে লইয়া কার্য্যস্থানে গমন করিলেন। মুন্সীগঞ্জে প্রকাশ হইল, মুরলাদিদি কলিকাতা হইতে মাতুলালয়ে গমন করিয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমার বরনির্ণয়।

ক্রমে ক্রমে আমার বয়ঃক্রম আটবৎসর হইয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল আমাকে দশবৎসরের মত দেখায়। কেহ কেহ আমার রূপগুণেরও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার দাদার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর। তিনি মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছেন। এক্ষণে আমার বিবাহের কথা নিয়তই আমার পিতা মাতার মধ্যে চলিতেছে। মাতা দেশসংস্কার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি কথা লইয়া যতই আন্দোলন করুন, কিন্তু সাংসারিক কোনকার্য্যে তিনি পিতার কথার অন্যথা করেন না। পূর্ব্বে পিতামাতার মধ্যে আমার বিবাহ লইয়া

কলহ হইত, এক্ষণে আর কলহ হয় না। পিতা আমাকে কুলীন পাত্রে বিবাহ দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মাতা কাতরভাবে নিয়তঃ বলেন যে তিনি কুলীনও বুঝেন না বংশজও বুঝেন না, সৎপাত্রে আমার বিবাহ হয় এই তাহার ইচ্ছা।

একদিন আমি ও দাদা বাবার বাহিরে বসিবার ঘরের একপার্শে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পড়িতেছি। এবং পিতা সেই গৃহের আর একদিকে বসিয়া কি লেখা পড়া করিতেছেন, এমন সময়ে একটী প্রাচীন ব্রাহ্মণ পিতার নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। পিতা তাহাকে সাদরে বসাইয়া ধূম পানের বন্দোবস্ত করাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ একটু বিশ্রাম করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"ডেপুটীবাবু ? আমি আজ যে পাত্রের সন্ধান বলিব, আপনি যদি সেই পাত্রে আপনার কন্যার বিবাহ না দেন, তবে আর আমি বিক্রমপুরের সমাজ হইতে স্বত্বরে পাত্র দিতে পারিব না। সে পাত্রের নাম রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, তাহার পিতা একজন আরবী, পারসীতে খুব পণ্ডিত, পিতা বড় কুলীন, চার বিবাহ। রাজকুমারেরও নয় বৎসর বয়সে উপনয়ন সংস্কারের পর এক শ্রোত্রিয় কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাহার সে স্ত্রী বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। রাজকুমারের মা সতী সাবিত্রী লক্ষ্মী প্রতিমা। রাজকুমার রূপে কার্ত্তিক, লেখা পড়ায়ও খুব ভাল। উচ্চপ্রাথমিক পাশ করিয়া বৃত্তি লইয়া জয়দেবপুর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছে। তাহার বয়স বার বৎসর মাত্র। সে মামা বাড়ীর ভাগিনেয়, বড় গরীব।

প্রাচীন ব্রাহ্মণটী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঘটক। তিনি তিন চার দিন আমাদের বাসাতে থাকিলেন। পিতা মাতা ও ঘটকে কি কথা হইল তা আমি কিছুই জানি না।

আমি বুঝি বা না বুঝি মাতা অনেক সময়ে আমাকে বধূর কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন :—"মা ! এখানে আদরে মেয়েই হও আর ডেপুটীর মেয়েই হও, শ্বশুর বাটী যেয়ে শ্বশুরের অবস্থা দেখে তদনুসারে চলিবে। পিতৃধন পিতৃঅবস্থার গর্ব্ব করিবে না। শ্বশুরকে পিতা, শাশুড়ীকে মাতা, দেবর ভাসুরদিগকে ভ্রাতা, ননদিনী ও দেবর ভাসুরদের পত্নীগণকে ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। সংসারের সকল কাজ করিবার চেষ্টা করিবে। কখনও শ্বশুরালয়ে বলিবে না আমার বাপের বাড়ীতে ওকাজ চাকরে করে, একাজ চাকরাণীতে করে ও সেকাজ পাচক ব্রাহ্মণে করে। মেয়েমানুষের শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী বাপের বাড়ী বিশ্রামের স্থান বা তীর্থ স্থান। আধুনিক শিক্ষায় মেয়েরা চিনেন স্বামীকে আর আপনাকে—এ বড় দোষের কথা। ঝাড়ের বাঁশ ভাঙ্গেনা—দেবর ভাসুর, শ্বশুর, কুটুম্ব স্বজন লইয়া সংসার করায় যত সুখ, স্বামী আর স্ত্রী সকলকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করায় কোন সুখ নাই। বস্তুতঃ পদে পদে বিপদ। একান্নভুক্ত বড় পরিবারে পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা মূর্খ হইলেও তাহার অন্নকষ্ট হয় না। পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা পীড়িত হইলেও তাহার যত্ন, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার অভাব হয় না। একান্নভুক্ত পরিবারবর্গের প্রত্যেক ব্যক্তি সংসারের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ যত্ন করিলে নিশ্চয়ই উন্নতি হয়। কেহ শারীরিক শ্রম করিয়া, কেহ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, কেহ যুক্তি পরামর্শ দিয়া সংসারের উন্নতি করিয়া থাকেন। যৌথ পরিবারে একান্নভুক্ত থাকিয়াও যদি সকলের মন প্রাণ এক না হয়, আপন স্ত্রী পুত্রদের প্রতি একটু বেশী টান থাকে, স্বীয় স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থের কিছু কিছু যদি নিজের স্বতন্ত্র গোপনীয় তহবিলে থাকে, সেরূপ যৌথ পরিবারে থাকা সংসারে বিড়ম্বনা মাত্র। তারপরে,

মা সংসারে স্ত্রীলোকের শিক্ষার বিষয় অনেক। পুরুষ এক লেখা-পড়া শিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই তাহার চলিল। স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা নহে। স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, শিল্পকর্ম্ম, রোগীর শুশ্রূষা, কুটুম্ব কুটুম্বিনিগণের আদর অভ্যর্থনা, সন্তান লালন পালন, ও সামাজিক আচার ব্যবহার রক্ষণ ও পালন, স্ত্রীলোককে কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও রিপুবর্জ্জিত হইতে হইবে। পরভাগ্যো-পজীবিনী স্ত্রীলোককে পরের মন বড় বুঝিয়া চলিতে হয়। মা। পরের মন বুঝিতে শেখ। পরিশ্রম করিতে অভ্যাস কর। কষ্ট সহিষ্ণু হও। রাগ দ্বেষ ত্যাগ কর"।

মা এইরূপ সকল সময়ে কত কি বলিতেন তাহার শত ভাগের ভাগ কথাও আমার মনে নাই। মাতা যে কেবল আমাকে মুখের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে। তিনি কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুর সকল মাসে উষা সময়ে আমাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া দিতেন। আমাদ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে এরূপ ছোট ছোট কর্ম্ম আমাদ্বারা সম্পন্ন করাইতেন। অনেক সময় আমাদ্বারা অল্প অল্প দ্রব্য পাক করাইতেন। আমাকে অনেক সূচীকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম শিখাইতেন। আমাকে রোগীর শুশ্রূষা করিতে দিতেন। আমি রাগ করিলে আমাকে কথা বলিতে নিষেধ করিতেন। দাদা ও আমায় অনেক সময় ঝগড়ার উপক্রম হইলে মাতা তাঁহার তর্জ্জনী অঙ্গুলি উত্তোলন করিতেন এবং আমি তাহাতে বুঝিতাম, আমাকে কথা বলিতে নিষেধ করিতেছেন। এইরূপে আমার ও দাদার মধ্যে কলহ হইতে পারিত না।

যাহাহউক সেই প্রাচীন ঘটক মহাশয় চলিয়া যাইবার সাতদিন পরে তিনি একটী বালককে সঙ্গে করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বালকটী দেখিতে পরম সুন্দর। বালক

দাদার মত উচু ও লম্বা ও বয়সেও বোধহয় দাদার সমবয়স্ক। বালকের বেশবিন্যাসে কোন পারিপাট্য নাই। সন্ধ্যার পরে বালক জলযোগ করিয়া দাদার পড়িবার ঘরে যাইয়া বসিলেন। দাদার সহিত বালকের পরিচয় হইল। কথোপকথনে বুঝিলাম প্রাচীন ঘটক সম্পর্কে বালকের ঠাকুরদাদা হন। বালকের অবস্থা ভাল নহে। পিতার নিকট হইতে বালককে কিছু সাহায্য লইয়া দিবার মানসে ঘটক মহাশয় তাহাকে আমাদের বাসায় আনিয়াছেন। বালকের নাম রাজকুমার, বালক জয়দেবপুর স্কুলের পঞ্চমশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। দাদা বালকের পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইলেন। আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইতে লাগিল। আমি কাহারও সহিত কোন কথা বলিলাম না। আমি আপন মনে আপনি একটু পড়িয়া মাতার নিকট চলিয়া গেলাম।

দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নকালে পিতা কাছারীতে গিয়াছেন, এবং দাদা স্কুলে গিয়াছেন এমন সময়ে মাতা বালককে তাহার নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা তোমার ভাল নাম কি ?

রাঃ—আমার নাম রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

মা।—তোমার আছেন কে, কে ?

বা।—আমার আছেন মা, বাবা, দুই মামা ও চার মামাত ভাই।

মা।—তুমি কোথায় থাক ?

বা।—আমি মামা বাড়ীতে থাকি।

মা।—কোথায় পড় ? কি পড় ?

বা।—জয়দেবপুর স্কুলের ফিপ্‌ত ক্লাসে পড়ি।

মা।—কি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছ ?

বা।—উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় তিনটাকা বৃত্তি পেয়েছি।

মা।—জেলার মধ্যে কত হয়েছিলে?

বা।—প্রথম হয়েছিলেম।

মা।—তোমার বাবা কি করেন?

বা।—তিনি এক জমিদার বাড়ীর ম্যানেজার।

মা।—তোমার মাকে কিছু পয়সাকড়ি দেন?

বা।—বাবা কখনও কখনও আমার মামা বাড়ীতে আসেন, এবং যখন আইসেন তখন কিছু কিছু দেন।

মা।—তোমার মামারা তোমায় কেমন ভাল বাসেন?

বা।—মামারা ভাল বাসেন, কিন্তু মামারা মাকে ও আমাকে দেখিতে পারেন না।

মা।—জয়দেবপুরের কোথায় থাক?

বা।—জয়দেবপুরের রাজবাটীর একটী কর্ম্মচারীর বাসায়।

মা।—সেখানে তোমাকে কোন কাজ করতে হয়?

বা।—তাহার একটী ছোট ছেলেকে পড়াতে হয়। মাতা ও বালকে অনেক কথা হইল। মাতা বালককে দিয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত "প্রভাতচিন্তা" "মেঘনাদবধ" ইংরাজী "ইসোপ্স ফেবল" "গ্যালিভারস ট্রাভেল" প্রভৃতি পুস্তক পড়াইলেন। বালক নির্ভয়ে পুস্তকগুলি বেশ পড়িয়া গেল।

যেদিন বালক ও মাতার কথোপকথন হইল, সেইদিন রাত্রে আমি নিদ্রিত মনে করিয়া পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ছেলে ত মনোনীত হয়েছে?

মা।—বোধ হয় শুভাশুভ সময়ের একটা শক্তি আছে, অথবা স্বভাব সুন্দর বস্তু সকলেই সুন্দর দেখে। আমি ছেলেটীকে বিপিনকে যেমন ভালবাসি তেমনি ভালবেসে ফেলেছি। রাজকুমারের সহিত মেয়ের

বিয়ে দেইবা না দেই, সে যতদিন পড়ে তাহার পড়ার খরচপত্র দিতে হইবে।

আমার ঘুম আসিতেছিল না। আড়িপেতে আমার কোনকথা শুনাও অভ্যাস ছিল না—আমি সকল কথা ভাল বুঝি না, তবে একটু একটু বুঝি। পিতা মাতার কথোপকথন শুনিয়া আমার আর ঘুম হইল না। আমি ঘুমোস্থর মত পড়িয়া থাকিলাম।

বাবা আবার কহিলেন—"আমি স্বঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে এরূপ পাত্র আর পাবনা। ছেলেটীর বেশ ধার আছে। ছেলেটি আমার বিপিনের চেয়ে ভাল।

মা। যদি এই পাত্রেই তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া মত হয়, তবে রাজকুমারের একখানি বাড়ী, কিছু জমিজমা ও কিছু নগদ টাকা দিতে হবে: এরূপ কিছু দিতে হবে যে রাজকুমার ও তার মাতার মোটা ভাত ও মোটা কাপড় চলে। বিয়েতে ঘটা কিছু কর বা না কর, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

বাবা। তাই হ'বে।

প্রাচীন ঘটক ও বালক তিন দিন আমাদিগের বাসায় থাকিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আপাততঃ কোন কথাই প্রকাশ হইল না। এ পৌষমাসের শেষ ভাগ। দাদাদের শীতের ছুটী ফুরাইয়াছিল। আমাদের বাটীতে যে বালক আসিয়াছিলেন, তাহাদের স্কুলের শীতের ছুটী এ সময়েও ফুরায় নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমার বিবাহ।

পৃথিবী রণাঙ্গনে ঋতুরাজ বসন্ত সসৈন্যে আগমন পূর্ব্বক ধরিত্রী পৃষ্ঠে পটনিবাস সংস্থাপন করিয়াছেন। শীতের বার্দ্ধক্য উপস্থিত, তৎসময়ের বন্ধুর ন্যায় শীতের সহচর অনুচরবর্গ শীতকে দেখিয়া পলায়নপর হইয়াছেন। শীতের দেশ আক্রান্ত. নব ভূপতি সদলবলে শীতের রাজ্যে সমুপস্থিত. শীতের সম্মুখে বিষম সমস্যা। শীত, অবাধ্য অনন্যগত ও অপ্রসন্ন সামন্ত সৈনিক লইয়া অরাতি সম্মুখীন হইবেন কিনা—ভূপালের পক্ষে মেষের ন্যায় পলায়ন করাও বিধিসিদ্ধ নহে। শীত বসন্তে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল—আজ শীতের জয়, কাল বসন্তের জয়, এইরূপভাবে কিছু দিন যুদ্ধ চলিল। বসন্ত সামন্ত—সৌরকরের সহিত—শীত সেনাপতি কুজ্ঝটীকার সংগ্রাম হইল। বহুদিন যুদ্ধের পর, কুজ্ঝটীকা যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

বসন্ত ভাট পিকরাজ মুকুলিত রসাল তরুশিরে বসিয়া পঞ্চমে সুর তুলিয়া সৌরকরের যশোগাথা গাইলেন। শীত সৈনিক শিশিরের সহিত বসন্ত সৈনিক কুসুমকুমারের তুমুল সংগ্রাম হইল। কুসুমকুমার সদলবলে শিশিরের ছিটে ফোটা শোণিত অঙ্গে মাখিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া, খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কুসুমকুমারের ভাট ষটপদ কুসুম আসনে বসিয়া গুণ গুণ করিয়া কুসুমকুমারের জয়গাথা গাহিল

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইল. আজ শীতের জয়, কাল বসন্তের জয় হইল। পরিশেষে বসন্তরাজের জয়ে শীত দেশান্তরিত হইল। তরুলতা তোরণ সাজাইল এবং বিহগকুল বীনা স্বরে রাজার জয়গাথা

গাহিল। তারকা শোভিত চন্দ্রমা ঋতুরাজের জয়ে হর্ষোৎফুল্লমুখে নভোমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়া ঋতুরাজের জয়োল্লাসে উল্লাস প্রকাশ করিলেন। দিঙ্মণ্ডল ফুল্লমুখে ঋতুরাজকে অভ্যর্থনা করিলেন। ধরিত্রী দুর্ব্বাদল বেণীতে অঙ্গ ঢাকিয়া ফুলের ভূষণ পরিয়া ফুল্লমুখে ঋতুরাজকে আলিঙ্গন করিলেন। নূতন রাজ্য, নূতন স্ত্রী, নূতন সুখ ও নূতন সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইল। আমাদের বাসায়ও বড় ধূম পড়িয়া গেল—আমার বিবাহ. মুন্সীগঞ্জ সহরেও বড় ধূম পড়িয়া গেল—ডেপুটীবাবুর কন্যার বিবাহ। কত নূতন নূতন গহনা গড়া হইতে লাগিল, কত ভাল ভাল বসন ক্রয় করা হইতে লাগিল, পিতা মাতা, ভ্রাতা ও দাস দাসীর মধ্যে বিবাহের কত কথা হইতে লাগিল। তখন বিবাহ কি আমি জানি না, তথাপি আমার মনেও একটু একটু সুখের উদয় হইতে লাগিল।

২২শে ফাল্গুন আমার বিবাহের দিন। দেশে বিদেশে হরিদ্রা ও সিন্দুর চিহ্ন যুক্ত পত্র সকল প্রেরিত হইতে লাগিল। গোপকে দধি দুগ্ধ ও ক্ষীর ছানার বায়না ও ফর্দ্দ দেওয়া হইল। ময়রাকে মিষ্টান্নের বায়না ও ফর্দ্দ অর্পিত হইল।

বাজী বাজনার আয়োজন হইতে লাগিল। বাসা বাটীতে অনেক গেট প্রস্তুত করা হইল। ফুল পত্র ও পতাকায় গেট সকল যেন হাসিয়া উঠিল। বিবাহের সভা সাজান হইল। কত চিত্রপট, কত সোলার পুষ্প, পক্ষী ও পশু সেই সভায় দোলান হইল! সহরের সকল লোক আমাদের বাটীতে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দুই তিন দিন পূর্ব্বে দূরদেশ হইতে কত কুটুম্ব কুটুম্বিনী আসিয়া আমাদের বাটীর শোভা সংবর্দ্ধন করিলেন। সেই কাঁদির জানকী পণ্ডিত মহাশয় ও আমার শশী দিদি, আমার গদাই দাদাকে

সঙ্গে করিয়া, বিবাহের পাঁচ দিন আগে আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শশী দিদির এখন বেশ একটী পুত্র জন্মিয়াছে। পুত্রটী পরম রূপবান। সে হাটিতে পারে ও আধ আধ কথা বলিতে পারে। সে আসিবা মাত্র আমাকে চিনিয়া লইল। সে আমার কোলে থাকে, আমার সহিত খায় ও আমার নিকট শয়ন করে। গদাই দাদা বাবার উপর বড় রাগ করিলেন। তিনি পিতাকে বলিলেন—"হুজুর নাকি আমি আসার পূর্ব্বেই মিষ্টান্নের বায়না দিয়ে ফেলেছেন, আমি যদি দিদির বিয়েতেও একটু কাজকর্ম্ম না দেখাতে পারি তবে আমার বেঁচে থাকাও যা, মরে যাওয়াই তাই।

বাবা হাসিয়া কহিলেন :—গদাই! যা পায় তা তুমি কর; আমি বুঝ্‌তে পারি নাই যে তোমরা এত দূরদেশে আমার নিকট আস্‌বে।

গ :—বলেন কি, হুজুর! আপনি আস্‌তে পারেন, আমরা পারি না? আমরা কি হুজুরের চেয়ে বড় লোক।

বা :—তোমরা এয়েছ, তা খুব ভাল হয়েছে। আমার কত কাজ আছে, লোক মোটেই নাই। মিষ্টান্ন যত রকম পার, কিছু কিছু কর। আমি না হয় কিছু কিছু দ্রব্যের বায়না ফিরাইয়া লইব।

এই কথায় গদাই দাদার ক্রোধের হ্রাস হইল, এবং প্রাণপণে নানা কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল। শশী দিদি রমণী মহলে কত আমোদ করিতে লাগিলেন। শশী দিদি মাতার নিকট নম্র, বিনীত ও অতি ভদ্র হইলেও তিনি হাস্য পরিহাস, আমোদ আহ্লাদ ও কাজকর্ম্মে রমণী মহলের অগ্রগণ্যা। তাঁহার চক্ষুতে উল্লাস, মুখে হাস্য—কথায় রহস্য ও হাতে কর্ম্ম।

তিনি হাতে রাঁধিতেছেন, ইঙ্গিতে আগন্তুক রমণিগণকে বসিতে বলিতেছেন, এবং হাসিয়া রহস্য করিয়া আগন্তুক ললনাকুলকে অভ্যর্থনা

করিতেছেন। প্রতিবাসিগণের মধ্যে যিনি আসেন, তিনিই শশী দিদিকে অনুসন্ধান করেন, এবং শশীদিদিও যিনি আসেন তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। মাতা এখন সংসারের সকল ভার শশী দিদির উপর দিয়াছেন, এবং পিতা এখন বাহিরের সকল কার্য্যের ভার পণ্ডিত মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়াছেন। গদাই দাদা নিজে নিজে ভাড়ারের কর্ত্তা হইয়াছেন এবং সকল খাদ্যদ্রব্য নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া লইয়াছেন। এমন কাজ নাই যাহাতে গদাই দাদা যোগ না দিতেছেন। জলের অভাব হইলে গদাই দাদা বাঁকে করিয়া বড় বড় কলসীতে করিয়া জল লইয়া আসিতেছেন; কাঠের অভাব হইলে স্বহস্তে কুঠার ধরিয়া বড় বড় গাছ চলা করিয়া রাশীকৃত জ্বালানী কাষ্ঠ প্রস্তুত করিতেছেন; মোট টানিতে হইলে গন্ধমাদনের ন্যায় মোট মাথায় করিয়া আনিতেছেন। বাড়ী পরিষ্কার করা, এঠে ফেলা, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্য্যেও গদা দাদার কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই।

২২শে ফাল্গুন রাত্রি ৮॥০ ঘটিকায় সময় সুভশুভক লগ্নে মহাসমারোহে সেই বালকের সহিত আমার শুভ পরিণয় সম্পাদিত হইল। বিবাহের সভায় কতলোক আসিয়াছিলেন ও কতরূপ আমোদ রহস্য করিয়াছিল, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। শুভদৃষ্টির সময়ে একটী কথা আমার মনে আছে। বর আমার দিকে চাহিয়া শুভদৃষ্টি করিতে ছিলেন না, সেই সময়ে বরের এক বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা বলিয়াছিলেন "দেখ্ শালা, তুইত মাথা হেট করিয়াই আছিস, শুভদৃষ্টির ভারটা কি আমার উপর দিলি।

এই কথায় বর একটু মাথা উচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "তা দিলাম।" খুব হাসির তরঙ্গ উঠিল। ঠাকুরদাদা মহাশয় বরের থুথুতে হাত দিয়া মাথা উচু করিয়া আমার মুখের দিকে তাঁহার মুখ ফিরাইলেন।

শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। এখন হইতে আমি সেই মুখোপাধ্যায় বালককে আমার বর বলিব, আর আমি তাঁহার নাম করিব না।

সভায় বিবাহ হইয়া যাইবার পর আমি ও আমার বর বাসর গৃহে গমন করিলাম, বাসর গৃহে মুন্সীগঞ্জ সহরের প্রায় সকল ভদ্র মহিলার শুভাগমন হইয়াছে। সেই মহিলা মণ্ডলে আমার শশী দিদিই সর্ব্বে সর্ব্বা। আমার দিদি যেন অঙ্গুলি সঙ্কেতে সেই মণ্ডলীকে অট্টহাসি হাসাইতেছেন, বহুনাচ নাচাইতেছেন ও আবার নিস্তব্ধ করাইতেছেন। নানা রূপে বরকে লইয়া অনেক আমোদ করিতেছেন। শশী দিদি বরের চারিপাশে চার পাঁচটী সুসজ্জিতা আমার সমবয়স্কা কন্যা বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর! তোমার গিন্নি বাছিয়া লও"

আমি দেখিলাম বর বড় দুষ্ট। তিনি আর কাহারো দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল শশী দিদির দিকে একটু অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রমণীদলের মধ্যে একজনে বলিলেন "শশী তোমারই কপাল খুলিয়াছে, বর তোমাকেই বাছিয়া লইয়াছেন।" শশী দিদি হাসিয়া বরের মুখ আস্তে আস্তে দুই গালে দুই ঠোকনা দিয়া বলিলেন—"আমার যে একটা বুড়োবর আছে, তাকে আমি ঘাটের জল খাওয়াই, তুমি কি আমার পা টিপবে না মাথায় তেল মাখিবে।" বর মৃদুস্বরে বলিলেন—"দয়া করে সেকাজে লাগাও না।"

শশী।—তবে পা'ই টিপিতে হইবে।

বর।—আপনাকেও আমার হুকুম তামিল করিতে হইবে।

শশী।—দেখা যাবে, কার হুকুম কে তামিল করে। বরেরা ত ভেড়া, আমরা যে ভাবে চালাব, সেইভাবে চল্‌বে। যে ভাবে রাখব সেই ভাবে থাক্‌বে।

বর।—সকল বর আর একরূপ নয়।

শশী।—তুমি কি পৃথক রকমের বর? তোমার ত একটী লেজও বেশী দেখিনা, দুখানা শিং ও দেখি না। গায়ে তেমন লোমও দেখিনা তবে তুমি পৃথক হলে কিসে?

এবয়সে পৃথক হবার কাজ কি দেখায়েছ ভাই? শশী দিদির এইকথা শেষ হইতে না হইতে আমাদের প্রথম মুন্সীফ্ বাবুর কন্যা আমার বড় দিদি বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন—"এবয়সে বর কি না করিয়াছেন? উনি লঙ্কা পোড়াইয়াছেন, রাবণের মৃত্যুবাণ আনিয়াছেন; গন্ধমাদন বহন করিয়াছেন, আরও কত কি করিয়াছেন"।

বরঃ—না-না-না; এখনও সে সব হয়নি; আমি যে এখনও কিস্কিন্ধ্যায়"। এই সময়ে আমার তারা ঠাকুরমা—যিনি আমাদের দেশ হইতে আসিয়াছেন ও যিনি আমার পিতার সম্পর্কে পিসী হন ও যাঁহার বয়স প্রায় চল্লিস বৎসর অথচ বিবাহ হয় নাই, কহিলেন—"ঠিক বলেছ বর তোমার সম্মুখের ঐটে তারা আর তোমার বা পাশের ঐটে রুমা।

শশী দিদিঃ—আর তুমি কি ঠান্‌দি? বরের ভূল হয়েছে, বর এখনও কিস্কিন্ধ্যায় আসেন নাই, এখনও পঞ্চবটীর কুটীরে, আর তুমি ঠান্‌দি সেই শূর্পনখা।

ঠান্‌দিঃ—কি বর! তুমি কি আমায় গছবে? তাতে বড় ক্ষতি নাই। সেদিন আমাদের গ্রামে একটী ষোল বৎসরের বালকের সঙ্গে পাঁচটী মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তার কোন মেয়ের বয়েস বাইস বৎসরের কম নয়। তা বর তুমি যদি আমার গায়ে একটা ফুল ফেলে দিতে পার, তবে আমার আইবুড় নামটা ঘুচে।

শশী দিদি—(করতালি দিয়া) তোমরা সকলে দেখ ঠান্‌দি শূর্পনখা কি না!

বাসরঘরে এইরূপ কত হাস্ত পরিহাস ও আমোদ আহ্লাদ হইল।

বিবাহের পরদিন সায়ংকালে কতক পথ শিবিকারোহণে ও কতক পথ নৌকারোহণে বরের বাটীতে রওনা হইলাম। বরের বাটীতেও অনেক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা মধ্য রাত্রে সে বাটীতে উপনীত হইলাম। বরের বাড়ী নূতন, ঘর নূতন ও বাড়ীটী সাজানও নূতনধরণে। বরের বাটীর উত্তরের পোস্তায় দুই কক্ষযুক্ত একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ। গৃহটী ক্ষুদ্র বটে কিন্তু সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাটীতে ছয়খানি আর ছোট বড় তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। গৃহগুলি যেন সব দেবমন্দির, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী যেন হাস্যময়ী লক্ষ্মীপ্রতিমা। তিনি শিবিকা হইতে আমাকে কোলে করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক গৃহে উঠাইলেন! আমরা চার দিন বরের বাড়ী থাকিলাম, পঞ্চম দিন প্রাতঃকালে আমরা বরের সহিত পুনরায় পিতার মুন্সীগঞ্জের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দাদা ও বর।

নিরাপদে আমার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কুটুম্ব কুটুম্বিনিগণ স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছেন! শশী দিদি, গদাই দাদা ও জানকী পণ্ডিত-মহাশয় আমার বিবাহ উপলক্ষে আমাদের বাসায় কুড়ি দিন থাকিয়া, দিদি যাইবার কালে চোখের জলে মাতার অঞ্চল ভিজাইয়া, গদাই চোখের জলে বাবার পা ভিজাইয়া ও পণ্ডিত মহাশয় বাষ্পাকুল লোচনে গৃহে গমন করিয়াছেন। আমার পিতা মাতাও তাঁহাদিগের গমন কালে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। আমি শশী দিদির জন্ত কত কাঁদিয়াছি এবং শশী দিদির শিশু পুত্র আমার জন্ত কত কাঁদিয়াছে।

কৃতজ্ঞতার বন্ধন বড় দৃঢ় বন্ধন। কোথাকার মুর্শিদাবাদের পণ্ডিত মহাশয়, গদাই ময়রা ও শশীদিদি ও কোথাকার মধ্যবঙ্গের ডেপুটীবাবু। কোনদিন পিতা আন্তরিক যত্নের সহিত তাহাদের উপকার করিয়াছিলেন। সে বন্ধন জীবনে ছিঁড়িবে না। তাই তাঁহারা আমাদের স্বজন অপেক্ষাও স্বজন তাই তাঁহাদের গমনকালে চক্ষুজলের ছড়াছড়িও বাড়াবাড়ি। এই জল কৃতজ্ঞতা রজ্জুকে দৃঢ় করে এবং উপকারীর কোমল হৃদয়কে উপকার ব্রতে অধিকতর দীক্ষিত করিয়া তোলে।

বিবাহের গোল মিটিয়া গেল। আমাদের বাসা আবার কোলাহল-শূন্য ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। বর আমাদের বাসায় আসিয়া মুন্সীগঞ্জের স্কুলে দাদার সহিত এক ক্লাশে পড়িতে লাগিলেন। দাদা ও বরের সহিত ভয়ানক প্রতিযোগিতা। বরের প্রশংসা দাদার গায়ে সহে না, এবং দাদার প্রশংসায়েও বরের মুখ গম্ভীর হয়। উভয়ের বয়স লইয়াও সময়ে সময়ে কলহ উপস্থিত হয়। দাদা কোন বৃত্তি পান নাই এবং বর বৃত্তিধারী ছাত্র, একথা উঠিলেও দাদা স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি ক্রোধে বলিয়া ফেলেন—"আমিও পরীক্ষা দিলে বৃত্তি পাইতাম।" প্রথম দুইতিন মাস দাদা ও বরের মধ্যে অল্প কলহই কাটিয়া গেল। পিতা মাতা মধ্যস্থ হইয়া কোন কলহ মিটাইতে গেলে পিতা অতর্কিত-ভাবে দাদার পক্ষ ও মাতা ঐ ভাবে বরের পক্ষে চলিয়া পড়িতেন। তাহা লইয়া আবার পিতা মাতার মধ্যেও কলহ হইত। পিতা মাতাকে বরের পক্ষপাতী বলিয়া ও মাতা পিতাকে দাদার পক্ষপাতী বলিয়া তিরস্কার করিতেন।

তিন চার মাস পরে দাদা ও বরের কলহ ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হইল। দাদা কথায় কথায় বরকে মারিতে যাইতেন এবং বর কিছুদিন বড় মারিতে যাইতেন না, পরে দুই চারিদিন দাদার প্রহার খাইবার পর

তিনিও প্রতিপ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মারামারিটে প্রায়ই বাহির্বাটীতে হইত।

আমি কিছুদিন বরকে বড় লজ্জা করিয়া চলিতাম। শেষে আর বড় লজ্জা করা চলিল না। আমরা তিন জনেই এক শিক্ষকের নিকট বাড়ীতে পড়িতাম। বরকে লজ্জা করিলে আমার আর পড়া চলে না। প্রথম প্রথম একটু সলজ্জভাবে বরের সাক্ষাতে মাষ্টারের নিকট পড়িতাম, পরে আমার লজ্জা কোথায় চলিয়া গেল, আমিও মধ্যে মধ্যে বরের সহিত কলহ করিতাম। আমি আর বরকে মারিতাম না, বরও আমাকে মারিতেন না। বর আমাকে মুখভঙ্গী করিয়া রাগের শোধ লইতেন এবং আমি বরের গায়ে কালী, বালী চূণ দিয়া আমার ক্রোধ উপশমিত করিতাম। আমি বরকে বর বলিয়া ডাকিতাম এবং তিনি আমার সকল নাম মাতার নিকট শুনিয়া আমাকে ফুলি নামে ডাকিতেন। আমার ও বরের মধ্যে যে কলহ হইত তাহার বিচার মাতা করিতেন। দাদা ও বরের মধ্যে যে সংগ্রাম বাঁধিত পিতা তাহার বিচারপতি ছিলেন।

একদিন বর ও দাদার মধ্যে এক অঙ্ক কসা লইয়া তুমুল দ্বন্দ যুদ্ধ বাঁধিল। দাদা প্রথমে বরকে আক্রমণ করিলেন এবং পরে বর দাদাকে ভূতলশায়ী করিলেন। পরে দাদা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বরকে এক ইষ্টক খণ্ড ফেলিয়া মারিলেন। ইষ্টক বরের কপালে লাগিয়া কপাল কাটিয়া অনেক রক্ত পড়িল। পিতা দাদাকে কঠোর দণ্ড দিলেন— দাদাকে এক সপ্তাহ দণ্ডায়মান অবস্থায় গৃহ-শিক্ষকের নিকট পাঠ অধ্যয়ন করিতে হইল। এই ঘটনার পর দাদা ও বরের মধ্যে দ্বন্দ যুদ্ধ থামিয়া গেল।

দাদাও বরের মধ্যে যে কেবল কলহ হইত তাহা নহে, উভয়ের মধ্যে প্রণয়ও প্রগাঢ় ছিল। দাদা বরের সহিত না হইলে আহার করিতেন না।

উভয়ে এক সঙ্গে স্নান ও এক সঙ্গে স্কুলে যাইতেন, উভয়ে এক জোড়ার কাপড় পরিতেন, এক রকমের জামা গায়ে দিতেন ও একরকমের জুতা পায়ে দিতেন। কোন দ্রব্যের একটু ইতর বিশেষ হইলে দাদার ক্রোধের পরিসীমা থাকিত না। বর ও দাদা এক সঙ্গে স্কুলে যাইতেন ও এক সঙ্গে স্কুল হইতে আসিতেন। তাহারা উভয়ে একত্র বেড়াইতেন এবং এক সঙ্গে খেলা করিতেন। দাদার নিক্ষিপ্ত ইষ্টকে বরের কপাল কাটিয়া যাইবার পর হইতে সেই ক্ষত স্থান সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত দাদা যে কিরূপ লজ্জিত ছিলেন তাহা বলা যায় না। পিতৃদেব দাদাকে যে দণ্ড দিয়াছিলেন, দাদা তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দাদার ভয়ানক অনুতপ্ত অবস্থা দেখিয়া মাতা দাদাকে কিছুমাত্র তিরস্কার করিতে পারেন নাই।

প্রথম বৎসর দুই জনেই সমান যত্নে অধ্যয়ন করিলেন। দাদা ও বর প্রথম বর্ষের বাৎসরিক পরীক্ষায় ইংরাজী, ইতিহাস ও ভূগোলে সমান নম্বর পাইলেন। বর বাঙ্গলায় দাদা অপেক্ষা সাত নম্বর বেশী পাইলেন, এবং দাদা বর অপেক্ষা অঙ্কে সাত নম্বর বেশী পাইলেন। এমতে উভয়ে প্রথমস্থান অধিকার করিলেন। পরীক্ষা শেষে উভয়ের মধ্যে একটু কথা হইল, দাদা বরের সমান সমান নম্বর রাখায় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বর দাদার খুব উপরে হইতে না পারায় দুঃখিত হইলেন। বর আরও বলিলেন হাতে লেখা অঙ্কের প্রশ্নে যদি তিনটা অঙ্ক ভুল লেখা না থাকিত এবং ভুল লেখা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষক যদি সে বিষয় বিবেচনা করিতেন তবে আর বিপিন তোমায় প্রথম হইতে হইত না"। তদুত্তরে দাদা বলিলেন—"ভূগোল, ইতিহাস পরীক্ষার দিনে যদি আমার মাথা না ধরিত, তবে আমি তোমার অপেক্ষা কুড়ি নম্বর বেশী পাইতাম", যাহা-হউক উভয়ে প্রথমস্থান অধিকার করায় কোন গোল হইল না।

দ্বিতীয় বৎসর ভাল ভালোতে কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর দাদা ও বরের মধ্যে মারামারি মোটেই হইল না, তর্ক বিতর্ক ও কলহ প্রায় প্রতিদিনই হইত। প্রদেশীয় ভাষা, আচার, রীতি, নীতি লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইত, এবং কেহ কারও নিকট প্রকৃতপক্ষে পরাস্ত হইলেও পরস্পর স্বীকার করিতে সম্মত ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষা বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, পর্দ্দাপ্রথা, সমুদ্রযাত্রা, অন্ন-বিচার, দেশীয় শিল্পবাণিজ্য কৃষিকার্য্য প্রভৃতি লইয়া তুমুল আন্দোলন হইত। দাদাকে প্রায়ই প্রাচীন মতের পক্ষবলম্বী ও বরকে প্রায়ই নূতন মতের পক্ষাবলম্বী হইতে দেখা যাইত। অনেক সময়ে মাতা কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিতেন। পিতা কখনও কখনও মধ্যস্থ হইয়া এই সকল বিচারের মীমাংসা করিয়া দিতেন। পিতা নিজের কোন মত প্রকাশ করিতেন না, তিনি কোন না কোন বড় গ্রন্থকারের মত পুস্তক হইতে বাহির করিয়া দেখাইতেন। বর ও দাদা গ্রন্থকারের মত পাইলে নিরস্ত হইতেন, কিন্তু মাতার সহিত গ্রন্থকারের মত না মিলিলে মাতা তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। এ সময়েও মাতার গোপনে গোপনে কুলীন কুমারী ও বিধবার বিবাহ দেওয়া ক্ষান্ত হয় নাই। মাতা ভাল ছাত্র দেখিলেই তাহাকে সমাজের অনুদারতা উপেক্ষা করিয়া বিদেশ গমনের পরামর্শ দিতেন। মাতার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সাতটী যুবকের পিতা মাতা তাহাদের স্ব স্ব পুত্রদিগকে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সিভিল সার্ব্বিস্, ব্যারিষ্টারি ও ডাক্তারি পড়তে পাঠাইয়া ছিলেন। মাতা সেই সকল যুবকদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন "হিন্দুসমাজ অনুদারতা দোষে তাহাকে পরিত্যাগ করে করিবে, কিন্তু তাহারা যেন হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান সমাজভুক্ত না হন।"

মাতা পিতার নিকট হইতে প্রতিমা'স বাসাখরচ বাবদ দেড়শত

টাকা লইতেন. এই টাকায় বাসা খরচ নির্ব্বাহ করিয়া মাতা যে কিছু টাকা উদ্বর্ত্ত করিতে পারিতেন, তাহা গরীব ছাত্রগণের স্কুলের বেতন. পরীক্ষার ফি, চিকিৎসার ব্যয়, লোকের অন্নবস্ত্র ও অনাথ শিশুর উপকারার্থ ব্যয় করিতেন। মাতা নিজে মূল্যবান বস্ত্র পরিতেন না ও আমাদিগকেও মূল্যবান বস্ত্র পরিতে দিতেন না। যদিও মাতা সময়ে সময়ে ছানা ক্ষীরের সন্দেশ, রসগোল্লা পাণিতোয়া পেড়া বরফি প্রভৃতি করিতেন, কিন্তু আমাদিগের নিত্য জলখাবার দ্রব্য ছিল যে কালের যে ফল, চিড়া, মুড়ী. খই, ছোলাভাজা চাল-ভাজা, সুজীসিদ্ধ, ও অল্পঘৃতে মোহনভোগ ইত্যাদি। আমাদের দৈনিক আহারীয় দ্রব্য—খুব মূল্যবান ছিল না, কিন্তু পুষ্টিকারক ছিল। এই সকল কারণে মাতা প্রতিমাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বাচাইয়া দীন-দরিদ্রের উপকার করিতে পারিতেন।

যদিও ডাক্তার কন্যার বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিবাহ সংবাদ মুন্সীগঞ্জে প্রচার হইল না, কিন্তু কিছু দিন পরেই সেকথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সময়ে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামে একজন বড় কুলীন ব্রাহ্মণ, কৌলিন্য প্রথার সংস্কার করিতে অভিলাষী হয়েন। পিতা তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাতা যে কার্য্য করিতেন তাহারও যশ বা অপ-যশের ভাগী পিতা হইতেন। মাতার জলমগ্ন শিশুর জীবন দান, বিধবা ডাক্তার কন্যার বিবাহের সহায়তা করণ, কৌলিন্য প্রথা সংস্কারের পৃষ্ঠপোষকতা, দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান ইত্যাদি কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় অতি অল্পদিনের মধ্যে ঢাকা জেলায় প্রচারিত হইল যে আমার পিতা একজন সমাজ সংস্কারক ও উদারচরিত দানশীল লোক। আমার মাতা এই সকল কার্য্যে পিতা অপেক্ষা অধিক উদ্যমশীল ছিলেন। যুবক মহলেই এই সকল কথা অধিক প্রচারিত হইয়াছিল। পিতা

একজন বড় ডেপুটী ও রাজকর্ম্মচারি এবং তাহার ব্যবহারগুণে তিনি অনেক লোকের মুরব্বি স্বরূপ। এই কারণে যে বিদেশগমনাভিলাষী যুবকের পিতামাতা বিদেশ গমনের বাধা করিতেন, সেই যুবকগণ আমার পিতামাতার মত গ্রহণ করিতে বলিতেন। হয়ত সেই যুবকেরা অগ্রে পিতা ও মাতার সহিত দেখা করিয়া তাহাদিগের পিতা বা মাতা আসিলে সেই যুবকদিগের অনুকূল মত দিতে বলিয়া যাইতেন। পিতার অনুমত্যনুসারে মাতা শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের সহিত দেখা করিতে পারিতেন পিতা ও মাতার সকল শিক্ষার্থী ছাত্রের প্রতিই কেমন একটী ভালবাসা ছিল। তাহারা যে কেবল ভাল ছাত্রকে ভাল বাসিতেন তাহা নহে। তাহারা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের কৃতকার্য্যে হর্ষ প্রকাশ করিতেন, সেইরূপ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নিকটে ডাকিয়া আনিয়া সান্ত্বনা করিতেন এবং ধৈর্য্যশীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অধ্যবসায়ের সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইতে বলিতেন পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাতার অনেকগুলি সন্তান মরিয়া গিয়াছিল কোন ছাত্র মাতার সহিত কোন কারণে দেখা করিলে মাতা সেই ছাত্রের বয়স অনুমান করিয়া অগ্রে বলিতেন যে সেই ছাত্রটী মাতার প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুত্রের সমবয়স্ক হইবে। আমি বেশ জানি মাতার উপ্রধনে মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে দুইটী চারিবার বি, এ, ফেল্ ব্রাহ্মণছাত্র ও পাঁচটী দুইবার এফ, এ ফেল্ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্র, শেষ চেষ্টায় বি, এ ও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পিতা প্রতিবৎসর তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের সকল লোক খাওয়াইতেন এবং মাতা প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার মুন্সীগঞ্জের সকল ভদ্রমহিলা ও স্কুলের ছাত্রগণকে বৃহৎ ভোজ দিতেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বরের পলায়ন।

চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। দাদা, বর ও অন্যান্য অনেক ছাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বর প্রথম স্থান ও দাদা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উপর শ্রেণীতে উঠিলেন। তাহাদের পুস্তক ক্রয় করা হইল এবং তাঁহারা খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

আমার এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা যাহারা পাঠ করিবেন, তাহারা ষষ্ঠী বা উমার মার সহিত প্রথমেই পরিচিত হইবেন। আমার ষষ্ঠী পিসীর কথা আমার জন্মদিনেই কিছু বলিয়াছি আর এ পর্যান্ত কিছু বলি নাই। বলিবার কিছু ছিল না বলিয়া বলি নাই। ষষ্ঠী পিসী আমাকে যথেষ্ট যত্ন আদর ও সোহাগ করিতেন। বলিতে গেলে আমি ষষ্ঠী পিসীর যত্নেই লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি এবং আমিও ষষ্ঠী পিসির প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছি। ষষ্ঠী পিসী, যত্নে আমার চুল বাঁধিতে আসিলে আমি তাহার চুল টানিয়া ছিঁড়িয়াছি। ষষ্ঠী পিসি ভাল করিয়া তৈল মাখাইতে আসিলে আমি তাহার গায়ে বালি, কাদা ও গোবর মাখাইয়া দিয়াছি। আহা! ষষ্ঠী পিসী আমার মূর্ত্তিমতী ষষ্ঠীদেবী! —স্নেহের প্রতিমা।

বিবাহের পরে আমি একবৎসর দেড়বৎসর দাদা ও বরের সহিত একসঙ্গে স্নান ভোজন; অধ্যয়ন ও শয়ন প্রভৃতি করিয়াছি। দাদাদিগের চতুর্থশ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার কিছুপূর্ব্বে একদিন দ্বিপ্রহরের সময় আমি মাতা ও পিসী বসিয়া আছি, এমন সময়ে পিসী মাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—দেখ বৌ, একটা কথা বলব, রাগ করবে ত না।

মাতা।—বল। রাগ করিব কেন ?

পিসী।—দেখ বৌ, মা ষষ্ঠীর বরে ফুলী এখন দশ বৎসরে পড়েছে। মা ভগবতীর দয়ায় ফুলী একটু লম্বাও হ'য়ে পড়েছে। খ্রীষ্টান ব্রহ্ম বা সাহেবেরা যাই করুক, এখন আর ফুলী আর তার বর একসঙ্গে থাকা ভাল না। এখানে ফুলীকে একটু পৃথক পৃথক রাখা, বর দেখিলে ঘোমটা দেওয়া এবং বরের সহিত সর্ব্বদা কথা না বলা শিক্ষা দাও।

মা।—দেখ ঠাকুরঝি! ফুলী আমার না তোমার। আমিত ফুলীকে কেবল পেটে ধরেছি মাত্র। নয়ের কামানের পর আমি ফুলীকে তোমার হাতে ফেলে দিয়েছি, আর তুমি সেই নয় দিনের ফুলীকে, ষাটের দশ বছরের করেছ। ফুলী কাজকর্ম্ম লেখাপড়া যা কিছু শিখেছে সবই তোমার যত্নে। আমি কি সংসারের কিছু বুঝি না জানি? আমি পারি কেবল তোমার দাদার সঙ্গে কোঁদল করতে, তোমার দাদাকে চটাতে, আর দুটো রাঁধতে। মেয়ে কিসে ভাল হ'বে, কিসে মন্দ হবে এখন হইতে মেয়ের আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত তাত আমি কিছুই বুঝিনা। যা করলে ভাল হয় তাই তুমি কর, ফুলীকে ঠাকুরাণী গড়িতে হয় গড, রাজরাণী গড়িতে হয় গড।

পি।—বৌ, তা নয় তা নয়; তুমি দাদার সঙ্গে কেবল ঝগড়া কর না; তুমি দাদার পক্ষে সাবিত্রী সতী—তুমি গরীবের মা বাপ। আমিই বা কি বুঝি, ওরা যেরূপ মিলেমিশে গিয়েছে, তাতে একটু তফাত তফাত করা কঠিন। দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে যা ভাল হয় তাই করা উচিত। এখন যেন আমার মনে হয় একটু ফাক্ ফাক্ থাকাই ভাল। আমি জানিনা মাতা পিসী ও বাবার সহিত কি পরামর্শ হইল। পরদিন হইতে আমাকে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া আমাকে বাটীর মধ্যে আসিয়া পড়াইতে লাগিলেন। দাদা ও বর ও আমার পড়ার ঘর পৃথক

হইল। দাদা ও বর একঘরে শয়ন করিতে লাগিলেন। আমি ও পিসীমা পার্শ্বের ঘরে পৃথক পৃথক শয্যায় শয়ন করিতাম। কোন কোন দিন রাত্রে আমি মাতার নিকট থাকিতাম। যাহা হউক আমি দুই এক দিনে বর দেখিয়া ঘোমটায় মাথা ঢাকিতে পারিলাম না এবং বর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কখনও উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে পারিতাম না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আর বরের সহিত কথা বলিতাম না। আমাদের এই ভাবান্তর দেখিয়া একদিন বর গোপনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দেখ ফুলি! এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কেন? আমি বলিলাম" আমি এখন বড় হইয়াছি তাই মাসী পিসীর মত একটু তফাত তফাত থাকা ও তোমাকে দেখে ঘোমটা দেওয়া।"

দাদাদিগের চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রায় ১মাস পরে বাবার নিকট বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর আসিল। বর প্রথম ও দাদা দ্বিতীয় হইলেও বর অপেক্ষা দাদা বাত্রিশ নম্বর কম পাইয়াছিলেন। বাবা নম্বর পাইয়া গম্ভীর মুখে কাগজখানি পড়িয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। সে বেলায় দাদা বা বরকে কিছুই বলিলেন না। সেই দিন কাছারী হইতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে বরের অসাক্ষাতে বাবা দাদাকে ডাকিয়া কত কি কথা বলিলেন, বর যে সে সকল কথা শুনিতে পাইতেছিলেন বাবা তাহা জানেন না, অথবা বাবা ক্রুদ্ধ হওয়ায় তিনি সে সব বিষয় চিন্তা করেন নাই। যাহাহউক বাবার কথা শেষ হইলে দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে বাবার ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে বরকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, পরে দাদা ও বর উভয়ে তাঁহাদিগের পড়ার ঘরে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া দাদা বলিলেন—"আমি কম নম্বর পাওয়ায় বাবা বড় দুঃখিত হইয়াছেন।

বর কহিলেন—"তোমার পিতা আমাকে ও তোমাকে সমান দেখেন না, তোমার উন্নতিতে তোমার পিতা যত সুখী, আমার উন্নতিতে তত সুখী নহেন, আমার উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি ফুরাইয়াছে কি করিব ?"

ইহার পরে দুই এক দিন বরকে বড় গম্ভীর ও ম্লান দেখা গেল। মাতা বরকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কোন উত্তর করিলেন না, একদিন একটু কাঁদিলেন। আমি সেই দিন বরকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "দেখ, তুমি এত দুঃখিত কেন ?" তুমি মার কথার কোন উত্তর করিলে না, আরও কাঁদিলে, আমায় ঠিক বল।"

বর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তুমি যদি আমায় ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে পার কাহারও কাছে বলিবে না, তবে আমি তোমায় একটা কথা বলিতে পারি।" আমি তাঁহাকে ছুইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমার পিতা, বিপিনকে ও আমাকে সমান দেখেন না। তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। তোমার মাতা আমাদের দুইজনকে সমান দেখেন। আমি আগে এত বুঝিলে তোমার পিতার কোন সাহায্য লইতাম না। বিবাহ না করিয়া উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি থাকিতে থাকিতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লইতাম, সেই বৃত্তি থাকিতে থাকিতে এণ্ট্রান্স দিতাম এণ্ট্রাসের বৃত্তি থাকিতে থাকিতে এল,এ, দিতাম। এইরূপে পড়া চালাইতাম। স্বাবলম্বন বড় সুখের, অর্থাৎ নিজের বৃত্তিতে নিজের পড়ার মতন সুখ আর নাই। আমি আজ রাত্রে তোমাদের এখান হইতে পলাইব। যদি নিজের চেষ্টায় কখন মানুষ হইতে পারি তবে ফিরিব। আর বিবাহ করিব না। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, তুমি আমাকে ও তোমার দাদাকে সমান ভাবে ভালবাস, তুমি আমার কল্যাণে বড় সুখী।"

আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না, কাঁদিয়া ফেলিলাম। বর আমার দুইখানি হাত ধরিয়া বলিলেন—"ফুলি! কাঁদিও না। আমি যদি আমার চেষ্টায় বড়লোক হইতে পারি, তবে তোমার বড় গৌরব—পারিবই বা না কেন, মানুষের অসাধ্য কি!"

বর আমার চক্ষুজল মুছাইয়া দিলেন। আমি একটু ধীর হইয়া বলিলাম, পথ খরচের টাকা আছে।

ব।—তা আছে।

আমি।—যদি কম থাকে বা না থাকে, স্পষ্ট বল। আমার নিকট পাঁচটা টাকা আছে, তুমি লইলে আমি বড় সুখী হইব।

বর আর কোন কথা বলিলেন না। আমি টাকা পাঁচটী আনিয়া তাহার হাতে দিলাম। তিনি টাকা লইলেন এবং বলিলেন—"আমি টাকার অভাবে তোমার টাকা লইলাম না, আমি তোমার ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপে এই কয়েটী টাকা চিরকাল সঙ্গে রাখিব।

আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহার চলিয়া যাওয়ায় বাধা দিতে পারিলাম না। তিনি স্বাবলম্বনে বড় লোক হইলে তাঁহার গৌরব ও আমার গৌরব, এই কথাটা আমার কর্ণে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তিনিও ছল ছল চক্ষে তথা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি কাহারও নিকট কিছুই প্রকাশ করিলাম না। কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিবার জন্য আমার ইচ্ছা ও উৎকণ্ঠাও হইল না। পরিণামে শুভাশুভ ফল আমি কিছুই চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি বরের ঐ কথা শুনিবার পর হইতে আমার শরীর যেন বলশূন্য ও মন যেন চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকিল। সন্ধ্যাকালে মাতা আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার কি অসুখ হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করি-

লেন। আমি তদুত্তরে কোন অসুখই হয় নাই জানাইলাম। মাতা কি ভাবিয়া যেন বিষন্ন হইলেন।

দাদা দুই তিন দিন হইতে আমার বরের অবস্থা দেখিয়া মনে মনে সন্দেহ করিতেছিলেন। তিনি আজ সন্ধ্যাকালে আসিয়া মাতাকে বলিলেন—"রাজকুমার বুঝি এখানে থাকিবে না, তাহার কেমন কেমন অবস্থা দেখিতেছ"

মাতা বলিলেন—"ছেলে মানুষ, কি কথায় মন ভার হইয়াছে, তুমি খুব ভালবাসা দেখাইবে। তাহার বিষন্ন ভাব সম্বন্ধে কোন কথা উঠাইবে না। আপনি আপনি দুই চারিদিনে সারিয়া যাইবে।"

সেদিনের রাত্রির আহারের সময় আসিল। আহারের পর দাদা অল্প একটু পড়িয়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন। বর অনেক রাত্র পড়িয়া ঘুমাইলেন। পরদিন প্রাতে দাদা শয্যা হইতে উঠিয়াই আমার বরের সন্ধান করিলেন। আমার ষষ্ঠি পিসা দাদাকে বলিলেন যে তিনি হেড্ মাষ্টার বাবুর বাসায় গিয়াছেন। কারণ পূর্ব্বদিন শয়নের পূর্ব্বে বর ষষ্ঠী পিসীকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। দাদা ষষ্ঠী পিসীর কথা বড় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি তখনই হেড্ মাষ্টার বাবুর বাসায় গমন করিলেন। হেড্ মাষ্টারের বাসা হইতে দাদা ফিরিয়া আসিয়া বাবার নিকট যাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"রাজকুমার পলাইয়াছে, তাহাকে হেড্ মাষ্টার বাবুর বাসায় পাইলাম না।" দাদার এই কথায় বাসার ভৃত্য পরিচারিকা পিতার আরদালি ও থানা ও গারদের কনেষ্টবল্ সকল বরের সন্ধানে চারিদিকে বাহির হইল। দাদা ও অনেকগুলি স্কুলের ছাত্র নানা দিকে সন্ধানে বাহির হইলেন এবং বেলা ৯টা দশটা দশটার সময় হতাশ হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, কোথাও সন্ধান হইল না। তখন নানা স্থানে টেলিগ্রাফ করিবার বন্দোবস্ত হইল ও বরের

বাটীতে লোক পাঠান হইল, এইক্ষণ মাতার নারী হৃদয়ের কোমলতা জনিত দুর্ব্বলতা বাহির হইয়া পড়িল। আমি ত ষষ্ঠী পিসীর সর্ব্বস্ব ধন। মাতা ও পিসী বরের জন্য কত কাঁদিলেন, পিতা সে বেলায় নাম মাত্র আহার করিয়া ছল ছল চক্ষে কাছারী গমন করিলেন। স্কুলের কোন ছাত্রের নিকট যদি বরের কোন সন্ধান হয়, এই আশায় দাদা অতি বিষন্ন ভাবে ও ম্লান মুখে স্কুলে গমন করিলেন। প্রথম তিনদিন খুব সন্ধান চলিল। দ্বিতীয় তিন দিন কিছু কিছু কম। তৃতীয় তিন দিন তদপেক্ষাও কম। এক মাসে অনুসন্ধান কার্য্য পরিত্যাগ করা হইল। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া কোন ফল হইল না। কোন স্থানের পুলিশ কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। বাবা, মা, দাদা ও পিসী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া ক্রন্দন পরিত্যাগ করিলেন। কালের সকল ক্ষত সারিবার একটী শক্তি আছে, সেই শক্তিতে সকলেরই ক্লেশ ক্ষত কিছু কিছু উপশমিত হইল। বর পলায়নের পর বুঝিলাম দাদার বরের প্রতি ভালবাসা অতিশয় গাঢ়। বর পলায়নের পর বুঝিলাম, বাবা ক্রোধভরে দাদাকে অধ্যয়নে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য, অথবা দাদার মনে ঘৃণা জন্মাইবার জন্য মুখে যাহাই বলুন, বাবার, দাদা ও বরের প্রতি বাৎসল্য সমান।

বরের পলায়নে আমি কিন্তু কখনও কাঁদি নাই। আমার চক্ষে কখনও জল আসে নাই। আমি কি তবে বরকে ভাল বাসিতাম না! আমি যদি বলি আমি বরকে ভাল বাসিতাম না, তবে আমার মিথ্যা কথা বলা হইবে। মানুষের বাড়ীতে কুক্কুর, ভেড়া, ছাগল গরু, বাছুর, মহিষ, ঘোড়া ও পাখী থাকিলে ও তাহা স্থানান্তরিত হইলে যখন লোকে দুঃখিত হয়, তবে আমি দুঃখিত হইব না কেন? বিশেষ এখন আমার বয়েস দশ বৎসর। আমি এখন বর কি একটু একটু বুঝি, আমরা দুই বৎসর কাল একসঙ্গে কাটাইয়াছি, প্রথম প্রথম বরের প্রতি কত

অত্যাচার করিয়াছি ও পরে বরকে লজ্জা করিতে শিখিয়াছি বব হাস্য মুখে আমার কত অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, আমারও বিষম দুঃখ হইল—কিন্তু আমার সে কাঁদিবার দুঃখ নহে। আমার হৃদয় শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বাড়ী, ঘর, দ্বার বিষাদময় ও শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জীবনের যেন কি, প্রাণের যেন কি প্রধান বস্তুর অভাব বোধ করিতে লাগিলাম। সর্ব্বদাই হৃদয়ের মধ্যে—অভাব জনিত হু হু করিতে লাগিল। নিশ্বাসে ও যেন হু হু বাতাস বহিতে লাগিল। আহারে শয়নে স্বপনে কেমন বিষাদময় ক্লেশময় অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রথম কি এক আধ মাসের মধ্যে কোন চিন্তা ও আশা মনে আসিল না। পরে আশা গড়িয়া ফেলিলাম। তখন অনেক ক্লেশ দূর হইল, কিন্তু তখনও হৃদয়ের অভাব ও মনের নৈরাশ্য দূর হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা কলিকাতায়।

তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় দাদা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এই সময় হইতে পিতা ঢাকার সদরে কলিকাতায় কি হাবড়ায় বদলি হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবার মাননীয় ছোট লাট বাহাদুরের নিয়োগ বিভাগের সেক্রেটারী সাহেবের সহিত পিতা দেখা করিতে আসিলেন। ছয় মাস চেষ্টার পর পিতা মুন্সীগঞ্জ হইতে আলিপুরে বদলি হইলেন। আমাদিগের কলিকাতার পটলডাঙ্গা অঞ্চলের নিজবাড়ী ভাড়ায় ছিল।

কলিকাতায় জান বাজার অঞ্চলে আমাদিগের বাসা হইল। পিতা জান বাজার হইতে আলিপুর আপিসে যাইতে লাগিলেন। দাদা হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে নগেন দাদা হাই কোর্টে উকীল হইয়াছেন। ডাক্তার বাবুর কন্যা মুরলা নগেন দাদার সঙ্গেই আছেন। তাহারা বহুবাজারে বাসা করিয়াছেন। আমাদের সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। মুরলার একটী ছেলে হইয়াছে। আমরা নগেন্ দাদার বাসায় যাইতাম এবং মুরলা দিদি পুত্র সহ আমাদিগের বাসায় আসিতেন। নগেনের খুব ভাল পশার হইয়াছিল না সত্য কিন্তু তাহার বাসা খরচ চলিত। মুরলা দিদির জীবন পূর্ব্বে মরুময় দেখিয়াছি। মুখ খান ম্লান, শরীরে যেন বল নাই, জীবনে কোন আশা নাই ও ভরসা নাই। মুন্সীগঞ্জে যখন মুরলা দিদিকে দেখিয়াছি তখন বোধ হইয়াছে, তিনি যেন সংসার হইতে স্বতন্ত্র—সংসার হইতে পৃথক এক অভিনব প্রাণি। শরীরের প্রতি মমতা নাই, সংসারের প্রতি ভালবাসা নাই, তাঁহার সময়ের কোন মূল্য নাই এবং তাঁহার আহারের যেন কোন প্রয়োজন নাই। তিনি যেন পিতা মাতার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য আহার করিতেন। তিনি যেন পিতা মাতাকে শোক সন্তপ্ত না করিবার জন্য জীবন ধারণ করিতেন। এক্ষণে আর সে মুরলা নাই; এক্ষণে মুরলার রূপ যেন বিদ্যুৎ প্রভা। এক্ষণে মুরলার সময়ের কত মূল্য, এক্ষণে মুরলার জীবন যেন একটী মূল্যবান জীবন। এক্ষণে মুরলার সংসারে প্রতি কত মমতা, নগেন্দ্র দাদার প্রতি কত ভালবাসা। মুরলা দিদির বাসায় যাইয়া দেখিয়াছি তিনি তিলার্দ্ধ স্থির হইয়া বসেন না। তিনি সর্ব্বদাই কাযে ব্যস্ত তিনি সর্ব্বদাই সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত। মুরলাদিদির অবস্থান্তর দেখিয়া মাতা পিতাকে বলিতেন—"আমরা যেন

একটী শুষ্কপ্রায় লতিকাকে মুঞ্জরিত করিয়াছি। এক্ষণে মুরলার জীবন আশা, ভরসা, উদ্যম, উদ্যোগে পরিপূর্ণ। হতভাগ্য বঙ্গদেশ! দগ্ধ হিন্দুসমাজ! গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হইতেছে; বংশের পর বংশ নির্ব্বংশ হইতেছে, মুরলার ন্যায় সহস্র সহস্র বিধবা তুষানলে দগ্ধ হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর আর বংশ রক্ষা হয় না। সহরে জন কতক হিন্দু দেখা যায় বটে কিন্তু পল্লীগ্রামে যাইয়া দেখ কেবল উচ্চশ্রেণী বিধবার দল। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রামে ৫ ঘর মুসলমান দেখিয়াছি, এক্ষণে বংশ বৃদ্ধি হইয়া সেই গ্রামে ৫০ ঘর মুসলমান হইয়াছে, আর যে গ্রামে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ৫০ ঘর হিন্দু দেখেছি, এক্ষণে সেই গ্রামে ১০।১২ ঘরের অধিক লোক নাই এবং তাহারও সাত ঘরে কেবল বিধবা। সমাজ বিষয়ে কেহ চিন্তা করেন না। সমাজের শুভাশুভ কেহ দেখেন না, ভাল হউক মন্দ হউক প্রাচীন প্রথায় পূজা করাই সকলে হিন্দুয়ানির পরাকাষ্ঠা মনে করেন। এক প্রথা যে এক সময়ে চিরকাল থাকিতে পারেনা, দেশ কাল পাত্র ভেদে যে প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহা কোন হিন্দুর চিন্তার বিষয় নহে। উচ্চশিক্ষায় উদারতা, চিন্তাশীলতায়, স্বসমাজ হিতৈষিতায় পরোদুঃখ কাতরতা প্রভৃতি গুণের বৃদ্ধি পাইতেছেনা। যখন হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম ছিল, তখন ভ্রষ্টা তারাকেও বৃহস্পতি হৃষ্টচিত্তে আপনগৃহে লইয়াছেন।

আর এক্ষণে হিন্দুসমাজে নারী সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া সহস্র সহস্র বিধবার ক্লেশময় জীবনকেও শিক্ষিত হিন্দুগণ উপেক্ষা করিতেছেন। স্বদেশ হিতৈষিতার অঙ্গ স্ব সমাজ হিতৈষিতা। আগে ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নত করিতে হয়, তারপর সমাজ চরিত্রও সমাজ বলের উৎকর্ষ লাভ করিতে হয়। সমাজ কলঙ্কিত ও দুর্ব্বল হইলে জাতীয় উন্নতি কখনই হইতে পারে না। আমাদের উচ্চশিক্ষায় ধিক! আমদের দেশহিতৈষিতায়

ধিক! আমাদের উক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেহ সমব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া কোম্পানীর কাগজ করিতেছেন, জমিদারী করিতেছেন। বড় বাড়ী করিতেছেন। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে ও পুত্র কন্যার বিবাহে ব্যয়াধিক্য করিয়া সমাজে বাহাদূরী লইতেছেন, হায় প্রকৃত সমাজ হিতৈষী ও দেশ হিতৈষী লোক উচ্চশিক্ষিত সমাজে সন্ধান করিয়া কতজন পাওয়া যাইবে! সমাজের কল্যাণ কেহই কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে গণনা করেন না। কেহ গোড়া হিন্দুদলের অগ্রণী; কেহ উন্নতি-শীল সংস্কারক দলের নেতা—হইয়া যশ ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য বৃথা হই চই করেন। যতদিন না হিন্দুসমাজে প্রকৃত চিন্তাশীল সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ না করিবেন, যতদিন হিন্দুগণ হিন্দু সমাজের উন্নতি, চরিত্রের উন্নতি, স্বীয় প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করিবেন, এবং যত দিন না বিধবার দুঃখে, পিতৃমাতৃহীন শিশুর দুঃখে ও হিন্দু সমাজের অবনতিতে শিক্ষিত হিন্দু প্রাণ না কাঁদিবে, তত দিন "হিন্দু সমাজ ও হিন্দু জাতির উন্নতির আশা নাই", মাতার কথা পিতা বড় অসঙ্গত মনে করিতেন না। পিতা বলিতেন—"হিন্দু সমাজে ঘোর দারিদ্র প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক বাল্য-বিবাহ না থাকিলেও যে বিবাহ প্রথা বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাতে যে কোন উচ্চশিক্ষিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িতে ছাড়িতে সন্তান সন্ততিতে এরূপ পরিবৃত হইয়া পড়েন যে অর্থ উপার্জ্জনই তাহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া উঠে। তিনি আপন গৃহে এত দুঃখ দেখিতে পান যে পরের দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিবার আর তাঁহার অবসর থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর শ্রমে স্বাস্থ্য এরূপ মাটী করিয়া আসেন যে উদ্যম, উদ্যোগ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি যে সকল মহৎ গুণের বলে মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য হয়, তাহা তাঁহারা কয়েকটী পরীক্ষা পাশ

করিতেই ফুরাইয়া ফেলেন। সে সকল অকর্ম্মণ্য জীবের আর কি সমাজ কি দেশ কাহার প্রতি দৃষ্টি করিবার সময় ও সামর্থ থাকে? আর একটী কথা, অন্যান্য সকল সভ্য দেশে জাতি বিচারের কোন কঠোর বন্ধন নাই। সকল ব্যক্তিরই সকল কর্ম্ম করণীয়। হিন্দুর সমাজ গঠন সেরূপ নহে: এক ব্রাহ্মণই হিন্দুর সমাজ সংস্কারক ছিলেন, এক্ষণ ব্রাহ্মণের সে পদ নাই। এক্ষণ ব্রাহ্মণও সমাজের কথা ভাবেন না এবং অন্য জাতিও সমাজসংস্কার বিষয়ে তত মন দেন না। এখন সমাজকে খুব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ধরণে গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। নূতন বড় মস্তিষ্ক শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে, নূতন প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তির অভ্যুদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এখন সমাজে কৃষ্ণ, ব্যাস ও দুর্ব্বাসার ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। এখন মার্টিন লুথার চাই নতুবা প্রাচীন পোপের আধিপত্যের বিন্দুমাত্র টলিবে না। এখন শাক্য সিং বুদ্ধ চাই নতুবা পৈশাচিক কুপ্রথা পাদপের মূলচ্ছেদ হইবেনা। এখন চৈতন্য চাই যে সমাজ ভক্তির প্রবল তরঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল বঙ্গদেশকে ডুবু ডুবু করিতে পারে। তুমি কি কঙ্কাল শেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধিধারীকে উচ্চ শিক্ষিত বলিতে চাও? তাহারা উচ্চশিক্ষার দ্বারদেশে আসিয়াই এত ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়াছেন যে তাঁহারা চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন। মার্টিন লুথার সমাজে গড়িতে হইবে। সুস্থকায় সবল শরীর যুবক বাছিয়া তাহাকে সভ্য জগতের ভাব রীতিনীতি শিখাইতে হইবে। পরে এইরূপ শত বা সহস্র লোক দ্বারা একটী সমাজ কমিশন গঠন করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে যে সিদ্ধান্ত হইবে তাহাই হিন্দু সমাজের উন্নতি কল্পে গৃহীত হইবে কিন্তু গরিব হিন্দু সমাজ চিন্তাহীন হিন্দুগণ উদরান্ন সংস্থানে ব্যাকুল, হিন্দু বংশধরগণ সে সুবিধা, সে সুযোগ, সে অর্থ কোথায় পাইবে? তাই

বলি হিন্দু সমাজের যতই সংস্কারের বিষয় বল, যত ভাবে দেশ উদ্ধার করিতে চাহ সে কেবল উদভ্রান্ত চিত্তের প্রলাপ মাত্র।

দাদা হেয়ার স্কুলে আড়াই বৎসর পড়িলেন। শেষ বৎসরে হেয়ার স্কুলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছেলে হইয়া উঠেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সেই বৎসর ভাগলপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র রাইমোহন মুখোপাধ্যায় ১ম স্থান ও ফরিদপুরের একটী বালক ২য় স্থান অধিকার করেন। রাইমোহন মুখোপাধ্যায় নামটা দেখিয়া আমার মনে কেমন একটু খট্‌কা লাগিয়াছিল। মোহন, কিশোর, কুমার ঢাকা ও ময়মনসিং অঞ্চলের একচাটিয়া নামাংশ। আমি মনে মনে কতবার ভাবিলাম আমার স্বামী রাজকুমার কি রাইমোহন নাম ধারণ করিয়াছেন? সেই মুখোপাধ্যায় ও সেই ঢাকাই মোহন! হইলেও হইতে পারে। তিনি ছাত্র মন্দ নহেন, পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার পরে তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘৃণা ও অভিমানে জাত। ভগবান ও কালী দুর্গার পদে পড়িয়া প্রার্থনা করিয়াছি এই রাইমোহন যেন রাজকুমার হন।

ক্রমে দুই দুই বৎসর পর পর এফ, এ ও বি, এ পরীক্ষা হইয়া গেল। আর এক বৎসর পরে এম্, এ পরীক্ষা হইল। দাদা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ্, এ ও বি, এ পরীক্ষায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের মধ্যে ২য় স্থান এবং ইংরাজিতে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। সেই রাই-মোহন মুখোপাধ্যায় পাটনা কলেজ হইতে এফ্, এ ও বি, এ পরীক্ষায় ১ম স্থান ও দর্শন শাস্ত্র ও এম্, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দাদা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার আশায় বি এল পরীক্ষা দিলেন না। এম্, এ পরীক্ষার এক বৎসর পরে রাইমোহনকে বি এল পরীক্ষায় প্রথম হইয়া পাশ হইতে দেখিলাম।

আশা মানবের জীবনীশক্তি সঞ্জীবনী সুধা। আশার মোহে এই মর্ত্ত্যধামে মরণশীল মানব অমর ভাবিয়া কত আশা গড়িতেছে, কত আশা ভাঙ্গিতেছে এবং কত আকাশ কুসুমের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া মনে মনে হাসিতেছে। আশাই উন্নতি, আশাই কার্য্যকারিতা শক্তি। আশায় বল, আশায় উদ্যোগ, আশাই অধ্যবসায় জন্মাইবার সারবান ক্ষেত্র। আশাই পতনের ক্লেশ ভুলায়। আশাই নব প্রকৃতি আনিয়া লোককে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া দেয়। বি, এল পরীক্ষার পর আমার আশা লতিকা প্রবল হইল। আমি ভাবিলাম, রাইমোহন—রাজকুমার হইলে আমার ইষ্টদেবতাকে শীঘ্র পাইব। আমার হৃদয় মন্দিরের শূন্য সিংহাসনে ভূপতি প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হরি হরি! জগতে কয়জনের আশা পূর্ণ হইয়া থাকে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দাদার বিবাহ।

দাদা কলিকাতায় এক কলেজে অধ্যাপকতা করিতেছেন। পিতা দাদার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। দাদার কি মন্দভাগ্য, তাহার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী হয় হয় হয়না। আর বেশী বিলম্ব নাই, ২।১ বৎসরের মধ্যে প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হইবে। বাবার বড় সাধ দাদা ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট হন। দাদার বড় সাধ তিনি বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হন। নগেন দাদার বড় সাধ দাদা বি এল পরীক্ষা দিয়া হাইকোর্টের উকিল

হন। মাতার বড় সাধ দাদা কলিকাতায় ব্যবসায় করেন এবং সমাজ হিতকর কার্য্য করিয়া বেড়ান। কাহার ইচ্ছায় কিছু হইবেনা, ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। দাদা মাকে নিয়ত বলিতেছেন, আমাকে কিছু টাকা দিয়া বিলাতে পাঠাও। একথা বাবার কর্ণে অনেক দিনই উঠিয়াছে, আবারও উঠিল। একদিন বাবা দাদাকে ডাকিয়া বাটীর মধ্যে আসিয়া বলিলেন—দেখ বিপিন তুমি আমার একমাত্র পুত্র। জামাতা নিরুদ্দেশ, তোমার ও কুলির মুখের দিকে চাহিয়া জীবনধারণ করিতেছি। তোমরা আমার নয়নমণি বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। তোমাদিগকে চোখের অন্তরাল করিতে পারিব না। আমার নিজের দোষে আমার রাজকুমারকে হারাইয়েছি। এই বলিয়া পিতা কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন তুমি বিলাতে গেলে আমি মরিয়া যাইব। শিক্ষা যে বিলাতে খুব বেশী হয় এ বিশ্বাস আমি করিনা। বিলাতে গেলে অর্থ উপার্জ্জন ও উচ্চ পদলাভের পথ মুক্ত হয়, আমি ইহা স্বীকার করি। অর্থ ভাগ্য সাপেক্ষ। নিরক্ষর দালাল মুটের সর্দ্দার, কয়াল, ব্যবসাদার প্রভৃতি এত অর্থ উপার্জ্জন করে যে, তাহা অতিউপার্জ্জনশীল ব্যারিষ্টারও চোখে দেখে না। তবে সংসর্গের ইতর বিশেষ আছে। কথোপকথনের সভ্য সভ্য আছে। তারপর দেখ আমি হিন্দু। হিন্দুয়ানি আমার যত থাকুন বা না থাকুক যদি কিছু থাকে পৈত্রিক ক্রিয়া কাণ্ড ও পিতৃ পুরুষের জলপিণ্ড রক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তুমি বিলাতের মাটীতে একবার পাড়া দিলে আমারই শ্রাদ্ধের কথা ভুলিয়া যাইবে আবার দেখ যত জন বিলাতে যান, শিক্ষা যত লাভ করুন বা না করুন, বিলাতের সভ্য রীতিনীতিতে যত অভ্যস্ত হউক বা না হউক কিন্তু অনেকেই পিতা মাতা হইতে স্বতন্ত্র বাস করিতে ভাল বাসেন এবং পিতা মাতাকে

সাহায্য করেন না। আমি আপন ছেলেকে পর করিতে ইচ্ছা করি না। বিলাতে গেলে যদি ঘরের ছেলেটী আবার ঘরে ফিরে পাওয়া যাইত, তবে কত পিতা মাতা স্ব স্ব পুত্রদিগকে বিলাত পাঠাইতেন।

পিতার এই কথায় দাদা কোন উত্তর করিলেন না। এই কথায় কয়েক দিন পরে আমরা জানিতে পারিলাম, দাদা বিলাত যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আগামী বৎসরে দাদা বি, এল, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

আলীপুরের প্রথম সবজজ বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ ও খুব ভাল লোক। তাঁহার অনেক গুলি ছেলে মেয়ে। সবজজ বাবুদের মেয়ে ছেলে আমাদের বাটীতে খুব আসেন এবং আমরা তাঁহাদের বাটীতে খুব যাই। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা চারুপদ্মিনী, গত মধ্য-বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেয়েটী পরমা সুন্দরী। মেয়েটীর স্বভাব অতি উত্তম এবং নানা শিল্প কার্য্য জানে। তাহার বয়স ১২ বৎসর। তাহার চরিত্র অতি ধীর, স্থির, নম্র।

মাতা দাদার বিবাহের কথা কখনও মুখাগ্রে আনেন না, এবং পিতার মুখেও সে কথা কখনও শুনি না। দাদার বিবাহ চিন্তা মনে একেবারেই নাই। বিধির বিধান কে খণ্ডাইতে পারে?

একদিন অপরাহ্ণে আমরা সবজজ বাবুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছি। চারুপদ্মিনী, তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত নানা জলখাবার দ্রব্য আমাদিগকে খাওয়াইল। মাতা দ্রব্যগুলির প্রশংসা করিলেন। সবজজ বাবুর স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন—তুমি আমার পদ্মকে লও।

মা হাসিয়া কহিলেন—সে প্রজাপতির হাত। সেদিন কথা সেই পর্য্যন্তই থাকিল। তাহার পর ১০ দিনের মধ্যে সে কথার কোন আন্দোলন বাসায় কিছু শুনিলাম না। বিধির বিধান কেহ উল্টাইতে

পারে না। বৈশাখ মাসের প্রথমে একদিন ষষ্ঠী পিসী, বাবাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা পদ্মের সহিত কি বিপিনের বে ঠিক করলে? এই বৈশাখ মাসে বে দিলেই ত ভাল হয়। ছেলেরও বয়স হয়েছে। মেয়েও বেশ সুন্দরী।

পিতা। বিবাহের দিন স্থির হইবে। সত্য সত্যই ১৮ই বৈশাখ দাদার বিবাহের দিন স্থির হইল। বাসা ও বিবাহের দিন স্থির হইল। বাসা বিবাহ-উৎসবে পূর্ণ হইল। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে কান্দি হইতে গদাই দাদা, শশি দিদি ও আসিয়া পড়িলেন। শশি দিদির এখন ৪ পুত্র। তাঁহার প্রকৃতি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সরল, প্রফুল্ল ও আনন্দময় আছে। বিবাহের সকল কার্য্য তাঁহারাই করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতে মাতা বলিলেন, শশি আর আমার ভাবনা নাই। আমি এখন বিয়ের নিমন্ত্রণ খাব। রাম, সীতা ও হনুমান যখন উপস্থিত, তখন আর আমার ভাবনা কিসের? শশি দিদি মৃদুস্বরে বলিলেন— হনুমান মুখোয্যে না?

মা। আ পোড়ারমুখি! মুখুয্যে যদি হনুমান হয় তবে আর সীতা হবে কে—আমার বাড়ী যে রাম সীতা উপস্থিত। শশি দিদি মাথা নীচু করিয়া আর কিছু বলিলেন না। মাতা বলিলেন, দেখ শশী আমি কাজ ভাল করিছি, না মন্দ করিছি? তুই আমার কথা শুনে ভাল করেছিস না মন্দ করেছিস্। তুই যদি কুল নিয়ে বসে থাকৃতি তবে এ জীবনেও তোর বে হতনা। তোর যে কার্ত্তিকের মত ৪টী রত্ন দেখ্‌ছি, তা আর দেখ্‌তে পেতেম না। দেবীবরের কৌলিন্য বড় না শাস্ত্র বড়? তোর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল যখন জলপিণ্ড পেত না—কুল একটা ভুয়া কথা। কুলের মান একটা বৃথা মান। যার কোন গুণ

নাই তাকে নবগুণশালীর সম্মান দেওয়া অধঃপতিত হিন্দু সমাজ ভিন্ন আর কোন সমাজে পারে না। তোর মত কত কুলীনের মেয়ে, মুরলার মত কত বিধবা—সমাজে বোঝা স্বরূপ, সংসারের আবর্জ্জনার স্বরূপ—অকর্ম্মণ্য ভাবে পড়ে আছে। হিন্দু সমাজে যে এত দুঃখ, দারিদ্র কৌলিন্য কুপ্রথাই তার অনেকটা কারণ। শিক্ষার বিস্তার হ'য়েছে, শিক্ষার বিস্তার হ'য়েছে একটা কথা শুনি, সেত কেবল কথার কথা। এখনও, পাচক, দেবল, মিঠাইওয়ালা, দলাদলি করা, পরের জাত্ মারা, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা, শিক্ষিত ব্রাহ্মণের দশ গুণ অধিক। সমাজ লইয়া তোল পাড করা খুব উচিত, সমাজের সকল বিষতরু, বিষলতা একেবারে নির্ম্মূল করা উচিত। যখন সমাজ দোষ শূন্য হ'বে, সকল লোকের চরিত্র নির্ম্মল হ'বে, তখন এ জাতির উন্নতির পথের কোন বাধা বিঘ্ন থাক্‌বে না।

শশী। সমাজ বিষয়ে কাহাকেও ভাব্‌তে দেখি না। বড় বড় পণ্ডিতের বুন, পিসি 'অক্ষিয়েত' রয়েছে, তাদের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল, পণ্ডিত বাবুরা কুলের খুব আস্পদ্ধা কচ্ছেন। সকল ঘরে বিধবা, সকল ঘরে পাপের স্রোত, অথচ সকলেই কোমরে কাপড় বেঁধে, যে ব্যক্তি সৎশিক্ষা ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে, একটী বিধবা বিবাহ দিচ্ছে, তাকে ঠেসে মার্‌তে চাচ্ছেন। যাদের কন্যা, ভগিনী, পিসি ও মাসি বিধবা—বাল বিধবা, সংসারে অবলম্বন হীন তাদের প্রতি যে গোড়া হিন্দুদের দয়া মায়া নাই. তারা কি সমাজের কিছু উপকার কব্‌তে পারে? শাস্ত্র তুমিও যেমন জান, আমিও তেম্‌নি জানি। গোড়া কোন কোন হিন্দু ভায়া তেম্‌নিই জানেন। গোড়া হিন্দু ভায়ারা, স্ব স্ব মতের পোষকতায় যাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্র বুঝেন, তাঁহারাও শাস্ত্রকে অশাস্ত্র করে ফেলেন। যে শাস্ত্রের শ্লোকের অর্থ বিধবা বিবাহ দেওয়া, তাহারই অর্থ

করেন বিধবার বিবাহ না দেওয়া। ইহারই নাম কুশিক্ষা। হৃদয়ে বল নাই, মনে সাহস নাই, স্বীয় স্বার্থের প্রতি ষোল আনা দৃষ্টি—এইরূপ লোকেরাই শাস্ত্রকে অশাস্ত্র করে ফেলে। কি করব মা, তুমি আমি যদি সমাজের কর্ত্তা হ'তেম, আমরা যদি ভূত ভবিষ্যৎ বুঝ্‌তে পারতেম, তাহ'লে রাতারাতি সমাজে একটা ঘোর বিপ্লব বাধিয়ে দিতেম।

মা, শশী দিদি ও সুবলা দিদিতে সর্ব্বদাই এইরূপ কথা হইত। কলিকাতার বড় বড় অনেক স্ত্রীলোকেরা এই কথার সমর্থন করতেন। পণ্ডিত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল বাজার করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। গদাই দাদা খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে এত ব্যস্ত থাকিতেন—যে তাহার আহার নিদ্রায় সময় ছিল না। নগেন দাদা বিবাহের বাজি, বাজনা ও আলোকের ভার লইয়াছিলেন। আমার বিবাহে আমাদের গ্রামের অনেক লোক মুন্সীগঞ্জে যান নাই। দাদার বিবাহে গ্রাম হইতে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ কলিকাতায় আসিলেন। এই স্ত্রীলোক দলের মধ্যে অনেকে কুমারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের বয়স ৫০।৬০ হইয়াছে, অথচ পাত্রাভাবে আর তাহাদের বিবাহের উপায় নাই। তাঁহাদিগকে লইয়া কলিকাতাবাসী রমণিগণ অনেক রঙ্গ উপহাস করিতেন। কথোপকথনে বুঝিতে পারিতাম এই বৃদ্ধা কুমারিগণ সাতিশয় মনদুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন। আমিও মনে ভাবিতাম আমরা কি মূর্খ জাতি! দেবীবর ঘটক ঠাকুরের একটা মুখের কথায় একটা মেল বন্ধন ও একটা পাল্‌টী প্রকৃতির বন্ধনের কথায় শত সহস্র কুলীন কন্যা চির জীবন দুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন। হইতে পারে মুসলমান প্লাবিত বঙ্গদেশে তৎকালে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য দেবীবর পাল্‌টী প্রকৃতি ও মেল বন্ধনের আটাআটী করিয়াছিলেন। হইতে পারে তখন তাহাতে ব্রাহ্মণের পতন নিবারণ

হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণ জাতির যা পতন হইবার তা হইয়াছে। এখন কৌলিন্য প্রথা রক্ষায় কেবল ব্রাহ্মণের ধ্বংশ সাধন।

দাদার বিবাহেও খুব ধুম ধাম হইবার উপক্রম হইল। এই বাবার জীবনের শেষ উৎসব। কিন্তু পিতামাতার মুখে হাসি দেখিনা। চারি-দিকে উৎসবের স্রোত, পিতা মাতার মুখ মলিন ও বিষণ্ণ। একদিন অপরাহ্নে পিতা আফিস হইতে আসিয়া জল খাইতে বসিয়াছেন এবং মাতা তাঁহাকে তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছেন, এমন সময়ে পিতা বলিলেন, আমি অর্থ ব্যয় করিয়া কেবল মনের অশান্তি কিনছি। আমার দোষে রাজকুমার নিরুদ্দেশ। সকল দিকে আনন্দের স্রোত, আমার মনে রাজকুমারের চিন্তা ও আমার সম্মুখে সুলক্ষণার ম্লান মুখ। মা। যা করছ তাই একমনে কর। তোমার আমার কার দোষ নয়, দোষ আমাদের কপালের। দোষ পোড়া কৌলিন্য কুপ্রথার। দুঃখ করলে কি হ'বে ? বিপিনের বে আর দিবনা। রাজকুমার হয়ত বড়লোক হয়েই এদেশে ফিরবে।

মাতার কথায় পিতার কোন প্রবোধ জন্মিল না। আমি পিতা-মাতার নিকট কখন ম্লান মুখে থাকিতাম না। আমার মনে যত দুঃখই থাকুক, এই কথোপকথনের পর আমি সর্ব্বদা হাস্যময়ী হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতাম। যাহাহউক শুভদিনে শুভলগ্নে মহা সমারোহে দাদার বিবাহ হইয়া গেল। বধূ চারুপদ্মিনী আমাদের গৃহে আসিলেন। আমাদের গৃহ আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইল। বাজি বাজনায় ও খুব ধুম হইল।

এই বিবাহে পিতা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিলেন। দাদার বিবাহে পণ গণ কিছুই লইলেন না। গহনাগাটী, দান সামগ্রী সম্বন্ধে পিতার কোন দাবিই রহিল না। পিতা সব জজ্ বাবুকে এই মাত্র বলিয়া-

ছিলেন—"তুমি আমি যদি পুত্র কন্যার বিবাহে দর দাম করিয়া পাওনা আদায়ে ব্যস্ত হইব, তবে সমাজ হইতে এ কুপ্রথা উঠাইবে কে?" সুতরাং দাদার বিবাহে কোন গোল হইয়াছিল না।

আমরা পরে শুনিলাম বিবাহ সভায় দেনা পাওনা সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। পিতা একে বড় কুলীন, তাহার উপর তাঁহার পুত্র বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম এম, এ। তথাপি পিতা পুত্রের বিবাহে কোন দাবি দাওয়া করেন না শুনিয়া সকলে পিতাকে ধন্য ধন্য করিলেন। সকলের এই সৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা উচিৎ বলিলেন। কন্যা বিবাহে বরপক্ষ হইতে প্রাপ্তির দাবি হিন্দু সমাজের একটা বিশেষ কলঙ্ক বলিয়া স্বীকার করিলেন। সকলেই বলিলেন—কর্ণধার বিহীন তরণী যেমন আপনা আপনি ঘুরিয়া কেবল তরঙ্গেই পতিত হয়, নেতা হীন স্বার্থপর হিন্দুসমাজ প্রাচীন বদ্ধমূল দোষ সকল পরিহার করিতে পারিতেছেন না, অথচ দিন দিন নূতন নূতন বিষময় দোষতরু ও দোষ লতা হিন্দু সমাজে উদ্গত হইয়া—হিন্দু সমাজকে বিষময় করিয়া তুলিতেছে। পুত্র কন্যার শুল্ক গ্রহণ শাস্ত্রানুসারে হিন্দুসমাজে মহাপাপ। এ পাপ আমরা সাদরে আলিঙ্গন করিতেছি, যাহাতে জাতির উন্নতি, সমাজের কল্যাণ, এরূপ শত কার্য্য আমরা অশাস্ত্রীয় পাপময় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি। উর্ব্বর ভূমি কর্ষণ বিহীন অবস্থায় পতিত থাকিলে যেমন তাহাতে আপনা আপনি শত সহস্র কণ্টকী তরুলতা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সংস্কার বিহীন হিন্দুসমাজে দিন দিন কত দোষ উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা বি, এ ও এম, এ উপাধী গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের পিতা মাতার ইচ্ছা পুত্রের অধ্যয়নের ব্যয়ের চতুর্গুণ অর্থ পুত্রের বিবাহ কালে তাহার শ্বশুরের নিকট হইতে আদায় করিবেন। দেখুন, শিক্ষার কি শুভ ফল। কন্যা সমাজে অনাদৃত ও

অবজ্ঞাত হইতেছে। যে কন্যা না হইলে সমাজ চলে না, যে কন্যা হইতে নরজাতির বৃদ্ধি ও নর সমাজের কল্যাণ—সেই কন্যার বিবাহ দায় বলিয়া তাহার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নাই। যে সমাজে কন্যা স্বয়ম্বরা হইত, দূর দূরান্তর হইতে পাত্রগণ আসিয়া কন্যারত্ন লাভের জন্য লালায়িত হইত, সেই সমাজে এখন কন্যা বিবাহে রাশীকৃত অর্থের প্রয়োজন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥

দাদার পদ লাভ ৷

চাকরি এখন আমাদের ব্যাধি হইয়াছে। আমরা দাসের জাতি, তাই চাকরিতে এখন মান, সম্ভ্রম ও পদ গৌরব। যিনি যত বড় দাস, তাঁহার তত বড় মান। স্বাধীন বৃত্তি এখন হিন্দুসমাজ হইতে একরূপ লোপ হইয়াছে। শিক্ষা চাকরির জন্য। চাকরি পাইলেই শিক্ষার ষোল আনা মর্য্যাদা আদায় হইল। যাহার কোন পুরুষে চাকরি করে নাই, সেও এখন চাকরি ধরিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখ সকলেই চাকুরে। পিতা সযত্নে পুত্রকে শিক্ষা দিতেছেন—ইচ্ছা পুত্র চাকুরে হইবে। দিদিমাতা, পিসীমাতা ও মাতা, বংশধরকে আহার করাইতে করাইতে গল্প করিতেছেন, শিশু যুবক হইয়া ডাক্তার, ডিপুটী বা জজ হইবে। দাসত্বের জন্য সকলে লোলুপ! দাসত্বের মোহে সকলে মুগ্ধ! আমাদের পোড়া দেশ এবং পোড়া কপাল! বঙ্গমাতাকে রত্নগর্ভা, রত্নপ্রসূ বলিয়া বক্তৃতা করি, কিন্তু সেই রত্ন তুলিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। আমরা প্রবন্ধে বঙ্গের আদি বস্ত্রশিল্প,

ধাতুশিল্প ভাস্করবিদ্যা, ও স্থপতি বিদ্যার গৌরব করি কিন্তু শিল্প ও বিদ্যার গৌরব বৰ্দ্ধন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। পাথুরিয়া কয়লা, হীরক অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান করিতেছে কিন্তু তাহার আবিষ্কারক ও উত্তোলক ইংরাজ। আমরা এদেশে বহুকাল আছি এবং পাথুরে কয়লাও এদেশে বহুকাল আছে। আমরা নি শ্চয় : সন্ধান অভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। এক্ষণে ইংরাজের অধীনে কয়লার কুঠীতে কেরাণী, সাভেয়ার খাদ সরকার, ওজন সরকার প্রভৃতি হইয়া জীবন সার্থক করিতেছি। তুলা আমাদের দেশী দ্রব্য এবং পাট আমাদের দেশীয় ধন, কিন্তু তুলার সূত্র ও তুলার বস্ত্র এবং পাটের বস্ত্র আমরা বিদেশী লোকের নিকট ক্রয় করি। কাঁচের গ্লাস, কাঁচের জানালা, কাচের আলমারী প্রভৃতি আমরা সকলেই ব্যবহার করি। কাঁচ হয় বালি ও খারে। খারের গাছ বনে অসংখ্য ; বালিতে আমাদের দেশ ও নদীগর্ভ পূর্ণ। আমরা কাঁচ কিনি বিদেশীর হাতে। কাঁচ প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি কখন আমাদের মনে আসে না। চিনের বাসন বা পরসিলন দ্রব্য আমরা বড় পছন্দ করি এবং যত্ন করিলে আমাদের দেশের মাটী ও আমাদের দেশের বঙ্গে তাহা প্রস্তুত হয়, কিন্তু আমরা তাহা কিনি বিদেশীর হাতে। ছোটনাগপুরের পাথরে কত লোহা কিন্তু আমরা ক্রয় করি বিদেশীর বিদেশী লৌহ দ্রব্য। অভ্র খনি আমাদের দেশেই ছিল কিন্তু আমরা তাহার কখন সন্ধান করি নাই। বিদেশী লোকে তাহা তুলিয়া লয়। আমরা তাহার কেরাণী, মুটে, মুজুর হইয়া পরিতুষ্ট হই। চা, সভ্য জগতের প্রধান পানীয় এবং আসাম দেশ হইতেই তাহা সর্ব্বত্র রপ্তানি হয় কিন্তু আমরা কখন চা জন্মান শিখি নাই। কর্ম্মক্ষেত্র কত দেখাইব? আমাদের দুঃখও নাই, মনস্তাপও নাই। চাকরিতেই আমরা মত্ত এবং চাকরিতেই তাহারা তুষ্ট।

ধনাগমের রাজপথ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচায়ক আবিষ্কারও উদ্ভাবন। শিক্ষার অমৃতময় ফল আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। শ্রমের প্রকৃত গৌরব আবিষ্কার, উদ্ভাবন। উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের মূল্যবান পুরস্কার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। আমরা বিজ্ঞান পড়ি, উপাধি গ্রহণের জন্য। আমরা ডাক্তার হই, ডাক্তারি চাকরী করিবার জন্য; আমাদের দেশে সিনকনার গাছ জন্মাইয়া এবং সিনকনা হইতে সিনকনা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিদেশী ডাক্তার ধনী ও যশস্বী; আমরা যে নির্ধন সেই নির্ধন। ডাক্তার সালজার আমাদের মোটা চাউল হইতে সুরাসার বাহির করিয়া, সেই আবিষ্কার পদ্ধতি বিক্রয় করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠাভাজন ও ধনী, আমরা যে নির্ধন সেই নির্ধন। আমাদের দেশে খেজুরে গুড় হইতে আর এক ডাক্তার আর একরূপ সুরাসার প্রস্তুত করিয়া ও আবিষ্কার পদ্ধতি বিক্রয় করিয়া যশস্বী ও ধন্য, আমরা যে নির্ধন সেই নির্ধন। আমাদের ঢাকাই শান্তিপুরে, সিমলাই, শ্রীরামপুরে সূত্র ও বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ম্যানচেষ্টার ধনী ও যশস্বী, আমরা যে নির্ধন সেই নির্ধন। আমাদের পাট কাশ্মির, পাঞ্জাব, লুধিয়ানা অঞ্চলের মেষ লোমজাত শাল, আলোয়ান ও জামিয়ারের ন্যায় বসন করিয়া—দূরদেশী বিদেশী লোক খ্যাতি সম্পন্ন ও ধনী, আমরা যে নির্ধন সেই নির্ধন। আমাদের দেশের রেশম ও তসর লইয়া তাহার সহিত কার্পাস সূত্র মিশাইয়া ও রং করিয়া বিবিধ বসন প্রস্তুত পূর্ব্বক বিদেশী লোক ধনী ও যশস্বী, আমরা যে নির্ধন, সেই নির্ধন। তাড়িত সৌদামিনীর দয়া দেশভেদে জাতিবিশেষের পর নহে, সেবা করিলে আমরাও তাড়িত সৌদামিনীর দয়া লাভ করিতে পারি। বিদেশী লোকে আমাদের দেশে তাড়িতশকট ও তাড়িতপাখা পরিচালিত করিতেছে ও কত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, আমরা যে নির্ধন সেই নির্ধন। আমরা

ধৈর্য্যশালী হইয়া আবিষ্কার করিব না ; আমরা অধ্যবসায়শীল হইয়া উদ্ভাবনের নিকটেও যাইব না তবে আমরা ধনী হইব কিসে ? চাকরি জীবিকা নির্ব্বাহের অধম পন্থা। চাকুরি যাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, তাহাদের কি আর পরিত্রাণ আছে ?

ধন নাই ও সম্বল নাই একথা সত্য। আমাদের এক জনের প্রচুর টাকা নাই সত্য। যে সকল দেশীয় লোকেরা বড় বড় কারবার করে—তাহাদেরই কি এক জনের প্রচুর টাকা ছিল ? আমাদের দেশের লোকের সকলেরই বাড়ী আছে এবং সকলেরই কিছু না কিছু অর্থ আছে। বড় ধনী দেশে অনেকে চির হোটেল বাসী। তাদের ধন সংগ্রহ হয় কিসে ? তাহারা কোম্পানি খুলে, অংশ করে, বালবিধবা বৃদ্ধ, যুবা রাশি রাশি অর্থ দিয়া সেই অংশ সকল ক্রয় করে। আমাদের দেশে ও সেই উপায়ে যথেষ্ট টাকা হইতে পারে, তবে হয় না কেন ? সত্য নিষ্ঠা, ন্যায়পরতা ও সচ্চরিত্রের অভাব। আমাদের দেশে ২।৪টা কোম্পানির পতন হইয়াছে, অংশ ক্রেতা গণ প্রতারিত হইয়াছেন। চরিত্রের অভাবে, ন্যায়পরতা ও সত্য নিষ্ঠার অভাবে সেই সব কোম্পানির পতন ঘটিয়াছে। তাই বলি সর্ব্বাগ্রে আমাদের চরিত্র গঠন করিতে হইবে। তার পরে উচ্চ আশার স্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে। চাকরিতে যে অর্থ জীবনে হয় না, আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও ব্যবসায়ে সে অর্থ এক ঘণ্টায় হইতে পারে। এখন বাঙ্গালীর চরিত্র বল ও উচ্চাশার স্রোত ফিরিলেই হয়। শিক্ষার অঙ্গ সচ্চরিত্র শিক্ষা করিতে হইবে। উচ্চাশার অঙ্গ আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও ব্যবসায় করিতে হইবে।

পিতা ডিপুটী ও দাদা উচ্চ শিক্ষিত। এসব গুণ থাকা স্বত্ত্বে ও পিতা দাদাকে ডিপুটী করিতে চাহেন এবং দাদাও তাহাতেই তুষ্ট।

চারুপদ্মিনী বধূ গৃহে হাসিতেছেন। বাবা এখন ৮শত টাকা বেতনের ডিপুটী। দাদার এক্ষণে ডিপুটীর পদ লাভ হইলেই পিতার বাঙ্গালী জীবনের সকল আশা পূর্ণ হয়। ভগবান কল্পতরু। আন্তরিক ভক্তিতে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা করিতে পারিলে সে প্রার্থনা কখন অপূর্ণ থাকে না। সর্ব্বান্তরিক আশা কখন ব্যর্থ হয় না। দাদার বিবাহের দুই মাস পরে দাদা ডিপুটীর পদ পাইলেন। দাদা অধ্যাপকতা ছাড়িয়া পাচক ভৃত্য লইয়া চাকরির স্থানে গমন করিলেন। পিতা মাতা পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

বৌ দিদি চারুপদ্মিনী বাসাতেই থাকিলেন। আমি তাঁহাকে বৌ দিদি বলি এবং তিনিও আমাকে দিদি বলেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয়। আমরা পান, ভোজন, শয়ন ও ভ্রমণ এক সঙ্গে করি। আমরা বসন, ভূষণও এক সঙ্গে পরি। মাতা আমাদের ব্যবহারে বড় সুখী।

বাবার বয়ঃক্রম এখন ও পঞ্চান্ন বৎসর হয় নাই। বাবার পেন্‌সান পাইতে এখনও বিলম্ব আছে। দাদার ডিপুটীর পদ পাইবার তিন মাস পরেই মাতা পিতাকে বলিলেন—"তোমার কিছু কোম্পানির কাগজ আছে, তোমার কিছু ভূসম্পত্তি আছে। পেন্‌সান লও, তোমার পেন্‌সানের টাকাতেই যথেষ্ট হইবে। এখন চল মজুরী ছাড়িয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি।" তদুত্তরে পিতা কহিলেন—বিপিন ডিপুটী পদে পাকা হউক, তাহাই করা যাইবে।

দাদা দুইবৎসর মধ্যে ডিপুটী পদে পাকা হইলেন। দাদার প্রতি উচ্চতন সাহেবদের সু দৃষ্টি পড়িল। দাদা ডিপুটী পদে থাকিয়াই প্রতিযোগিতায় ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইলেন। দাদা ভাল ছাত্র ছিলেন। ডিপুটীর কার্য্যও ভাল শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ষ্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দাদা পরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

দাদা পাকা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার পূর্ব্ব হইতেই বৌ দিদি দাদার সঙ্গে দাদার কার্য্যস্থলে থাকেন এবং আমি পিতা মাতার নিকটে থাকি। প্রাতি ছুটীতে বৌ দিদির সহিত আমার দেখা হয়। প্রথম প্রথম ছুটীর সময়ে বৌ দিদি আসিবেন বলিয়া আমি কত সুখী হইতাম এবং বৌ দিদি ও আমায় পাইয়া কত সুখী হইতেন।

কালের কি অসীম শক্তি! সময়ের কি বিষম পরিবর্ত্তন। যে বৌ দিদি আমি ভিন্ন জানিতেন না, কালে সেই বৌ দিদি কেমন স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চরিত্রে বিষম পরিবর্ত্তন আসিল। তাঁহার কেমন সাহেবী চাল ও সাহেবী মেজাজ হইয়া পড়িল। আমার প্রতি তাঁহার ঘৃণা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল। আমি যেন পাপিনী—অপবিত্রা, অস্পৃশ্যা ও অযাত্রা এইরূপ তাঁহার ভাব ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি বৌ দিদির সহিত দেখা সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করিলাম। এই সময় হইতে আমি আমার জীবনকে ভার স্বরূপ মনে করিতে লাগিলাম। মাতা কিন্তু আমাদের এ ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পিতার পেন্‌সান গ্রহণ।

পিতার পেন্‌সান লইবার বড় ইচ্ছা ছিল না, মাতার সম্পূর্ণ ইচ্ছায় পিতা পেনসান গ্রহণ করেন। পিতা পেন্‌সান নিচ্ছি নিব করিয়া

মাতাকে যত স্তোক বাক্য বলেন, মাতা পিতাকে পেন্‌সান লইবার জন্য তত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। একদিন পিতা সায়ংকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে মাতা বলিলেন—দেখ তুমি আমার সকল তীর্থ, ধর্ম্ম ও ব্রত। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোন কর্ম্ম করিতে পারি না। তুমি পর হইলে তোমাকে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না। তোমাকে ছাড়িয়া আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলেও তোমাকে আমার বলার কিছু প্রয়োজন ছিল না। আমি এখন সংসারে ডুবিয়া থাকিতে, পারিতেছি না। আমার মন ছুটিয়াছে। সংসারের সকল সুখ ভোগ হইয়াছে। তোমাকেও বলি তুমি আর কত কাল এই বন্দী দশায় থাকিবে। বাল্যাবস্থা হইতে ছাত্র বন্দী ছিলে। তখন কাজ ছিল পড়া আর পরীক্ষা দেওয়া। কোন কাজ করিতে পার নাই, কোন দিকে চাহিতে পার নাই। পরীক্ষার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটীর পদ। এই ৩০ বৎসর এক সমান ভাবে ডেপুটী—। দশটায় ভোজন, সন্ধ্যায় আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, আজ সদর, কাল মফস্বল ও পরশ্ব দাঙ্গায় মোতায়েন। এক রকমের কায সমান ভাবে ব্যস্ত। জীবনের শান্তি নাই, আরাম নাই। সমান ভাবে খাটুনি, খাটুনির হ্রাস বৃদ্ধি নাই। এখন বয়স হইয়াছে, মনের বল, শরীরের বল কম হইয়াছে, আর এ পরাভোগ কেন? আর ২খানা কোম্পানির কাগজ বৃদ্ধি হইলে কি হইবে? বিপিন ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে, তাহার জন্য ২৫ খানা কোম্পানির কাগজ ও বাড়ী, ২০ খানা রাধাও তাই। আমার কথা শুন, এখন ধর্ম্ম কর্ম্ম কর ও বিশ্রাম কর।”

পিতা উত্তরে বলিলেন—আর বিলম্ব হইবে না। এই কথোপকথনের পর পিতার পেনসান লওয়াই ঠিক হইল। তিনি পেন্‌সান লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহার বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই

এবং তিনি সুস্থকায় পুরুষ সুতরাং তাহার পেন্‌সান লইবার পথে বাধা পড়িল। সুযোগ্য ডাক্তারের অনুগ্রহে পিতা সে বাধা অনায়াসেই অতিক্রম করিলেন। পিতার চক্ষু রোগ হইবার উপক্রম হইয়াছে—এই মর্ম্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাইলেন। পিতা পেন্‌সানের দরখাস্ত করিয়া ও ফার্লো ছুটী লইয়া তিনি বাটীতে গমন করিলেন। আমি ও মাতা আমাদের পিতার সহিত বাটীতে গমন করিলাম। এবার বহুদিন পরে আমরা পিতার জন্মস্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম।

আমি শৈশবে আসিয়াছি, বাল্যে আসিয়াছি, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিয়া এই আমি প্রথম পিতার জন্মস্থানে আসিলাম। বহুকালের পরে পল্লীগ্রামে আগমন করায় পল্লীগ্রামের দৃশ্য আমার নিকট বড়ই মনোহর বোধ হইল। জোয়ার-ভাটা-সম্পন্ন-বৃহৎ-নদী গঙ্গা ও তদুপরিস্থিত ষ্টীমার জাহাজ সর্ব্বদা পোঁ পোঁ, ভোঁ ভোঁ করিতেছে ও জলকোলাহলে শব্দিত হইতেছে। সেই দৃশ্য অপেক্ষা আমার পিতৃগ্রামের পাদদেশ দিয়া যে ক্ষুদ্র তটিনী কুল কুল নাদে দুই একখানি ক্ষুদ্রতরী বক্ষে করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর মনোজ্ঞ বোধ হইতে লাগিল। কলিকাতায় বড় বড় রাস্তার জুড়ী গাড়ী ও ট্রামকারের শব্দ অপেক্ষা রুনু ঝুনু গহনার শব্দে শব্দিত ও ছল্ ছল্ ঢল্ ঢল্ কলসী জলের শব্দে শব্দিত ক্ষুদ্র পল্লীপথ আমি ভাল দেখিতে লাগিলাম। সহরের বহুমূল্য বসন ভূষণ সজ্জিতা বামাদল অপেক্ষা পল্লীর নিরাভরণা সরল বসন অবলাকুল আমি ভাল দেখিতে লাগিলাম। সহরের মৌখিক ভদ্রতা ও কথোপকথনের কুটিলতা অপেক্ষা পল্লীর সরলভাবের কথোপকথন আমার নিকট অধিকতর প্রীতিপ্রদ বোধ হইতে লাগিল। সহরের সকলেই বাবু এবং সকলেই বাবুনী, পল্লীতে সকলেই খুড়া, জেঠা, মামা,

দাদা, খুড়ী, জেঠী, মাসী, পিসী, দিদি ও বোন। সহরে সকলেই পর; পল্লীতে সকলেই আপন।

পল্লীগ্রামে আসিয়া আমার সান্ত্বনারও অনেক বিষয় দেখিতে পাইলাম। আমার পিতা মাতা আছেন, আদর যত্ন আছে, বসন ভূষণ আছে, কেবল আমার অদৃষ্ট দোষে পতি নিরুদ্দেশ। কুলীন প্রধান পিতৃগ্রামে আসিয়া কত হতভাগিনী কুলললনার পিতামাতা নাই, অনাদর অপমানের একশেষ, অশন বসনের বিষম ক্লেশ এবং আমার পিতামহীর সমবয়স্কা হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের পাত্রাভাবে বিবাহ হয় নাই। এই সকল দেখিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল কুলীন কন্যাগণ যেন ইহ জীবনেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনে মৃতপ্রায় হইয়া সংসারের অবর্জ্জনার ন্যায় সংসার আবর্ত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের জীবনে সুখের লেশ মাত্র নাই; ভবিষ্যতে কোন ভাল আশা নাই এবং বিপদে অবলম্বন নাই। যে সকল কুলীন কন্যার পিতা মাতা আছেন, তাঁহাদের তবু দাঁড়াবার স্থান আছে কিন্তু যাহাদের পিতা মাতা নাই ভ্রাতৃবধূর অনুগ্রহের উপর সংসারে বাস করিতে হয়, তাঁহাদের কষ্টের পরিসীমা নাই।

এবারে বড় বন্ধে পিতা বাটী আসিয়া বাটীর সংস্কার ও বৈঠকখানা একটী নূতন অট্টালিকা নির্ম্মান করাইলেন। তাঁহার পৈতৃক ও স্বকীয় সম্পত্তির পরিমাপ করাইয়া কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজা স্থানে প্রাপ্য করের কবুলিয়াত লইয়া সম্পত্তির আয় প্রায় পাঁচ হাজার টাকার উপর করিলেন। কতক চাঁদা করিয়া ও কতক টাকা নিজে দিয়া গ্রামের মধ্য ইংরাজী স্কুল গৃহটী ও বোর্ডিং পাকা করিলেন। গ্রামের মধ্যের কয়েকটী রাস্তা সংস্কার করাইলেন ও ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ডের সাহায্য লইয়া গ্রামমধ্যে কয়েকটী রাস্তা নূতন করাইলেন। গ্রামের কালীমন্দিরটীর

সংস্কার করাইলেন। গ্রামের কয়েকটী প্রাচীন জলাশয় ধাপ, দল, পানা ও শৈবালে পূর্ণ ছিল, তাহার সংস্কার করাইলেন ও তাহাতে মৎস্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত করাইলেন।

এবার মাতার কার্য্য অন্যরূপ। এবার মাতা সমাজ সংস্কার লইয়া বড় উচ্চকথা বলেন না। তিনি এবার কুলীন কন্যার স্বঘরে হউক, বংশজ শ্রোত্রিয়ে হউক, বিবাহ একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া চীৎকার করেন না। এবার গোপনে গোপনে কুলীন কন্যার বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন নাই। এবার মাতা সর্ব্বদা চিন্তাকুলা ও বিষণ্ণ বদনা; এবার তিনি কুলীন কন্যাগণের দুঃখ মোচনে যুক্ত হন। এবার কুলীন কন্যাদিগের যাহার বসন নাই তাহার বসন, যাহার আহারের সুবিধা নাই তাহার আহার; যাহার গৃহ নাই তাহারা গৃহ ইত্যাদি দিতে লাগিলেন। এবার বিবাহের কথা উঠিলে মাতা বলেন—বিবাহ হইলেই যে কুলীন কন্যাগণ সুখী হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। সুখ অদৃষ্ট সাপেক্ষ, বিবাহ সাপেক্ষ নহে। যাহার অদৃষ্ট ভাল তাহার ভাল বিবাহও হইতে পারে। বর শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, দয়াশীল ও স্নেহপরয়াণ না হইলে কুলীনকন্যার বিবাহ হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল। বিবাহ দিতে তাহার বড় ভয় করে। সুখ অপেক্ষা শান্তি ভাল। কুলীন কন্যাগণের সুখের জন্য বিবাহ দিবেন, শেষে যদি চির অশান্তিতে পড়ে সেই তার ভাবনা।

পিতা এই ছুটীতে আর একটা কার্য্য করিলেন। তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে জ্ঞাতিগণের বৃত্তির বন্দোবস্ত করিলেন এবং জ্ঞাতিগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী তাঁহাদিগের বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। বার্ষিক ক্রিয়া কর্ম্মের ব্যয় নিরূপণ করিলেন। সকল ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া প্রতি বৎসর যে দুই হাজার টাকা পাইবেন; পিতা তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন।

এবার মাতার হাতে যে কিছু টাকা ছিল, তদ্বারা বার্ষিক ৬ শত টাকা আয়ের একটী সম্পত্তি করিলেন এবং সেই আয় হইতে বিবাহিতা, অবিবাহিতা ও অন্নক্লিষ্টা কয়েকটী কুলীন কন্যার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এবার পিতামাতার খুব সুখ্যাতি হইল। সমাজের মধ্যে সকলেই তাঁহাদিগকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পিতার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিগণ বড় সন্তুষ্ট হইলেন না। এতদিন পিতৃ সম্পত্তি তাহাদের নিজের সম্পত্তির ন্যায় ছিল, এবার তাহার সুবন্দোবস্ত হইল। পিতার দীর্ঘ ছুটী ফুরাইয়া আসিল এবং পিতার ছুটী ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাসিক ৩৬২৲ টাকা পেন্‌সান্ মুঞ্জুর হইল।

পিতা আর কর্ম্মে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন না। পিতা, মাতা, আমি ও ষষ্টী পিসী দাদার মুর্শিদাবাদের বাসায় আসিয়া উপনীত হইলাম। দাদা এখন বহরমপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। পিতা মাতা তীর্থ পর্য্যটনে যাইবেন স্থির করিলেন। ষষ্টী পিসী সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল। ষষ্টী-পিসীর বড় ইচ্ছা, বৃদ্ধবয়সে কাশী কি বৃন্দাবন ইহার কোন স্থানে বাস করেন

এবার বৌদিদির প্রকৃতি আবার স্বতন্ত্র দেখিলাম। তিনি আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর যত্ন করিতে লাগিলেন এবং মিশিতে লাগিলেন; সরল ভাবে আমার সহিত কত কথা বলিতে লাগিলেন, আমাকে দাদার সংসারের গৃহিনী করিয়া দিলেন। দাদা দ্বারা বৌদিদি আমাকে দুই একখানা গহনাও গড়াইয়া দিলেন। এবারে তিনি সর্ব্বদা আমার নিকটে বসেন এবং আমার সহিত কথোপকথন করেন। কিছুদিন যে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলাম, সে আমি ভাবিলাম তাঁহার কোন অসুখের জন্য হইয়াছিল। সত্য সত্য বৌদিদির হৃদ্‌রোগের উপক্রম হইয়াছিল।

পিতা মাতার তীর্থে যাইবার দিন স্থির হইল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য জেদ ধরিলাম। পিতা মাতা আমার সে কথায় প্রথম প্রথম মুখ গম্ভীর করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইল ও মোট মোটারী বাধা হইল। যাত্রার দিন প্রাতঃকালে আমি আমার বসন ভূষণের একটী ক্ষুদ্র বাক্স লইয়া পিতামাতার নিকটে যাইয়া বলিলাম, আমার এটিও আপনাদের মোট মোটারীর সঙ্গে বাধুন, আমিও সঙ্গে যাইব।

মাতা ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—তুই সঙ্গে যাবি, তবে আমি কার ভয়ে পালাই? কে তোকে সঙ্গে ল'তে চেয়েছে?

আমি। কেহ আমাকে সঙ্গে ল'তে চায় নাই, আমি আপন ইচ্ছায় যাইব।

মা। তুই কি আমাদের অনিচ্ছায় যাইবি? তোকে দেখ্‌তে না হয় বলেই ত আমরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। সেই আগুনই যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে আমরা বিদেশে যাই কেন?

আমি। আমি কি আগুন?

মা। আমাদের পক্ষে তুই শিখাময়ী, জ্বালাময়ী আগুন।

পিতা সজলনয়নে বলিলেন—না মা, তুমি আমাদের সঙ্গে যেও না। বৌমা তোমায় বড় ভাল বাসেন, তুমি তোমার বৌদিদির নিকট থাক—তোমার দাদার নিকটে থাক।

আমার বড় ক্রোধ হইল। আমি সজলনয়নে একেবারে আমার শয্যায় যাইয়া শয়ন করিয়া পড়িলাম। মাতা কি ভাবিয়া বলিতে পারি না, আমার ক্ষুদ্র বাক্সটী তাঁহাদের মোট মোটরীর সঙ্গে বাঁধিলেন। তাঁহারা, আমার সহিত আর একটী কথাও বলিলেন না। তাঁহারা দাদা ও বৌদিদিকে কত কি বলিয়া যাত্রার সময় আসিলে যাত্রা করিয়া

তীর্থে চলিয়া গেলেন। কেবল ষষ্টী পিসী আসিয়া আমার হাত দুখানা ধরিয়া তাঁহার মাথার উপর দিয়া বলিলেন—ফুল্, তুই কাঁদিস্ না। তোর এক ফোটা চখের জলে আমরা সকলে কেঁদে মরি। আমরা রাজকুমারেরই সন্ধানের জন্য দেশে, দেশে তীর্থে, তীর্থে ঘুরে বেড়াব। তোর বাপ মার মনে কি কম ক্লেশ? তোর কপাল ভাল, আমি ঠিক বল্‌তে পারি, রাজকুমার একজন বড় লোক হ'য়ে দেশে ফির্‌বেন। যে গণৎকার তোর কুষ্ঠি প্রস্তুত করেন, তিনি বলেছিলেন—"কুলীনকন্যা অদৃষ্টের ফের কে খণ্ডায়, বার বৎসরের উর্দ্ধকাল একবার পতি বিরহ সহ্য কর্‌বে। তার পর খুব সুখ সৌভাগ্য হইবে।" মা আমার, লক্ষ্মী আমার কেঁদনা। আমাদের যাত্রাকালে অযাত্রা ঘটাইয়োনা। ভাল ভাবে থেক, বৌদিদি যা বলেন তাই শুন।

আমি কোন উত্তরই করিলাম না। ষষ্টী পিসী আমার মাথায়, বুকে ও পিঠে হাত দিয়া কত সোহাগ করিয়া সজলনয়নে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন এবং যাইবার কালেও আমার দিকে পাঁচ বার চাহিয়া দেখিলেন।

উনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বধূর নূতন মূর্ত্তি।

আজ ছয়মাস হইল পিতা মাতা তীর্থে চলিয়া গিয়াছেন। দাদার, আমার প্রতি খুব স্নেহ। বাল্যকালে যেরূপ ভ্রাতা ভগিনীতে কলহ হয়, দাদা ও আমার মধ্যে সেইরূপ কলহ হইত বটে, কিন্তু আমার পতি নিরুদ্দেশ হইবার পর হইতে দাদা আমার সহস্র অত্যাচার সহ্য করেন

এবং আমাকে একটী ও কথা বলেন না। দাদার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি ও দাদার সহিত কলহ করিনা। দাদা আমাকে ভাল ভাল কত পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন এবং পড়িতে পড়িতে কোন পুস্তকের একটু ভাল পাইলে আমাকে পড়াইয়া শুনান। পিতামাতা তীর্থে চলিয়া যাইবার পর দাদার স্নেহ যেন আমার পর আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি আমাকে অধিকতর স্নেহ আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাংসারিক সকল আয়, ব্যয় আমার হাতে ছাড়িয়া দিলেন। পাঁচক ভৃত্য নিয়োগ ও পদচ্যুত করিবার ভার আমার উপর দিলেন। কাহাকেও কিছু দেওয়া না দেওয়ার ভার আমার উপর অর্পণ করিলেন।

ভ্রাতৃবধূর চরিত্রে কিন্তু আবার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম। পিতা মাতা তীর্থে চলিয়া যাইবার পর হইতেই, তিনি আমাকে তাচ্ছল্য ও ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তিনি আমার সহিত একেবারে আলাপ করা বন্ধ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত উপযাচক হইয়া কথা বলিতে গেলেও তিনি আমার কথার সদুত্তর দিতেন না। এই সময়ে ভ্রাতৃবধূর একটী পুত্র হইয়াছিল। পুত্রটী আমার অতিশয় বাধ্য ছিল। পুত্রটী আমার নিকটে থাকিলে ভ্রাতৃবধু যেন একটু বিরক্ত হইতেন। দাদার যত্নের যত আধিক্য দেখিতে লাগিলাম, ভ্রাতৃবধূর অনাদরের তত পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে দাদার শ্বশুর সাব জজ বাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার ছয় পুত্র। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহই উচ্চ শিক্ষার দ্বার দেশেও যাইতে পারেন নাই। প্রথম তিন পুত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষারূপ প্রবেশের দ্বার হইতেই পতিত হইয়াছেন। যাহা হউক সাব জজ বাবুর সহায় সোপারেশে প্রথম তিন পুত্র কালেক্টরী ও আদালতের মধ্যে ২০।২৫৲

টাকার কেরাণীর পদ পাইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন পুত্র সিদ্ধেশ্বর, রাজেশ্বর ও নকুলেশ্বর। ইহাঁরা হাইস্কুলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই পোড়ামার পূজা দিয়াছেন। ইহাদের স্বভাব চরিত্র আমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয় না। সিদ্ধেশ্বর সম্প্রতি চাকরির উমেদার। তিনি অনেক সময়ে দাদার বাসায় আসেন এবং দাদার সোপারেশের প্রার্থী হন। দাদা ও তাঁহার শ্যালকদিগকে বড় ভাল দেখেন না। ভ্রাতৃবধূর খাতিরে তাহারা বাসায় আসিলে স্থান না দিয়া পারেন না। সিদ্ধেশ্বর আমাকে বড় ঠাট্টা তামাসা করিতে আসেন, কিন্তু আমি সর্ব্বদাই তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি; ইহাতেও বৌদিদি আমার উপর রুষ্ট হন।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগ। খুব গরম পড়িয়াছে। আমি আমার ঘরে এক খাটের উপর এবং আমাদের বাসায় বুড়া ঝি শিবের মা, মেঝের উপর বিছানা করিয়া আছি। দরজা বেশ ভাল করিয়াই বন্ধ করা আছে। বড় গরম পড়ায় শিবের মা দুইটা জানালা খুলিয়া রাখিয়াছে। রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত আমার ঘুম হইল না। আমি বাল্মিকী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড পড়িয়াছিলাম, তারপরেও শয়ন করিয়া আমার ঘুম হইল না। রাত্রে টং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। আমার মাথার নিকট ঘস্ ঘস শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি চাহিয়া দেখিলাম সিদ্ধেশ্বর বাবু একটা জানলার শিকের অর্দ্ধেকটা খুলিয়া ফেলিয়া ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন। ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার, কিন্তু বাহিরে বেশ জ্যোৎস্না। আমি ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া আর একটা জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া, ঘরের এক কোণে অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিলাম। সিদ্ধেশ্বর ঘরে আসিয়া আমার খাট, খাটের তলা অনুসন্ধান করিয়া সেই জানলা পথে বাহির হইয়া গেলেন এবং জানলাটার শিকটা আবার লাগাইয়া রাখিলেন।

সিদ্ধেশ্বর বাবু চলিয়া গেলে, আমি জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার শয়ন করিলাম। সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না।

পর দিন সেই কাটা শিক দাদাকে দেখাইয়া সে স্থানে নূতন শিক লাগাইলাম। সিদ্ধেশ্বরের আচরণ কিছুই প্রকাশ করিলাম না। সিদ্ধেশ্বর যাহাতে আমাকে দেখিতে না পারে, আমি এইরূপভাবে থাকিতে লাগিলাম। সিদ্ধেশ্বর, দাদার বাসায় আসিলেই আমার ভয় হইত। বৌদিদি, আমি ও দাদার মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার দুর্গতির মধ্যেও ভগবান্ আমার সহায় ছিলেন। বৌদিদির কোন ঔষধ ধরিল না।

ইতিমধ্যে আমার পিতৃগ্রামের খুল্লতাত পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। আমার সে খুল্লতাত পুত্র এম্, এ পাশ করিয়াছে। কলিকাতায় মহা সমারোহে তাহার বিবাহ হইতেছে। পিতৃ জ্ঞাতি খুল্লতাত স্বয়ং, বৌদিদি ও আমাকে দেশে লইতে আসিলেন। আমি বৌদিদির যন্ত্রণায় যে কিরূপ জ্বালাতন হইয়াছিলাম, তাহা পুস্তকে লেখা অসাধ্য, ঘরের কথা পরকে জানাইয়াও লাভ নাই। যে সকল কুলীন কন্যা সঙ্কীর্ণহৃদয়া ভ্রাতৃবধূর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করেন, তাঁহারাই আমার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিবেন। আমি দাদার নিকট বলিয়া কহিয়া সেই বিবাহে যাওয়া স্থির করিলাম। দাদা কিছু কিছু আমার দুঃখ বুঝিয়া ছিলেন। তিনি প্রথমে আমাকে দেশে যাইতে মত দেন নাই, পরে আমার আগ্রাতিশয়ে যাইবার জন্য মত দিয়াছিলেন। আমি খুড়া মহাশয়ের সহিত আবার দেশে আসিলাম। উপেনের বিবাহ নিরাপদে হইয়া গেল। দাদার পক্ষ হইতে সিদ্ধেশ্বর, আমাকে বহরমপুরে লইতে আসিলেন। আমি তাহার সহিত বহরমপুরে দাদার বাসায় গমন করিলাম না। আমি পিতৃ-জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত পিতার পল্লীস্থ ভবনে বাস করিতে লাগিলাম।

হরি, হরি, এবার আমি পিতামাতার যত্নাধীনে নাই। এবার আমি ভ্রাতার নিকটে নাই। এবার আমি পিতৃ জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাতের সংসার ভুক্ত। আমার পিতার দত্ত বৃত্তি হইতেই জ্যেষ্ঠতাতের সংসার চলে, সুতরাং আমার যত্ন, আদরের ও অভাব নাই। হরি, হরি, তথাপি আমি পূর্ণ যৌবনা। কুলীন সমাজের পাপ চিত্র আব অঙ্কিত করিব না। ঘরের দোষ আর বাহির করিব না! বহরমপুরে আমি এক সিদ্ধেশ্বরের হাতে পড়িয়াছিলাম, এ স্থানে শত সিদ্ধেশ্বর। এক্ষণে আমার সহায় ভগবান ও আমার নিজের চরিত্র বল। এবারে আমি পল্লী সমাজ নরক মনে করিতে লাগিলাম। আমার গমনে, স্নানে, ভোজনে, শয়নে ও কথোপকথনে আশঙ্কা। পিতৃ গ্রামে আমি মনে করিতে লাগিলাম, দাদার বাসা ইহাপেক্ষা ভাল ছিল। এস্থলে আমাব বাক্য যন্ত্রণা ছিল না বটে, কিন্তু আমার ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইল।

পিতা দেশে থাকিতে আমার শাশুড়ীর নিকট পত্র লিখিতেন এবং কিছু কিছু অর্থের সাহায্য করিতেন। আমি এ পর্য্যন্ত শাশুড়ীর নিকট কোন পত্র লিখি নাই। এক্ষণে তাঁহার নিকট এক খানা পত্র লিখিলাম। পত্রের মর্ম্ম এই যে, আমি তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। প্রত্যুত্তরে তিনি আহ্লাদের সহিত জানাইলেন যে লইবার কোন লোক নাই, আমি তাঁহার নিকট গমন করিলে পরম সন্তুষ্ট হইবেন। আমার পিতার এক জ্ঞাতি খুল্লতাত ছিলেন, তাহার নাম মাধব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার বয়স প্রায় ৮৩ বৎসর হইবে। তিনি সবল কায় ও সুস্থ শরীর পুরুষ।

মাধব ঠাকুরদাদার স্ত্রী ঠাকুরমা বড ভাল মানুষ। ঠাকুর দাদা বড় গরীব। আমি ঠাকুরমার নিকট ২।৩ দিন ঘুরিয়া তাঁহাকে কৌশলে

জানাইলাম, ঠাকুর দাদা দয়া করিয়া আমাকে আমার শ্বাশুড়ীর নিকট রাখিয়া আসিলে আমি বড় উপকৃত হইব। আমি সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২০৲ টাকা দিলাম।

আমার হাতে একটী পয়সাও ছিল না। আমার গহনা ও বহুমূল্য বস্ত্রাদিও মাতার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। পিতার সম্পত্তির প্রধান কর্ম্মচারী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সম্পর্কে জ্যেষ্ঠতাত হইতেন। আমি জেঠীমার দ্বারা জেঠামহাশয়কে বলাইয়া এক শত টাকা লইলাম। আমার পিতার অনুমতি ছিল, দাদা চাহিলে জেঠামহাশয়ের নিকট যেরূপ টাকা পাইবেন, আমি চাহিলে ও সেইরূপ টাকা পাইব। আমি রীতিমত রসিদ দিয়া এক শত টাকা লইলাম।

একশত টাকার মধ্যে ২০৲ টাকা মাধব ঠাকুরদাকে দিলাম। ৩০৲ টাকা আড়ায় ঠাকুরদাদার দ্বারা একখানা নৌকা ভাড়া করাইলাম। আমার শ্বশুর বাড়ী যাইবার জন্য শুভদিন স্থির হইল। চন্দ্রনাথ জেঠামহাশয় নৌকায় সর্ব্ব প্রকার আহারীয় দ্রব্য, এক প্রস্ত শয্যা ও কিছু থালা, ঘটি, বাটী, সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তিনি আরও কৈবর্ত্ত জাতীয় শিবে পাইক কে আমার নৌকায় দিলেন। শিবে বন্দুক চালাইতে, লাঠী খেলিতে ও তরবারী লইয়া যুদ্ধ করিতে জানিত। আমি শুভদিনে শ্বশুর বাটীতে যাত্রা করিলাম। আন্তরিক স্নেহবশে হউক, আর মৌখিক হউক, গ্রামের অনেক লোক আমার জন্য কাঁদিলেন, এবং আমিও তাহাদের জন্য কাঁদিলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমার শ্বশুর বাড়ী।

আমার শ্বাশুড়ী একখানা লক্ষ্মী প্রতিমা। তিনি মধ্যমাকৃতি, ক্ষীণদেহ গৌরবর্ণা, ধীর, স্থির ও সরল প্রকৃতির হাস্যময়ী মূর্ত্তি। তাঁহার বয়ক্রম ৪৫ বৎসের উপর নহে। তাহার সীমন্তের বাম পার্শ্বের একটী চুল পাকিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বের একটী চুল ও পাকে নাই। তিনি তাহার পিতৃগ্রামে আমার পিতার দত্ত বাটীতে বাস করেন বটে কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার মস্তক অবগুণ্ঠনাবৃত থাকে। তাঁহার বাড়ী, ঘর, পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন। তাঁহার ফলের বৃক্ষশ্রেণী সরল রেখা ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ ও সতেজ। তাঁহার পুষ্পোদ্যানের তরু লতা সকল সুরুচির পরিচায়ক। তিনি একা এক বাটীতে বাস করেন। গ্রামের নেধর মাঁ, বৃদ্ধা কায়স্থকন্যা তাঁহার রজনীর সহচরী। তিনি নেধর মাকে রাত্রের আহার ও তাহার বার্ষিক পরিধেয় বস্ত্র দান করেন। আমার শ্বাশুড়ী ধর্ম্মশালা ও পূজাহ্নিকে তৎপরা।

আমরা তৃতীয় পহর বেলার সময় শ্বশুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী মাধ্যাহ্নিক ভোজন সমাপন করিয়া, একা একা বসিয়া টিপে সূতা কাটিতেছেন। আমরা রওনা হওয়ার দিনে শ্বাশুড়ীকে এক খানা পত্র দিয়াছিলাম। মাধব ঠাকুরদাদা শাশুড়ীর নিকট যাইয়া বলিলেন—"মা তোমার পুত্রবধূ লইয়া আসিয়াছি। আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী, পরম আদরে আমাকে নৌকা হইতে অবতরণ করাইলেন। আমাদিগকে পরম যত্নে আহার করাইলেন। মাধব ঠাকুরদাদা ও শিবে পাইক এক বেলা থাকিয়া, তাহারা নৌকা পথে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

আমি শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকটে আসিয়াই দাদাকে এক খানা পত্র লিখিলাম। দাদাকে আমি এইমাত্র লিখিয়াছিলাম যে, আমি কোন স্থানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট আসিয়াছি। এই কথায়ই দাদা সকল বুঝিয়া ফেলিলেন। তিনি প্রত্যোত্তরে লিখিলেন যে, আমি শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট আসিয়া ভালই করিয়াছি। তিনি আরও লিখিলেন—আমার অভাব, অনাটন হইলেই তিনি টাকা পাঠাইয়া সাহায্য করিবেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, দাদা বুঝি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু তাঁহার পত্র পাইয়া বুঝিলাম, তিনি কিছু মাত্র আমার পর অসন্তুষ্ট হন নাই।

আমি শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট আসিয়া বুঝিলাম, আপন ও পরে কত প্রভেদ। আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী এক খানি সরলতার প্রতিমা। তিনি স্নেহময়া দেবী। তাঁহার অবস্থা অতি সচ্ছল না হইলেও অভাব অনাটন কিছু ছিল না। তাঁহার যেমন আয়, তেমন ব্যয়। তাঁহার বাগানে তরকারী, মাঠে ধান, গাভীতে দুগ্ধ, তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত শাক, পাতা প্রভৃতিতেই তাঁহার সামান্য ব্যয় সঙ্কুলান হইত। তিনি টাকার যে সামান্য সুদ পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার বস্ত্র, লবন, তৈল, মৎস্য প্রভৃতি ক্রয় করিয়া অর্থের অনাটন হইত না। এক্ষণে আমি বুঝিলাম, পিতা মাতা কি দুর্ল্লভ বস্তু। আপনার জন কি অমূল্য ধন। মাতার স্নেহে কুটিলতা নাই, শাসন আছে, শিক্ষা আছে ও আপনার জন বলিয়া বিশেষ আবদার আছে। শ্বাশুড়ীর ভালবাসায় শিক্ষা থাকিলেও সে অতি কোমল ভবে শিক্ষা। আমার ব্যবহারে শ্বাশুড়ীর নিকটে শাসনের প্রয়োজনই হইত না। অভ্যাস বশতঃ মাতার সোহাগ, আদর ও যত্ন অননুভবনায়, নূতন বলিয়া শ্বাশুড়ীর সোহাগ, আদর ও যত্ন বিলক্ষণ অনুভবনীয়। মাতা, আপনার কন্যা আপনার ভাবিয়াই যতটুকু যত্ন

আদর করা তাহা করিয়া থাকেন। শ্বাশুড়ী পরের মেয়েকে আপনার করিবার জন্য এত যত্ন, আদর ও ভালবাসা দেখান যে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া শ্বাশুড়ীর প্রতি মাতৃস্নেহ করিতে হয়। সকল শ্বাশুড়ী সমান কিনা জানি না, আমার শ্বাশুড়ীর মুখে সর্ব্বদা হাসি, তাহার কথায় সর্ব্বদা ধর্ম্মভাব, তাঁহার উপদেশ ভক্তি ও প্রীতি এবং তাঁহার ব্যবহারে সরলতা ও উদারতা। তাঁহার পুত্র নিরুদ্দেশ, স্বামী তাহার নিকট হইতে বহুদূরে থাকেন, অথচ তিনি কিছু মাত্র অপ্রসন্ন নহেন। তিনি সর্ব্বদাই কথায় কথায় বলিতেন—"আমার যদি দেব, দ্বিজে ভক্তি থাকে, আমি যদি কায়মনে পতি সেবা করিয়া থাকি, তবে আমার পুত্র যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকুক, সে নিশ্চয় একজন বড় লোক হইবে এবং এক দিন না একদিন আমার নিকটে আসিবে।" তিনি আরও বলিতেন—"পতি নিকটে থাকাও যে দূরে থাকাও সেই। যাঁহার মনে পতিভক্তি আছে এবং যে দেবতা জ্ঞানে পতিকে পূজা করে, তাহার পতি ত সর্ব্বদাই তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তাহার পতি কিরূপে দূরে থাকিবেন।

একদিন শ্বাশুড়ী টিপে সূতা কাটিতেছেন এবং আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া নেধর মার একটা মশারী সেলাই করিতেছি। আমাদের উভয়ের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের কত কথা হইতেছে। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছেন। আমি তাঁহার মধুর বাক্যে হাসি হাসি মুখে তাঁহার কথার উত্তর দিতেছি। তিনি যেন স্নেহ আদর ও সোহাগে গলিয়া আমার থুথু ধরিয়া মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন—"মা, আমার আনন্দ প্রতিমা। তোমার কপালে কখনও দুঃখ ক্লেশ হ'তে পারে না। তুমি অচিরে পতির সহিত মিলিত হইয়া পরম সৌভাগ্যবতী হইবে। তোমার দুঃখের রাত্রি প্রভাত প্রায়। প্রভাতি তারা উঠি

যাছে—সুখসূর্য্য উদয় হয় হয়।" আমি তাঁহার কথায় উত্তর করিলাম, প্রভাতি শুক তারা উঠেছে এবং প্রভাতি মলয়ানিলেও শরীর শীতল হ'চ্ছে। মা, তোমার মত শ্বাশুড়ী যার, তাহার পক্ষে এই মর্ত্যধামই স্বর্গ।

আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আর কথা বলিলেন না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরের আগমন।

আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথমে তাঁহার গাভী গৃহ হইতে বহির্গত করিতেন ও পরে তাহার ঘাস খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তৎপরে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃস্নান করিয়া পুষ্পচয়ন করিতেন। অনন্তর তিনি রুদ্ধদ্বার গৃহে উপবেশন পূর্ব্বক ধূপ, দীপ ও নৈবিদ্যাদি উপচারে নানা দেবদেবী ও শ্বশুর ঠাকুরের পাদুকা দুইখানা পূজা করিতেন। তিনি অনেক্ষণ বসিয়া জপ তপ করিতেন। আমি শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর সঙ্গে সঙ্গে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াও কার্য্য করিবার সুবিধা পাইতাম না। তিনি বলিতেন—"আমাদের সামান্য কায, তুমি আর ইহার কি করিবে।" আমি শ্বশুর বাড়ী আসিয়া একটী বাগান করিয়াছিলাম। তাহাতে ফুল, ফল, তরকারী প্রভৃতির গাছ ছিল। আমি আমার বাগানের কার্য্য করিতাম ও শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে পূজার্চ্চনা ধরিলাম। আমরা উভয়ে একসঙ্গে প্রাতঃস্নান করিতাম। আমি শ্বাশুড়ীর নিকট নানা দেব দেবীর পূজার্চ্চনা শিখিয়াছিলাম।

শাক, তরকারী কর্ত্তন ও রন্ধন লইয়া শ্বাশুড়ীর সহিত বড় কলহ হইত। আমার ইচ্ছা আমিই রন্ধন করিব, শ্বাশুড়ীর ইচ্ছা আমাকে তিনি কিছুতে রন্ধন করিতে দিবেন না। তিনি বলিতেন—"এ গরীবের ঘরের সামান্য রন্ধন আমিই করিব; যখন বড় ঘরের বড় গিন্নী হ'বে, তখন তুমি রন্ধন করিও। আমি বলিতাম দেবীর আশীর্ব্বাদ কখন ব্যর্থ হয় না। নদীতে ক্ষুদ্র তরণী চালাইতে না পারিলে কি জলধি মধ্যে অর্ণবযানের কর্ণধার হওয়া যায়? এ কথায় আমরা উভয়েই হাসিতাম।

অপরাহ্ণে আমরা শিল্প কর্ম্ম করিতাম। রাত্রি এক প্রহর মধ্যে আমরা নৈশ ভোজন সমাপন করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠ করিতাম। কখন কখন নেধর মার সঙ্গে ঝগড়া করিতাম। নেধর মা ঘুমাইয়া পড়ে, তাই ঝগড়া করিবার প্রয়োজন হইত। কখন নেধর মা বলিত—ভীষ্ম, অর্জ্জুন অপেক্ষা বড় বীর। আমি বা শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহার প্রতিবাদ করিতাম। যখন কথা হইত অভিমন্যু ও ঘটোৎকচের মধ্যে বড় কে; নেধর মা অভিমন্যুকে বড় করিত ও আমরা ঘটোৎকচকে বড় করিতাম। রামায়ণ পাঠকালে আমরা ইন্দ্রজিৎ কে লক্ষ্মণ অপেক্ষা বড় বীর বলিলে নেধর মা একেবারে মারিতে উঠিত। ভরতকে লক্ষ্মণ অপেক্ষা ভ্রাতৃ-বৎসল বলিলে নেধর মা আমাকে চড় চাপড় মারিয়াই বসিত এবং গালি বর্ষণ করিয়া কৈকেয়ী ও মন্থরার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিত। সতী, সীতা ও সাবিত্রীর মধ্যে নেধর মার মতে সাবিত্রী বড় সতী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে নেধর মার মতে শিব পাগল, ব্রহ্মা অকর্ম্মা, বিষ্ণুই কিছু কাজের লোক। নেধর মা কংশ, দুর্য্যোধন, রাবণ প্রভৃতিকে আটকুরীর পুত ভিন্ন বলিত না।

একদিন প্রায় এক প্রহর বেলার সময় হাসিতে হাসিতে আমার

শাশুড়ী ঠাকুরাণী আহ্নিকের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"মা তোমায় বুড়া শ্বশুর আজ বা কা'ল আস্‌বেন।" আমি বিদ্রূপ করিয়া বলিলাম—ঠাকুরের দৈববাণী হ'ল নাকি?

মা, গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন:—দৈববাণী নয়, দৈব চিহ্ন। অঞ্জলির ফুল গড়িয়ে আসিয়ে আমার হাতে পড়েছে।"

আমি।—এ আপনার মনের ভুল। আপনা আপনি ফুল গড়িয়ে পড়েছে, আপনি মনে কচ্ছেন শ্বশুর আস্‌বেন।

মা। তুমি ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন মায়ের সন্তান। তুমি মা এসব বুঝ্‌বে না। শুনিতে পাই তোমার মা কৌলীন্য প্রথা লাথিয়ে ভাঙ্‌তে চান, বিধবা গুলাকে এক রাত্রি মধ্যে বিবাহ দিয়ে ফেল্‌তে চান; বাল্য বিবাহ উঠাতে চান। মেয়ে মানুষকে পুরুষের মত সর্ব্বত্র চলাচল করাতে চান, মেয়ে গুলাকে পুরুষের মত শিক্ষা দিতে চান। সমাজকে সমুদ্র মন্থনের মত মন্থন ক'রে বিষ উঠয়ে ফেলে পরে অমৃত উঠতে চান। কথা মন্দ নয় মা! কিন্তু সমাজ সাগর মথ্‌লে যে বিষ উঠবে, তাহা কোন মৃত্যুঞ্জয় পান কর্‌বে? ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী মহাপুরুষ এই বিষ সকল টুকু পান করে উঠ্‌তে পারেন নাই, অন্য পরে কা কথা।

অনন্তর আমরা সে দিনের গৃহকর্ম্ম সারিলাম। মধ্যাহ্নের স্নানাহার সারিলাম। আমার শাশুড়ী প্রতিবাসীর বাটী হইতে তুলা ধোনার ধনুক আনিতে গেলেন। আমি আমাদের ক্ষুদ্র অট্টালিকার বারান্দায় বসিয়া অল্প একটু তুলা পিঁজিতে বাকি ছিল, তাহা পিঁজিতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাম বোগলে একটী ব্যাগ ও ডান হাতে একটী ঘটী করিয়া ব্যস্ত ভাবে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"দলা বৌ, দলা বৌ, জল, জল, আমার প্যাটের পীড়্যা।"

আমি অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার ব্যাগ ধরিলাম। এক ঘটী জল দিলাম। ব্রাহ্মণ ব্যস্ত ভাবে নিকটে নিভৃতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের বস্ত্র নষ্ট হইল। আমি ব্রাহ্মণের পা ধোয়াইয়া, অপর পরিধানের বস্ত্র ও পদ প্রক্ষালণের জল দিয়া তাঁহার নষ্ট বস্ত্র ধৌত ও স্নান করিতে গমন করিলাম। ব্রাহ্মণ পা ধুইয়া স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে আমি বস্ত্র ধৌত করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন—"একটু তামাকু খাওয়াইতে পারুনি মা?

যদিও আমাদের বাটীতে ধূম পান করিবার কোন লোক ছিল না, তথাপি আমার শ্বাশুড়ী গৃহে হুকা ও কল্‌কে রাখিতেন। আমি তামাক সাজিয়া দিলেম। ব্রাহ্মণ পান করিতে করিতে বলিলেন—"তুমি কে মা? তোমার পরিচয় জান্‌বার পারিনি মা? দলা বৌ কনে গিয়েছে?" আমি কোন উত্তর করিলাম না! আমি আগন্তুক ব্রাহ্মণকে সামান্য একটু জলযোগের আয়োজন করিয়া দিলেম এবং তাঁহাকে দেখাইয়া তণ্ডুলাদি লইয়া আমি রন্ধন করিতে গেলেম। রন্ধনের আয়োজন তাঁহাকে দেখানর উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার আহার হইয়া থাকলে তিনি রন্ধন নিষেধ করিবেন। আমাকে রন্ধন করিতে যাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"যাও মা, শীঘ্র রাঁদো। বড় খিন্তা, প্যাটে কিছু সয় না। পুরান চালের ভাত ও একটু শুরা মাছের ঝোল।"

আমি রন্ধন করিতে গিয়াছি, ইতিমধ্যে আমার শাশুড়ী গৃহে আসিলেন। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদ বন্দনা করিলেন। তিনি তাল বৃন্ত আনিয়া ধূম পানকারী ব্রাহ্মণকে বাতাস দিতে লাগিলেন এবং ব্যঞ্জন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত কাবু কেন?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আজ আড়াই মাস প্যাটের পীর্‌য়া। কিছু খাইবার

পারিনে। ঔষধেও কিছু অইতেছেনা ; তাই তোমার কাছে আলোম, তুমি নি কিছু কর্‌বার পার।

মা। তা ভয় কি, দশ পাঁচ দিন একটু যত্ন কর্‌লে ও ঠাট্‌কি নাট্‌কি ঔষধ কর্‌লেই সেরে যাবে।

বৃদ্ধ। আমারও ত সেই বিশ্বাস। ঐ সুন্দর মায়েটী কে দলা বৌ ?

মা। আমার বৌমা।

বৃদ্ধ। রাজু'র স্ত্রী ? য়্যাঁ য়্যাঁ রাজুর স্ত্রী ? এই বলিয়া বৃদ্ধ পরম উৎসাহে রন্ধনশালার বারান্দায় আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন—"আমি মা, তোমার হতভাগা বুর‍্যা শ্বশুর। আমার সঙ্গে কথা কইবিনি মা ?"

আমি আর সেদিন শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলিলাম না। অল্প সময়ের মধ্যে আমি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলাম। শ্বশুর আহার করিয়া আমার পাকের কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পর দিন শ্বাশুড়ীর অনুমতি ক্রমে আমি শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলিলাম।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

শুশ্রূষা।

শ্বশুর আমার মন্দলোক নহেন। তিনি সাধারণ কুলীন ব্রাহ্মণের মত গণ্ড মূর্খ নহেন। তিনি পারশ্য ভাষায় পরম পণ্ডিত এবং বাঙ্গালা, ইংরাজিও জানেন। তাঁহার চারি বিবাহ হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার দুই স্ত্রী জীবিত আছেন। তিনি কুলীন হইলেও স্ত্রীগণের প্রতি নিষ্ঠুর নহেন। তাঁহার প্রকৃতি কিছু অলস ও ভ্রমসঙ্কুল। তিনি যে স্থানে থাকেন, সেস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে বড় ইচ্ছা করেন না। তিনি

হইয়া সেবা করিতেন। তাঁহার সেবার ভার অন্যকে লইতে দিতেন না। আমার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাই আমি শ্বশুরের কেবল ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করিতে পারিতাম। পীড়া বাড়িলে শ্বাশুড়ী ভাল কবিরাজ আনিলেন। স্বহস্তে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। ছায়ার ন্যায় পতি পার্শ্বে থাকিয়া কখন ব্যজন, কখন হস্ত পদ মর্দ্দন, কখন সর্ব্বাঙ্গে হস্ত সঞ্চালন. কখন মক্ষিকা ও মশকাদি বিতাড়ন ও কখন বা পুরাণ কাব্যের কথায় শ্বশুরের মন প্রফুল্ল করণ ইত্যাদি কার্য্যে তিনি দিবারাত্রি ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার স্নান, আহ্নিক, পূজার্চ্চনা একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। পিতৃ সর্পদংশন আকস্মিক বিপদে মাতা আত্মহারা হইয়াছিলেন. শ্বাশুড়ীর আত্মা যেন সজ্ঞানে, স্বভাবে শ্বশুরের আত্মার সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতেছিল। শ্বশুরের ক্লেশে শ্বাশুড়ীর ক্লেশ। শ্বশুরের হাসিতে শ্বাশুড়ীর হাসি। শ্বশুরের আহারের তৃপ্তিতে, শ্বাশুড়ীর আহারের তৃপ্তি। শ্বশুরের ব্যাধির উপশমে যেন শ্বাশুড়ীর ব্যাধির উপশম। শ্বশুরের নিদ্রায় যেন শ্বাশুড়ীর নিদ্রা। শ্বশুরের জাগরণে যেন শ্বাশুড়ীর জাগরণ। শ্বশুরের উৎসাহে, উদ্যমে ও প্রফুল্লতায় যেন শ্বাশুড়ীর উদ্যম, উৎসাহ ও প্রফুল্লতা। এরূপ বৃদ্ধ দম্পতির এক মন এক প্রাণ ভাব আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমি এ ভাব দেখিয়া বড় সুখী হইতাম কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতাম এ ভাব অনুকরণীয় নহে। আমি এ ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতাম, কিন্তু ভাবিতাম নিঃস্বার্থ ভালবাসার দৃষ্টান্ত জগতে আছে। আমি এ ভাব দেখিয়া শিবসতীর কথা ভাবিতাম কিন্তু সতীর প্রাণত্যাগে এভাব তদপেক্ষা উচ্চতর ভাব মনে মনে করিতাম। আমি শ্বাশুড়ীকে মানবী মনে না করিয়া দেবী মনে করিতাম এবং শ্বশুরকে মানব মনে না করিয়া এক ভাগ্যবান দেবতা মনে করিতাম। অল্পবুদ্ধি নেধর মা আসিয়া শ্বাশুড়ীকে বিদ্রূপ করিত এবং গ্রামের অনেক কন্যা বধূ ও

শাশুড়ীকে উপহাস করিতে ছাড়িত না। স্বার্থমুগ্ধ নারিগণ বলিয়াই ফেলিতেন—"কি লোভে, কি স্বার্থে এত করিয়া মরিতেছেন।" আমি তাঁহাদিগকে বলিতাম—শাশুড়ীর আমার পুণ্যের ও স্বর্গ লাভের লোভ। প্রকৃত ভালবাসা ও ভক্তি, স্বার্থ হইতে অনেক উপরে। তাহাদিগকে স্বার্থের সহিত এক সমতল ক্ষেত্রে স্থান দিও না। স্বার্থের শুশ্রূষা যত্ন অস্থায়ী। ভক্তি ভালবাসার শুশ্রূষা স্থায়ী। সকাম ও নিষ্কাম দুই ধর্ম্ম আছে। আমার শাশুড়ীর ধর্ম্মব্রত নিষ্কাম। এ ব্রত সাধারণ ব্রতাপেক্ষা উচ্চতম ব্রত। এ সংযম সাধারণ সংযম অপেক্ষা উচ্চতর সংযম। এ শিক্ষা পুস্তকের শিক্ষা নহে; ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত শিক্ষা। এ শিক্ষা অনুকরণীয় নহে, ধর্ম্ম চর্চ্চায় উৎপন্ন করিবার যোগ্য। যে ধর্ম্মচর্চ্চায় এ শিক্ষা উৎপন্ন হয়, সে কঠোরতর ধর্ম্ম। সতীর পতির পীড়া ক'দিন থাকে? এক মাসের মধ্যে শ্বশুর আমার ব্যাধিমুক্ত হইলেন এবং শাশুড়ী ও আমার শ্বশুরের প্রাণভরা সেবা করিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইলেন। শ্বশুর সংসারের কার্য্যে আমাদের সহিত যোগ দিলেন। শ্বশুর আমার উদ্যানের বৃক্ষগুলিকে নিড়াইয়া, খোচাইয়া ভাল করিয়া দিলেন। শাশুড়ীর বাগান পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। আমি এক নূতন ভাব দেখিতে লাগিলাম। শ্বশুর কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে শাশুড়ী ব্যাকুল হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেন। শ্বশুরকে কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা পাইতেন। শ্বশুর বলিতেন—একেবারে হাত, পা কোলে করিয়া কি বসে থাকা যায়? একটু ব্যায়াম চাই।

শাশুড়ী বলিতেন—কেবল যেম থেকে উঠেছ, রৌদ্র লাগলে আবার পীড়া হ'বে। দুদিনের জন্য থাক্‌বে, তার এত খাটাখাটি কি?

শ্বশুর। দুদিনের জন্য থাক্‌ব কি বার মাস থাক্‌ব, তা তুমি কিসে জান?

শাশুড়ী। বারমাস থাক সে ত আমার পরম সৌভাগ্য আমার কি তত সৌভাগ্য হবে ?

শ্বশুর সমবয়স্ক দিগের সহিত তাস, পাসা, দাবা প্রভৃতি খেলা ধরিলেন, তিনি যুবক দলের মহাসমিতিতে যোগ দিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, শ্বশুরের সমাজ সংস্কারের মত ও আমার মাতার মত ঠিক একরূপ। তিনি ও মাতার ন্যায় সংস্কারের কথায় কিছু বাধা পাইলে, ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইতেন। তিনি যুবক দলের সভাসমিতিতে হিন্দি ও বাঙ্গালায়—বক্তৃতা করিতেন এবং অল্প দিনের মধ্যে সকল যুবককে তাহার মতাবলম্বী করিয়া ফেলিলেন। যুবক দল সর্ব্বদা তাঁহার নিকট—আসা যাওয়া করিতে লাগিল। পরিণতবয়স্ক সংসারে বিরোধী পুরুষগণ শ্বশুরের সহিত তর্ক করিতে সাহস করিলেন না। তিনি যাহার সহিত যে তর্ক করিতেন, তাহাকেই তিনি বাক্ যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেন।

শ্বশুরের শরীর বেশ সুস্থ ও সবল হইল। আমার প্রথমা শাশুড়ীর এক পুত্র আসিল। শ্বশুর বাটী যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। শাশুড়ী বিনা বাক্য ব্যয়ে কিছু টাকা কড়ি দিয়া শ্বশুরকে বাটী পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার কালে শাশুড়ী বলিলেন—ফাল্গুন মাসে অবশ্য অবশ্য আসিও, এবার তোমার সহিত আমি তীর্থে যাইব।

শ্বশুর শাশুড়ীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাড়ী গমন করিলেন। সে বৎসরের ফাল্গুন মাস আসিল। শ্বশুরের নিকট ২০্ টাকা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ পত্র লেখা হইল। শ্বশুর নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিবেন বলিয়া উত্তর দিলেন, কিন্তু আসিলেন না। আমরা গ্রামের অন্যান্য লোকের সহিত তীর্থ যাত্রা করিলাম। শ্বশুর নির্দ্দিষ্ট দিনে না আসায় শাশুড়ী কিছু চিন্তাকুল হইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কুলীন পুত্রের আত্মকাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রেলপথে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের একখানা দ্রুতগামী ট্রেণ পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। একখানা মধ্য শ্রেণীর গাড়ীতে একটী ১৬ কি ১৭ বৎসর বয়স্ক একটী বালক বৃহৎ ব্যাগ নিকটে রাখিয়া বেঞ্চোপরি বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে আর একখানা বেঞ্চে একটী পক্ক কেশ প্রবীণ পুরুষ এতক্ষণ ধূমপান করিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে বালকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কাহার মুখে কোন কথা নাই। প্রবীণ পুরুষ বালকের আপাদ মস্তক বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—বালক তুমি কোথায় যাইবে? বালক বিনীতভাবে উত্তর করিল—আমি রাজমহালে যাইব।

প্র; পুঃ। ভালই হইল; আমিও রাজমহালে যাইব। রাজমহালে তোমার কে আছেন?

বালক। রাজমহালে আমার কেহ নাই, রাজমহল দেখিতে যাইব।

প্র; পুঃ। তোমার কাপড় হরিদ্রা রঙ্গে রঞ্জিত কেন?

বালক। বিবাহে বরযাত্র গিয়েছিলাম।

প্র; পুঃ। নাহে বাপু, তোমার গায়ে বেশ হরিদ্রার চিহ্ন আছে, হয় তুমি বে করে কোথায় যাচ্ছ, অথবা বিবাহের ভয়ে পলাচ্ছ। তুমি যে পালিয়ে যাচ্ছ, তা আমি পূর্ব্বেই বুঝেছি। তোমার দৃষ্টি চঞ্চল, তোমার

মন চিন্তাকুল এবং ধীরত্বের মধ্যেও ব্যস্ততা। তোমার বাড়ী কোথায় বাবা? তোমার নাম কি?

বালক। আপনার অনুমান কতকটা সত্য, আমার নাম ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিবাস জিরেট বলাগড়্।

প্র, পু। জিরেট বলাগড়ের কালী মুখুয্যে, কেশব বাড়ুয্যে, হারাণ গাঙ্গুলি, দক্ষিণারঞ্জণ চাটুয্যেকে চেন?

বালক। আজ্ঞে, হাঁ চিনি।

প্রবীণ পুরুষ আরও অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন এবং বুঝিলেন—বালকের বাড়ী জিরেট বলাগড়ে হউক বা না হউক, বালক তথাকার অনেক সংবাদ রাখে। তখন বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বিবাহের হলদি গায়ে দিয়ে পলাচ্ছ কেন?

বালক। মহাশয়, সে অনেক কথা।

প্র, পু। হউক সে অনেক কথা, আমাদেরই বা কায কি আছে; কথায় কথায়ই যাওয়া যাবে।

বৃদ্ধ আবার তামাকু সাজিয়া লইয়া বসিলেন। বালক নম্রভাবে বলিতে লাগিল—মহাশয়, আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, বারে বারে অনুরোধ করিতেছেন সুতরাং আমার কথা আপনাকে কিছু বলিতে হইতেছে। সে দুঃখময় কথা শুনিয়া আপনি সুখী হইবেন না। আমি কুলীনের ছেলে। মাতুল অন্নে প্রতিপালিত। মাতুলগণ বিশেষ অযত্ন করেন নাই সত্য, কিন্তু শৈশব হইতে মাতুলানিগণের তাচ্ছল্য, অনাদর, কটূক্তি ও কুব্যবহারে বড় মনকষ্ট পাইয়াছি। আমার লক্ষ্মীরূপা মাতার চক্ষুজল দেখিয়া অনেক সময়ে কান্দিয়াছি। বাল্যকালে একটু জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেরূপে পারি কিছু লেখাপড়া শিখিয়া মাতার দুঃখ দূর করিব। পিতা মূর্খ বা উপার্জ্জন বিহীন লোক নহেন,

অথচ অভ্যাস দোষে তিনি মাতাকে কখন একটী কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করেন না। পিতা মুক্তহস্ত পুরুষ; অর্থ তাঁহার হাতে টিকে না। তিনি যেখানে থাকুন, যত আয় করুন তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়া পড়ে। এ কারণেও তিনি মাতাকে সাহায্য করিতে পারেন না। শৈশবে ও বাল্যে অশন, বসন, শয়ন ও গমন প্রভৃতিতে মনঃপীড়া পাইতে পাইতে শিক্ষার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। আমি হুগ্‌লিতে কোন এক বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী ভদ্রলোকের বাসায় থাকিয়া হুগ্‌লি কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতাম। তাঁহার দুইটী পুত্রকে আমার পড়াইতে হইত। তিনি আমার বাসা খরচ ও পাঠের সকল ব্যয় দিতেন। এবার আমি এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়ি এবং স্কুলের শিক্ষকেরাও আমার ফল একটু ভাল হইবে আশা করেন। ভদ্রলোকের আমাকে পড়ানের আর কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল। তাহার একটী চৌদ্দবৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা আছে। তাঁহার ইচ্ছা আমার সহিত কন্যাটীর বিবাহ দেন। তাঁহার ইচ্ছা প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া যায়, নতুবা পরে আমি তাঁহার হাতছাড়া হইতে পারি। আমার ইচ্ছা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার ইচ্ছা নয় যে এখন বিবাহ হয়। ভদ্রলোক বলপূর্ব্বক আমার গায়ে হরিদ্রা দেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন কতকটা জোর জুলুম ও কতকটা অনুনয় বিনয় করিলেই কার্য্যটা হইয়া যাইবে। তিনি আমাকে কতকটা নজরবন্দী মতই রাখিয়াছিলেন। কল্য বৈকালে তথা হইতে পালাইয়া নিকটের কোন ষ্টেসনে নামিয়া এক গ্রামে ছিলাম। আজ আবার সেই গ্রাম হইতে ৯টার ট্রেন ধরিয়াছি এবং আপাতত রাজমহাল যাইতেছি। বৃদ্ধ কহিলেন—কুলীনের ছেলে চুরি করে বিবাহ দেওয়া অনেকদিন হ'তে আছে। এরূপ বিবাহ সর্ব্বনাশের মূল। ইহাতে বিবাহের উদ্দেশ্য সফল হয় না কেবল

কন্যার ...বুড় নাম ঘুচে মাত্র। কেন সে ভদ্রলোক ... চেষ্টা কচ্চে... ...ন। আজ কা'ল যেরূপ দিন কাল পড়েছে, ... ছেলে-দের ... করতে না শিখ্‌লে আর বিবাহ করা উচিত ... চল বাবা, ... আমার সঙ্গে চল; রাজ মহালে আমার একটী ... যাছেন সেখা... দিন বেশ থাকা যাবে এখন। রাজমহা... দেশাই আমা... ...নেক কীর্ত্তি আছে। রাজমহাল অতি সুন্দর ... উত্তরে গঙ্গা, ... পুরাতন দালান কোঠা আছে।

... দ্রলোকের কথায় প্রীত হইয়া, তাঁহার সহিত ... মহালে গমন ... ম। তাঁহার বন্ধু একজন বড় উকীল। তিনি ... দগকে খুব স... গ্রহণ করিলেন। আমি উকীল বাবুর সহিত ... লিতে বলিতে ... সঙ্গের প্রবীণ পুরুষ কোথা হইতে ... ডাইয়া আসি... রাত্রে আহারান্তে আমি ও সেই প্রবীণ পুরুষ ... গৃহে শয়ন ... ম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এস্থলেও বিপদ।

র... ত আহার কালে আমার সঙ্গী সেই প্রবীণ পুরুষের মুখাৎ উকী... ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে আমার পলায়নের ... রণ ও বিবাহ কথা প্রভৃতি সকলই শুনিলেন। সে রাত্রে কেহ ... আমাকে কিছু ... লেন না। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সারাদিন ... বাবু ও তাঁ... পরিবারস্থ সকল নরনারী আমি যাহাতে বিবাহ ক..., সেই বিষয়ে ... কত কথা বলিতে লাগিলেন। সেই ভদ্রলোক কথা আমার

সঙ্গ ছাড়িলেন না। বৈকালে আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ভদ্রলোক কয়েকস্থানে বেড়াইয়া আসিলেম। আমি রাজমহালের প্রাচীন কীর্ত্তির কথা শুনিয়া ও কয়েকটী প্রাচীন অট্টালিকা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথনে বুঝিলাম তিনি বেশ-পণ্ডিত লোক। কথোপকথনে বোধ হইল তিনি পেনসান প্রাপ্ত কোন সরকারী কর্ম্মচারী হইবেন। কালের সর্ব্ববিধ্বংসিনী শক্তি বিষয়ে তিনি কত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন—মুসলমানের রাজধানী দিল্লী ও আগরার পূর্ব্ব কীর্ত্তিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে মুসলমান সময়ের বঙ্গের রাজধানী টাণ্ডা, আগরার, বানিজোর ও রাজমহালের এখন ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। গৌড় একেবারে নষ্ট হইয়াছে। মুর্শিদা-বাদও অচিরকাল মধ্যে ধ্বংশ হইবে। জাহাঙ্গিরাবাদ বা ঢাকা সহরেরও প্রাচীন কীর্ত্তি প্রায় নাই। সন্ধ্যাকালে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

কি আতঙ্ক! কি ভয়! এস্থানেও ত আমার বিপদ কাটিল না। আমরা যে ট্রেণে রাজমহালে আসিয়াছিলাম, সেই ট্রেণে হুগলির সেই বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গী প্রবীণ পুরুষ তাঁহারই লোক। আমি উকীল বাবুর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি যে বেড়াইতে বাহির হইয়া-ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য হুগলীর ভদ্রলোকের নিকট টেলিগ্রাম করা। আমার সংকল্প উপস্থিত হইল। পলাই কোথা? কি উপায় করি? আমাকে তাঁহারা ধরিয়া লইয়া বলপূর্ব্বক বিবাহ দিতে পারেন। আমাকে কোন অপরাধী বলিয়া পুলিশের সাহায্যে ধরিয়া লইতে পারেন। আমি নিঃসহায় বালক। রাজমহালে আমার পরিচিত লোক মাত্র নাই। স্থানীয় লোকের ভাষা হিন্দী। তাহাদের সহানুভূতি পাইবার কোন

আশা নাই। আমি ভাবিলাম আমার সর্ব্বনাশ হইল। আমি বিপদ তরঙ্গে পড়িলাম।

রজনীর আহারের পূর্ব্বে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে কোন কথা বলিলেন না, আহারান্তে বৈঠকখানার গৃহে আসিয়া তিনি আমার হাত দুইখানি ধরিয়া চক্ষুজল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—তুমি আমার জাতি মারিও না। একদিন না একদিন তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। তোমার প্রাপ্য সম্বন্ধে আমি কোন ক্ষতি করিব না। তুমি যত দিন পড়িবে, যে বিভাগে যাইবে—উকীল হও, ডাক্তার হও, ইঞ্জিনিয়ার হও আমি তোমার পাঠের ব্যয় দিব। আমি তোমার পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিয়াছি। আমি তোমাকে পুত্রস্থানীয় জামাতা করিয়া পরম সুখী হইব। তুমি বয়সের দোষে, বুদ্ধির অল্পতায় পালাইয়াছ, তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। এখন আমার কথায় সম্মত

আমি কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। আমি ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে কান্দিলাম। আমরা তিনজনে এক গৃহে শয়ন করিলাম। তাঁহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; আমার নিদ্রা আসিল না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন—আমি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি। রাত্রি টং করিয়া একটা বাজিল। আমি দেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে গঙ্গাতীরে আসিলাম। গঙ্গাবক্ষে অনেক তরণী ছিল; সকল তরণীর মাঝিরাই সুষুপ্ত, এক তরণীর একটী মাঝিকে ধূমপান করিতে দেখিলাম। আমি মাঝিকে বলিলাম—পশ্চিম দিকের ষ্টীমার ষ্টেসনে আমার ভাই পীড়িত; তুমি রাত্রি শেষ না হইতে আমাকে কি সেই ষ্টেসনে লইতে পার?

কর্ণধার কহিল—চারি টাকা পারিশ্রমিক দিলে লইতে পারি।

যদিও আমি শুনিয়াছিলাম রাজ মহাল হইতে তাহার উজান দিকের ষ্টেষণে যাইতে এক টাকার বেশী নৌকা ভাড়া লাগে না, তথাপি আমি গরজ জানাইবার জন্য একেবারে ২৲ টাকা স্বীকার হইলাম। কর্ণধার একটু চিন্তা করিয়া তাহার সঙ্গীদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক বলিল— ইহারা ৩৲ টাকার কমে যাইতে চায় না। ৩৲ টাকা পাইলে এখনই নৌকা ছাড়িব এবং ঠিক প্রাতঃকালে ষ্টেসনে নামাইয়া দিব।

আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। নৌকার ছয়ের মধ্যে যাইয়া বসিলাম। মাঝিগণ নৌকা চালাইয়া দিল। আমি কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন ৮টার সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আমি মাঝিদিগকে ষ্টিমার ষ্টেসনের দূরতা জিজ্ঞাসা করিলাম: তাহারা খুব নিকটে বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিল। ক্রমে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা কাটিয়া গেলে বুঝিলাম ষ্টেসন নিকটে নহে এবং মাঝিগণ রাত্রে বিশেষ যত্নে নৌকা চালায় নাই। বেলা একটার সময় ষ্টিমার ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। মাঝিদিগকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। তথায়—তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া লইলাম। বেলা ৩টার সময় I. G.S N. কোম্পানীর যে ষ্টিমার গোয়ালন্দ হইতে পাট্না সহর পর্য্যন্ত গমন করে, তাহার একখানা ষ্টিমার পাইলাম। আমি একখানা ভাগলপুরের টিকেট কাটিয়া সেই জাহাজে উঠিয়া পড়িলাম। জাহাজ ৪টার সময় ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গার স্রোতের প্রতিকূল দিকে চলিল। তৃতীয় দিন সায়ংকালে ষ্টিমার যাইয়া ভাগলপুরের ষ্টেষনে লাগিল। ষ্টিমার ষ্টেসন হইতে ভাগলপুর সহর অতি নিকটে নহে। ষ্টেসনে গোযান ও এক্কা গাড়ী অনেক থাকে। আমি ষ্টিমার হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম ষ্টেসনে একটী ও বাঙ্গালী ভদ্র লোক নাই। ষ্টিমার হইতেও কোন বাঙ্গালী

ভদ্রলোক তথায় অবতরণ করেন নাই। আমি ।৵০ দিয়া একখানা একা গাড়ী ভাড়া করিয়া ভাগলপুর সহরে যাত্রা করিলাম।

রাত্রি প্রায় ৮টা এমন সময়ে আমি সহরে আসিয়া উপনীত হইলাম। রজনী অন্ধকারময়ী; দূরে দূরে রাস্তার আলোক ভিন্ন আলোকাভাবে সহর অন্ধকারময়। আলোক স্তম্ভ গুলিও একটু দূরে দূরে। আমি একা হইতে রাস্তায় অবতরণ করিয়া ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দেখা পাইলাম না। মনে নানা দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার বিদেশ। কোথায় যাই, কাহার নিকট দাঁড়াই। প্রথমে যে ২।১টী বাঙ্গলা ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল তাঁহাদের সহিত কথা বলিয়া সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না। আমার জানা ছিল বেহার অঞ্চলে বাঙ্গলা ভদ্রলোক বাঙ্গালীকে বড় যত্ন করিয়া থাকেন। প্রথম দুই ভদ্র লোকের সহিত আলাপে আমার সে বিশ্বাস দূর হইল। তাঁহাদের সহিত আলাপে বুঝিলাম বেহারী বাঙ্গালী কথায়ও কাঙ্গাল।

আমি নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া রাস্তার এক প্রান্তে এক আলোক স্তম্ভের নিকটে আমার ব্যাগটী রাখিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। ফাল্গুন মাস, এদেশে এখনও বেশ শীত আছে। আমার বোধ হইল সহর যেন কুজ্ঝাটিকাময়। আর প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আর একটী শান্তমূর্ত্তি চস্‌মাধারী বাঙ্গালী বাবুর সহিত দেখা হইল। ইহাঁর বয়ক্রম ৩৫ বৎসরের কম নহে। ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বাবু, এখানে দাঁড়িয়ে কে?

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম—আমি বাঙ্গালী, বহুদূরে আমার বাড়ী। এস্থানের কোন লোককে আমি চিনি না। এসহরের

কোন বড় লোকের নাম আমি জানি না। কোথায় যাই, এ রাত্রে কোথায় থাকি তাই দাঁড়াইয়া চিন্তা কর্‌ছি।

ভদ্রলোক। তুমি কি জাত?

আমি। ব্রাহ্মণ।

ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে এস।

আমি আর কোন উত্তর করিলাম না। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাসায় চলিয়া গেলেম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠের বন্দোবস্ত।

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাসায় চলিয়া গেলাম। তাহার বাসায় যাইয়া মুখ হাত ধুইয়া জলযোগ করিয়া বসিলাম। তাঁহার বন্ধুবান্ধব পাঁচজন আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে বুঝিলাম, আমি যাঁহার অতিথি হইয়াছি, তিনি কোনও স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় হইবেন। সচরাচর যে প্রকৃতির হেডমাষ্টার মহাশয় আমরা দেখিয়া থাকি, তিনি সে প্রকৃতির হেডমাষ্টার নহেন। অল্প সময়ের কথোপকথনে বুঝিলাম তিনি সরল ও প্রফুল্লচিত্ত। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের নিকট হইতে অনেক উপরে থাকিয়া ভয় ও ভক্তি পাইতে চাহেন না। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের সহিত মিশিয়া স্নেহ ভালবাসা চাহেন। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ইংরাজিতে যে কথা আছে "যে আপনাকে আপনি সাহায্য করে—অর্থাৎ যে আত্মোন্নতি করিতে চেষ্টা করে—ঈশ্বর তাহার সহায় হন।" আমি

এই বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করিতে বসিয়াছি এবং এইবার এই বাক্যের সত্যতা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিব।

রাত্রে আহারের পূর্ব্বে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত আমার আর কোনও কথা হইল না। আহারান্তে মাষ্টার মহাশয় ও আমি এক গৃহে শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া মাষ্টার মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বালক! তুমি কি বড় ক্লান্ত হইয়াছ?

আমি উত্তর করিলাম—না, আমি কিছু মাত্র ক্লান্ত হই নাই। এত সকালেও আমার নিদ্রা যাইবার অভ্যাস নাই।

মা। তুমি বাঙ্গালা ছাড়িয়া এত দূরদেশে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ?

আমি। আমার ভাগ্য বড় মন্দ। আমি হুগলিতে এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়িতাম। আমার পাশের আশাও ভাল ছিল। আমার আশ্রয় দাতা তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। আমি হুগলি হইতে পালাইয়া রাজমহালে আসি। অগ্রে তাহার লোক পরে তিনি আসিয়া আমাকে রাজমহলে আমায় ধরেন। রাজমহাল হইতে আমি পলাইয়া অদ্য এখানে আসিয়াছি। আমি বিবাহ করিব না, তিনি ছাড়িবেন না।

মাষ্টার মহাশয় আমার এই কথায় একটু হাসিলেন। আমি মাষ্টার মহাশয়ের হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন—তোমার ভয় কাটিয়াছে। কাল সেই হুগলির ভদ্রলোক ভাগলপুর হতে বর লয়ে গিয়েছেন। এ বর এণ্ট্রান্স পাশ এবং এখানেই কালেক্টারিতে কাজ করিতেছে।

আমি মাষ্টার মহাশয়ের এই কথায় বড় আনন্দিত হইলাম। আমি উৎসাহে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম এবং বলিলাম "বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমিও রক্ষা পেলাম এবং ভদ্রলোকেরও জাতি রহিল। ভাগল-

পুরে আসিয়াও আমার ভয় কাটে নাই। যে ভদ্রলোক এখান হতে বর নিয়ে গিয়েছেন তার নাম কি ?

মাষ্টার মহাশয় সেই ভদ্রলোকের নাম করিলেন। সেই নাম শুনিয়া আমার সংশয় একেবারে দূর হইল। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া যেন এক মহা বিপদ হইতে উদ্ধার হইলাম। মাষ্টার মহাশয়ও আমার উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া সুখী হইলেন।

মাষ্টার মহাশয় আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি এখানে পড়িতে ইচ্ছা কর ?

আমি—এ স্থানের স্কুল যদি ভাল হয়, আমার যদি থাকার ও স্কুল বেতনের সুবিধা হয়, তবে এখানে পড়িতেও পারি। যেখানেই হউক একখানে পড়িতেই হবে, এখানে হ'লেই ভাল হয়।

মা—আচ্ছা কল্য চেষ্টা দেখা যা'বে।

রাত্রিতে আর কথা হইল না। মাষ্টার মহাশয় ও আমি উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আজ কয়েকদিন পরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইলাম। প্রাতে মাষ্টার মহাশয় ও আমি এক সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিলাম। মুখ হাত ধুইয়া উভয়ে এক স্থলে বসিলাম। মাষ্টার মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—এ স্থানে তোমার কি কোনও পরিচিত লোক আছেন ?

আমি—আমার জানাশুনা ভাবে কোনও পরিচিত লোক নাই, তবে সহরে ঘুরিলে ফিরিলে পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইতে পারে।

মাষ্টার মহাশয় আমাকে বাসায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া সহরে বাহির হইলেন। আমি একাকী বাসায় থাকিলাম। অবশ্য হিন্দুস্থানী বালক ও ভৃত্য বাসায় থাকিল। তাহারা বাসায় থাকা না থাকা আমার পক্ষে তুল্য কথা। আমি কখনও একখানি সংবাদ পত্র, কখনও

একখানি বহি টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিছুতেই মনঃসংযোগ হইল না। মনে কত চিন্তা যুগপৎ আসিতে লাগিল। কখনও পিতা মাতা ও অন্যান্য স্বজনের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কখনও ভাবিতে লাগিলাম হুগলিতে ছিলাম, বেশ ছিলাম, বেশ পড়া শুনা চলিতেছিল। ভদ্রলোকের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া এই বিপদতরঙ্গে ঝাঁপ দিলাম? আবার ভাবিলাম, হুগলি ছাড়িয়াছি, বেশ করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি। মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছি। পুরুষের পক্ষে বিপদ আর সম্পদ কি? বিপদ আলিঙ্গন না করিলে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইবে কেন? বিপদে ধৈর্য্যশীল হওয়াই মনুষ্যের কর্ম্ম। এই সংসারে বিপদ সম্পদ কিছু নাই, কৃতকার্য্যতা অকৃতকার্য্যতা কিছু নাই — লক্ষ-ভ্রষ্ট না হইলেই হইল। জীবনের প্রধান লক্ষ ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টি করিয়া চলিতে পারিলেই হইল। কেহ ইষ্ট দ্রব্য একবারে পায় এবং কেহ বা ইষ্ট দ্রব্য বহু পতনের পর পায়। পাইলেই হইল। যে একবারে পায় সেও কৃতকার্য্য যে বহুবারে পায় সেও কৃতকার্য্য। শেষ ফল সমান। যে বহুবারে পায় সে কর্ম্মকুশল না হইতে পারে, যে ধৈর্য্যশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে সহজে ইষ্ট বস্তু লাভ করে; [illegible] কর্ম্মকুশল বলা যায় বটে, তাহার আর ধৈর্য্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার [illegible]

এইরূপ কত চিন্তা করিতেছি [illegible] আপনা আপনি বাগাড়ম্বর করিতেছি। কখনও আপনাকে আপনি নির্ব্বোধ, অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ বোধ করিতেছি। এমন সময় [illegible] পাঁচটা বাজিল। মাষ্টার মহাশয় বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সহাস্য মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

দু'টি ছেলে মেয়ে পড়া'তে পার'বে?

ছেলেটী Second Book of Reading পড়ে, মেয়েটী বোধোদয় পড়ে। দু'টী ছেলে মেয়ে পড়া'তে পার'লে তোমার পাঠের সকল ব্যয় সঙ্কুলন হইতে পারে।

আমি মাষ্টার মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। সেই দিনই সন্ধ্যা কালে মাষ্টার মহাশয় আমাকে এক উকিল বাবুর বাসায় রাখিয়া আসিলেন। উকিল বাবু ব্রাহ্মণ। আমি তাঁহার পুত্র কন্যাকে পড়াইব এবং তিনি আমার পাঠের সমস্ত ব্যয় দিবেন স্থিরীকৃত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অধ্যাপকতা।

বৎসর জলের মত চলিয়া যায়। বাধা বিঘ্ন না পড়িলে পরীক্ষা-গুলিও সহজে পাশ করা যায়। সংসারে উন্নতি করাই কঠিন। সংসারে বুঝিয়া চলাও সহজ নহে। সংসারে আপন পর এবং শত্রু মিত্র চিনিয়া উঠা বড় দায়। যিনি পাঠ্যজীবনে বড় কৃতকার্য্য অনেক সময়ে সংসারে তিনি বড অকৃতকার্য্য। আবার যিনি পাঠ্য জীবনে অকৃত কার্য্য —সংসারে তিনি কৃতকার্য্য। আমি ভাগলপুর হইতে এনট্রান্স পাশ করিয়াছি। পাটনা কলেজ হইতে এম, এ ও বি, এল পাশ করিয়াছি। বারাণসী সহরে কোনও কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিতেছি। বৃত্তি ও চাকরীতে প্রায় ১৫০০০ টাকা আমার হাতে হইয়াছে। আমি এখন ওকালতি করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে চাহিতেছি, অধ্যাপকতায় আমার নাম আছে। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে এবং বৃদ্ধ বয়সে

পেনসান পাইবার লোভ আছে। এই সকল ছাড়িয়া আমি ওকালতি করিব কি অধ্যাপকতা করিব এই সন্দেহদোলায় দুলিতেছি।

অধ্যাপকতা করিয়া পাঠ্য জীবনের ন্যায় সরল মধুর জীবন অতিবাহন করিতেছি। সরল প্রকৃতি ছাত্রগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া পাপ-হীন, সুখময় জীবন অতীত করিতেছি। ওকালতি করতে গেলে আয়ের নিশ্চয়তা নাই। ভাগ্য পরীক্ষার এক প্রধান স্থান পরীক্ষামন্দির। সকল প্রকার পাপীর সহিত মিশিতে হইবে। তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। সুতরাং পাপ সংসর্গে আমাকেও হয়ত পাপে মজিতে হইবে। এইরূপ ভাবনা চিন্তায় কাল অতিবাহিত করিতেছি। ওকালতি আরম্ভ করিতেছি না।

এমন সময়ে এক দিন অপরাহ্নে একখানি টেলিগ্রাফ্ পাইলাম। আমার বাল্যবন্ধু হরকিশোর বসু টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। টেলিগ্রামের মর্ম্ম "অন্ন প্রস্তুত রাখিও, আমি অদ্য তোমার নিকট আসিতেছি।" টেলিগ্রাফখানি পাইয়া কত সুখী হইলাম। তিনি আমার দেশীয় লোক। তাঁহার সহিত এক সঙ্গে এনট্রান্সও এফ, এ, পাশ করিয়াছি। হর-কিশোর দাদা এখন বি, সি, ইঞ্জিনিয়ার, আমি এখন অধ্যাপক। দীর্ঘকাল পরে দুই বন্ধুর দেখা হইলে উভয়েরই বড় সন্তোষের বিষয় হইবে।

রজনীতে হর-কিশোর বসু আসিলেন। উভয়ে একত্র আহার ও একত্র শয়ন করিলাম। উভয়ে কত গল্প হইতে লাগিল। হর-কিশোর বড় আমোদপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত লোক। হরকিশোর কথায় কথায় লোককে হাসাইতে পারেন। এই সময় আমার কলেজও বন্ধ ছিল। দুই বন্ধু কয়েক দিন পরম সুখে কালাতিপাত করিলাম।

হরকিশোরের মুখে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যের লাভ লোকসানের কথা

শুনিলাম। শুনিলাম কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়। শুনিলাম, বুঝিয়া কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিলে লোকসান হয় না। হরকিশোর বাবু ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি রেলওয়ের মধ্যে কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিবেন। তিনি বলিলেন, ত্রিশ, চল্লিশ হাজার টাকা লইয়া কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিলে লোকসানের সম্ভব কিছুই নাই, বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। আমি আমার সঞ্চিত পনের হাজার টাকা হরকিশোরবাবুর হাতে কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যের জন্য দিতে সম্মত হইলাম। আমাদিগের মধ্যে কথা হইল, ত্রিশ হাজার টাকা মূল ধন লইয়া হরকিশোর কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিবেন। তিনি লাভের এক তৃতীয়াংশ টাকা তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইবেন, লাভের এক তৃতীয়াংশ আমি পাইব এবং অপর এক তৃতীয়াংশ হরকিশোর তাঁহার মূলধনের জন্য পাইবেন। হরকিশোরের বিশ্বস্ততা, কার্য্যকুশলতা ও সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না।

হরকিশোর আমাকে ওকালতি আরম্ভ করিবার জন্য আরও অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, অধ্যাপকতা কার্য্য করিয়া ও পরীক্ষক হইয়া আমি বৎসরে তিন হাজার টাকার অধিক পাই না। তিনি বলিলেন, "আমি উকিল হইলে আমার আয় মাসিক —পাঁচ হাজার টাকা হইবে।" তিনি আরও বলিলেন, "আমার—অনার্স-ইন-ল পরীক্ষা দিয়া একখানা আইনের বহি লিখিয়া—আইনের ডাক্তার হওয়া উচিত।" হরকিশোরের উৎসাহ বাক্যে আমি অবিলম্বে ওকালতি কার্য্য আরম্ভ করিতে সম্মত হইলাম।

হরকিশোর কল্য টাকাকড়ি লইয়া তাহার মনোনীত কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিবার স্থানে গমন করিবেন। রবিবার আমরা দুই বন্ধু বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি ও নানা গল্প করিতেছি। ভিক্ষুকদল

আসিতেছে ও তাহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়া হইতেছে। একদল বাঙ্গালী বৈরাগী বৈষ্ণবী আসিল, হরকিশোর বলিলেন, "তুমি এই যুবক বৈরাগী ও যুবতী বৈষ্ণবীদিগকে ভিক্ষা দাও ?"

আমি। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিব না ? বাঙ্গালী আর হিন্দুস্থানী কি ?

হর। ভিক্ষার পাত্রকে আমি ভিক্ষা দিতে নিষেধ করি না। অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ যাহারা শ্রম করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভিক্ষা দাও। যে সকল কুলটা ও কুলস্ত্রীর ধর্ম্মাপহারী নর পাপের বোঝায় হিন্দু সমাজে স্থান না পাইয়া—সংস্কার হীন পতিত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের কোলে মাথা রাখিয়া কৃষ্ণনাম অপবিত্র করে এবং দেশের কোনও কাজ না করিয়া ব্যভিচার স্রোত বৃদ্ধি করিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের কাহাকেও ভিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।

আমি। তাহারাও ত ভিক্ষুক ? সৈন্য সামন্ত লয়ে লুটে নিতে আসে না ?

হর। ভিক্ষুক ও লুটে নিতে আসে না; একথা সত্য, কিন্তু ভাবিয়া দেখ যদি অনেকগুলি লোক কুক্রিয়ান্বিত হইয়াও সমাজকলঙ্কী না হইয়া—ধর্ম্মবিশেষের অঙ্কে সাদরে স্থান লাভ করে এবং অনায়াসে, বিনা শ্রমে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তবে সমাজে কি পাপ বাড়িবে না ?

আমি। ধর্ম্মের পথ বড় পিচ্ছিল। এ পথে পদস্খলন হওয়া বড় কঠিন নহে। হিন্দু সমাজ বড় অনুদার। হিন্দু সমাজের ক্ষমা গুণ আদৌ নাই। যাহার একবার পদস্খলন হইল, হিন্দু সমাজ তাহাকে লইবেন না। সেই পতিত নর বা পতিতা নারী সমাজে স্থান না পাইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাপে মগ্ন হইতে পারে। কোনও ধর্ম্মের কোলে সাদরে স্থান লাভ করিলে সেই ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা পাপ

হইতে অনেকটা বিরত থাকে। দেশে ভয়ঙ্কর পাপীর সংখ্যা হ্রাস হয়। দেশে বিধবা-বিবাহ নাই। বাল্য-বিবাহ, কুলীন কন্যার বিবাহের অভাব; ইত্যাদি কারণে পতিতার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাহাদের পাপ প্রবাহের গতি কতকটা অবরোধ করিতেছে।

হর। তোমার এ ভুল বিশ্বাস। মনে কর, ইংরাজ্যের রাজ্যে পাপ করনে দণ্ড বিধি আইন অনুসারে দণ্ডিত হয়। ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের ক্ষমতা খুব প্রবল। ইংরাজ রাজ্যের দোষী নির্দ্দোষী লোক আশ্রয় প্রার্থনা করিলেই তথায় আশ্রয় পায়। বিশেষতঃ ফরাস-ডাঙ্গায় গমন করিলে কাহাকেও শ্রম করিয়া খাইতে হয় না, পাঁচ বাড়ী ঘুরিয়া আসিলেই তাহার উদরান্নের সংস্থান হয়। বঙ্গদেশের অবস্থা এরূপ হইলে বঙ্গদেশে কি অপরাধীর সংখ্যা অধিক হইবে না? হিন্দুধর্ম্ম অনুদার কোথায়? কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান হিন্দুধর্ম্মে নাই? বর্ত্তমানে আমরা হিন্দুধর্ম্মকে অনুদার করিয়া ফেলিয়াছি। শাস্ত্রানুসারে কাজ করি না, দেশীয় কুপ্রথার পূজা করি, তাই হিন্দুধর্ম্ম অনুদার। যে ধর্ম্মে এখন পবিত্র চেতা শুদ্ধমতি লোকের অভাব, যে ধর্ম্মে এখন কেবল কুলকলঙ্কী নর ও কুলকলঙ্কিনা নারী আশ্রয় লইতেছে, যে ধর্ম্মের উপদেষ্টা এবং সংস্কারক নাই; সে ধর্ম্মে কত প্রকৃতির পাপী মিশিয়া পাপীর দল বৃদ্ধি করিতেছে এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন পাপাশয় বহু লোকের মিলনে সকল পাপী অনেক পাপময় হইয়া পড়িতেছে। এই কারণে ব্যভিচারী বৈষ্ণব কর্ত্তৃক চুরি, ডাকাতি ও নর-হত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতেছে।

আমি। তোমার ত ভাই বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর প্রতি বড় ঘৃণা?

হর। আমি কিছুদিন নবদ্বীপে পাবলিক ওয়ার্কের কার্য্যে ছিলাম। তথায় বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদিগের আচরণ দেখিয়া আরও ঐ সম্প্রদায়ের

প্রতি ঘৃণা হইয়াছে। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা কপালে তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, গলদেশে তুলসির মালা ও কণ্ঠি ধারণ করিয়া সাধুতার ভাণে পাপের প্রশ্রয় দেয়, তাহারা বাস্তবিক সমাজের অরি। আমি এইরূপ বেশধারী তিনটী হ্যাণ্ডনোটের দালাল ও দুইটী মেয়ে চোর দেখিয়াছি। ইহারা সাধুবেশে বড়লোকের ছেলেদের কাছে যাইয়া হ্যাণ্ডনোটে টাকা কর্জ্জ করিয়া দিয়া ধনীপুত্রদিগের পরকাল একেবারে নষ্ট করে।

আমি। তোমার কথায় আমারও যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা হয়ে উঠিল। প্রকৃত সাধু-বৈষ্ণব যে না আছে, তাহা নয়, কেহ কেহ প্রথম জীবনে অসাধু থাকিয়াও পরে সাধু হইয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস হয়।

হর। তা' যা' হো'ক ভাই, অনেক সাধু বৈষ্ণব থাকুক, কিন্তু ফিতেপেড়ে সাড়ি পরা, বডি গায়ে, মিসি দাঁতে, সুগন্ধি তৈল মাথায়, অধর ওষ্ঠ তাম্বুলরাগে রঞ্জিত এরূপ বৈষ্ণবীদলকে; আর বয়সে যুবক, কপালে তিলক, গায়ে হরিনামের ছাপা, সঙ্গে বৈষ্ণবী, এরূপ বৈষ্ণব-দিগকে ভিক্ষা দিয়া সমাজের পাপ বাড়াইও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমার ওকালতি।

হরকিশোরের উৎসাহে আমার হৃদয়ে বড় একটা আশার উদয় হইল। আমার মনে বড় একটা লোভ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ষোল, সতের বৎসর পরীক্ষায় কঠোর শ্রমের পর আর কোনও পরীক্ষা হাতে নাই দেখিয়া আমার জীবন অলস ও অকর্ম্মণ্য হইতেছিল। রায়চাঁদ প্রেম-

চাঁদ বৃত্তি লাভের পরে আমি বড়ই অলস হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি অনার্স-ইন-ল'র পাঠ্য পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বারাণসী সহরে ওকালতী আরম্ভ করিবার অল্পদিনের মধ্যেই বারাণসী কলেজের আইনের অধ্যাপক হইলাম। আমার বাসা খরচের একরূপ সংস্থান ছিল।

বেতনের চাকরীতে কোনও ভয় নাই। যাহার যেমন আয় তাহার তেমন ব্যয়। ব্যবসায় বড় কঠিন কাজ। ব্যবসায় পসার জমানে অনেক গুণপনা চাই। কেবল বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে ও ভাল কাজ জানিলেই ব্যবসায়ে পসার জমে না। লোকের সঙ্গে মেশা, লোকের হৃদয়ের মধ্যে গমন করা, লোককে বাধ্য করা এবং লোককে আমার করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করা—বড় কঠিন। নেপোলিয়নের ন্যায় বীর অনেকে থাকিতে পারেন কিন্তু নেপোলিয়নের ন্যায় অনুচরগণের উপাস্য দেবতা আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। অনুচরগণের ভক্তি আকর্ষণ করিবার শক্তিবলে অরণ্যবাসী, জটাচীরধারী রাম হনুমান প্রমুখ বানর ভল্লুক, উল্লুক, কাটবিড়াল প্রভৃতি অসভ্য জাতির উপাস্য দেবতা এবং ত্রিলোক বিজয়ী লঙ্কেশ্বরের হন্তা। ওকালতির প্রথম মাসে আমার যে আয় হইল তাহা উল্লেখ করিবার যোগ্য নহে।

প্রথম মাসে আমার আয় বিশেষ হইল না বটে কিন্তু কার্য্যে আমার উদ্দম, উৎসাহ বাড়িল। আমি পশার জমাইবার কৌশল কিছু শিখি-লাম। আমি লোক হস্তগত করিবার উপায় কিছু কিছু জানিলাম। ব্যবসায়ে অনুচর, পার্শ্চর, দালাল যোগাড়ে, স্তাবক প্রভৃতি অনেকের প্রয়োজন। আপন মুখে আপনার গুণপনা প্রকাশ করিতে নাই সত্য, কিন্তু এমন সহচর রাখিতে হয় যাহাতে আপনার গুণপনা আপনার লোক মুখে দশগুণে প্রচারিত হইতে পারে। প্রথম প্রথম এ সকল

বিরক্তিকর বোধ হয় বটে—কিন্তু ব্যবসায়ের খাতিরে আর এ সকলে বিরক্তি জন্মে না। দ্বিতীয় মাসে আমি একটু সাহেব ঘেসা হইলাম। কমিশনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেণ্টের সহিত দেখা করিলাম। এবং সকলকেই বলিয়া আসিলাম, কোনও অপরাধী ব্যক্তি অর্থ দিয়া উকিল নিয়োগ পূর্ব্বক আপন পক্ষ সমর্থন করিতে না পারিলে আমি বিনা অর্থে তাহার উকিল হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিব। আমি সাহেবদিগের নিকট আমার নাম ও ঠিকানা রাখিয়া আসিলাম।

বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে চুরি ডাকাতির সংখ্যা অধিক। একদল লোক নৈহাটী হইতে বম্বে পর্য্যন্ত রেলপথে ডাকাতি করিত। তাহাদের দলে প্রায় হাজার লোক। পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে পারিতেছিলেন না। আমার ওকালতী আরম্ভের দ্বিতীয় মাসের মধ্যভাগে এই বৃহৎ ডাকাইত দলের এক ক্ষুদ্রশাখা বারাণসী জেলার অন্তর্গত রেল পথের কোনও স্থানে গতিশীল ট্রেনে ডাকাইতি করিবার সময় ধৃত হয়। বারাণসী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগের মোকর্দ্দমায় তদন্ত করিতে ছিলেন। তাহাদের পক্ষে কোনও উকিল ছিল না। তাহাদিগের দলের নেতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া মোকর্দ্দমা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল মোকর্দ্দমার ভাব বুঝিয়া সেসন আদালতে উকিল নিয়োগ করিবে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ডাকাইত দলের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আমাকে ডাকিলেন। আমি পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলাম। সেনাক্ত অভাবে ১৭ সতের জন আসামীর মধ্যে তের জন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতেই খালাস হইয়া গেল। পাঁচজন আসামী সেসন আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত হইল। সেসন আদালতেও যত্ন সহকারে তাহাদের পক্ষে ওকালতী করিলাম। সাক্ষীগণের উক্তির অনৈক্যতায় সন্দেহের ফলে আসামী-

গণ খালাস হইয়া গেল। আমার একটু নাম হইল এবং আমি এই মোকৰ্দ্দমাতেই তিন হাজার টাকা পাইলাম।

এই সেসনেই এক নরহত্যার মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে কোনও উকিল ছিল না। জজ সাহেব বাহাদুর আমাকে আসামীর পক্ষে ওকালতী করিতে অনুরোধ করিলেন। মোকৰ্দ্দমাটী বড় কৌতুকজনক। এক ধনী মহাজনের পুত্র মদ্যপায়ী ও নানা দোষে দোষী হইয়া উঠে। সে ক্রমে ব্যবহার দোষে পিতার ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠে। তাহার পিতার শত উপদেশ বাক্য সে গ্রাহ্য করে না। গৃহে তাহার এক যুবতী, পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল। একদিন শেষরাত্রে মহাজনের বাটীর নিকটে রাস্তার উপর স্ত্রীলোকের বিষম আৰ্ত্তনাদ শ্রুত হয়। সেই সময়ে সেই মহাজনের সুরাপায়ী পুত্র এক রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে বহিঃদ্বার দিয়া গৃহ প্রবেশের চেষ্টা করে। এবং সেই সময়েই—তাহার মৃতা স্ত্রীকে রাস্তার উপরে পাওয়া যায়। রমণীর গলদেশের প্রায় ৮০ বার আনা অংশ সু-ধার অস্ত্রে কৰ্ত্তিত হইয়াছিল। মহাজনের সুরাপায়ী পুত্র স্ত্রীকে ভাল বাসিত। সে সুরাপায়ী হইলেও তাহার অন্য দোষ ছিল কিনা সন্দেহ। মহাজন ও পুলিশ মহাজনের পুত্রই তাহার স্ত্রীঘাতক স্থির করিয়াছিল। মহাজনের পুত্র বরাবরই বলিতেছিল, তাহার স্ত্রীঘাতক এক ক্ষুদ্রকায় শ্মশ্রূল পুরুষ। সেই শ্মশ্রূল পুরুষ সম্ভবত কোনও ছদ্মবেশী লোক হইবে। মহাজনের পুত্র নারীকণ্ঠ বিনিসৃত আৰ্ত্তনাদ শুনিয়া সেই স্থানে আগমন করে। এবং স্বীয় স্ত্রীকেই একজনে হত্যা করিতেছে দেখিয়া—সে ঘাতকের হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লয় এবং সেই ছুরিকা দ্বারা ঘাতককে আক্রমণ করে। মহাজন পুত্র ঘাতকের দক্ষিণ কর্ণের উপরিভাগে ছুরিকা দ্বারা এক আঘাত করিয়াছিল। মহাজন পুত্র পুলিশের শত উৎপীড়নেও স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে নাই। পুত্রের

প্রতি অসন্তুষ্ট মহাজন পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য কোনও উকিল নিয়োগ করিয়াছিলেন না। আমি এই মোকর্দ্দমায় বিনা অর্থে প্রাণপণে কার্য্য করিলাম। গভর্ণমেণ্টের পক্ষের ও আসামী পক্ষের ছাপাই সাক্ষীর জবানবন্দীতে জজ ও জুরারগণের মনে এরূপ এক সন্দেহ দাঁড়াইল যে, আসামী ৫০০ টাকার জামিন দিয়া আপাততঃ হাজত থাকা হইতে নিষ্কৃতি পাইল এবং একজন সুযোগ্য ডিটেক্‌টিভের উপর এই মোকর্দ্দমার ছানি তদন্তের ভার হইল।

ডিক্‌টেটিভ ইন্‌সপেক্টর মোকর্দ্দমা তদন্ত করিয়া উপকরণ পাইলেন তিনটী ;—(১) এক খানি ছুরিকা ; (২) দক্ষিণ কর্ণের উপরে একটী আঘাতের চিহ্ন ; (৩) একখানি পত্র তাহাতে হিন্দি ভাষায় লেখাছিল ;—কার্য্য গহিত বটে, ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার, দুই হাজার পাঠাই এবং বাকী তিন হাজার কার্য্য সামাধা হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাবে। আর কি আশা আছে তা'ত জান। ইতি তোমার শ্রী-ল।

পুলিশ এই পত্র মহাজনের পুত্রের লিখিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং মহাজনের পুত্রের এই নারী হত্যা ব্যাপারে তাহারও কেহ সঙ্গী আছেন এইরূপ প্রমান করিতে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন।

সেই সেসনে মহাজন পুত্রের আর বিচার হইল না। ডিটেক্‌টিভ পনের দিনের মধ্যে কোনও কুল কিনারা করিতে পারিলেন না। এই হত্যা কাণ্ডের পর মহাজনের পুত্রের দোষ—সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইল। মাতার মধ্যস্থতায় পিতা পুত্রে একরূপ সদ্ভাব স্থাপনের উপায় হইল। ডিটেকটিভও পনের দিন কাশীর ঘাটে ঘাটে সন্ন্যাসী বেশে ঘুরিলেন। কিছুই করিতে পারিলেন না।

ষোল দিনের দিন সন্ন্যাসিবেশধারী ডিটেক্‌টিভ—দশাশ্বমেধের ঘাটে একটী শ্যামাঙ্গী রমণীর দক্ষিণ কর্ণের উপরে এক অস্ত্র চিহ্ন দেখিতে

পাইলেন। তিনি সেই রমণীর অনুগমন করিয়া তাহার বাড়ী দেখিয়া আসিলেন। মহাজনের বাড়ীতে ঐরূপ কোনও স্ত্রীলোক আসা যাওয়া করিত কিনা, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লইলেন। সন্ধানে জানিলেন এইরূপ একটী স্ত্রীলোক পাঁচ মাস হইল মহাজনের বাটীতে আসিত ও তাহার পুত্রবধূর নিকট অনেক সময় বসিত। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পাইল মহাজনের একটী ভ্রাতুষ্পুত্র বহু দিন হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আট বৎসর পূর্ব্বে সেই ভ্রাতুষ্পুত্র মহাজনের বাটীতে আসিয়া ছিল। কিছু দিন মহাজন তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। পরে তাহার সাধু ব্যবহারে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে মহাজন তাহাকে আপন পুত্র অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। মহাজনের পুত্রবধূও তাহাকে প্রথম প্রথম আপন দেবরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। মহাজনের সহধর্ম্মিণীও তাহাকে সন্তানের ন্যায় বাৎসল্য করিতেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন মহাজনের পুত্রবধূ ও সহধর্ম্মিণী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, এই ব্যক্তি মহাজনের পলাতক ভ্রাতুষ্পুত্র নহে, এক ছদ্মবেশী বাঙ্গালী। ইহার চরিত্র অতি কলুষিত। ইহাকে শীঘ্র বাটী হইতে বহিস্কৃত করিতে হইবে। তাহারা কি সূত্রে একথা জানিতে পারিলেন তাহা প্রকাশ হইল না, কিন্তু মহাজন বাধ্য হইয়া তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এই যুবকের কাশীতে প্রকাশিত নাম রতন লাল। ডিটেক্‌টিভ তাহার পরে কোনও মেয়ে ডিটেক্‌টিভের দ্বারায় কৌশলে সেই শ্যামাঙ্গী রমণীর গৃহানুসন্ধান করিলেন। সন্ধানে কিছুই পাইলেন না—একখানি মাত্র পত্রের এনভলপ পাইলেন। পত্রে বাঙ্গালায় এই রমণীর নাম নৃত্য-কালী ও কাশীর ঠিকানা ও এনভলপের একপার্শে লক্ষ্ণৌ নরহরি এই কয়েকটী কথা লেখা ছিল। এই পত্রের থাম পাইয়াই ডিটেক্‌টিভ লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন। লক্ষ্ণৌএ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন রতনলাল

বলিয়া কোন ব্যবসায়ী আছেন কিনা। তিনি জানিলেন এই নামে লক্ষ্ণৌ সহরে এক নূতন বস্ত্র ব্যবসায়ী আছে। কিছু বস্ত্র কিনিয়া দুই তিন দিনের মধ্যে ডিটেক্‌টিভ রতন লালের সহিত বেশ সদ্ভাব করিয়া ফেলিলেন। ডিটেক্‌টিভ সন্ধানের পরে জানিলেন, রতন-লাল বেশ বাঙ্গালা জানেন। রতন লালকে দিয়া ডিটেক্‌টিভ কয়েক খানি বাঙ্গালা পত্র লেখাইলেন। তাহাতে নৃত্যকালী, নরহরি, রতনলাল ইত্যাদি শব্দ কৌশলে লেখা হইল। সেই লেখার সহিত এনভলপের লেখা মিলাইয়া ডিটেক্‌টিভ বুঝিলেন সেই এনভলপের লেখা রতন লালের লেখার সহিত সম্পূর্ণ মিল হইয়াছে। আরও পাঁচ, সাত দিন থাকিয়া ডিটেক্‌টিভ রতন লালের বাসায় যাওয়া আরম্ভ করিলেন। রতন লালের শয্যার নিম্নে গদির ছেড়া ভাঁজের মধ্যে একখানি পত্র পাইলেন, তাহা এই :—

প্রাণাধিক,

আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে ও তুমি কর্ম্মকারের ছেলে। তোমার কথায় ও প্রেমে মজিয়া আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, এখন এই তীর্থ স্থানে পাচিকা হইয়া জীবন পাত করিতেছি। তোমার কথায় আর আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। এখন আমার কত অভাব। আমার যা লইয়াছ তাহাও তুমি দিলে না। সে বধূটা বজ্জাতের ঝাড়ু। তাহার চক্রান্তেই তুমি কাশী হইতে তাড়িত। তুমি মহাজন-সংসার হইতে কেন তাড়িত হইলে জান? এক দিন দুই প্রহরে তুমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বলিতে ছিলে, কোথায় ঢাকার কালিয়াগঞ্জ, কোথায় কাশিধাম। নরহরি কর্ম্মকার স্থলে রতন লাল ছত্রি হইয়াছি। মহাজনের প্রাণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছি। মহাজন ও তাহার পুত্র জীবিত থাকিতে আমার অর্থ লালসা তৃপ্ত হইবে না।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথা অগ্রে পুত্রবধূ ও পরে তাহার শ্বাশুড়ী শুনিয়াছিল। যাহা

হউক, বউটাকে আমি মুঠোর মধ্যে করিয়াছি। তাহার স্বামীর কার্য্য দেখাইবার জন্য তাহাকে যখন ইচ্ছা তখন বাটীর বাহিরও করিতে পারি। আমি কি লোভে এপাপে মজিব? আমি পাঁচ হাজার টাকা চাই। সব টাকা অগ্রে চাই। আমার আজকাল বড় কষ্ট, নানা পীড়া। রাধুঁনীর কাজ করিতে পারি না, আগুনের জ্বাল সহে না। তুমি গত একবৎসরের মধ্যে আমাকে একটী পয়সাও দেও নাই। আমাকে লইতে চাহিয়াছিলে তাহাও লইলে না। পত্রপাঠ কিছু টাকা সহ উত্তর দিবে। নচেৎ জানিবে আমি তোমার নহি। তারিখ ১৩ই ফাল্গুন।

তোমার শ্রী নৃত্য।

এই পত্র পাইয়া ডিটেক্‌টিভ আবার কাশীতে আসিলেন। মহাজনের পুত্র বধূ ও গৃহিণীর মুখে রতন লালের ঘুমন্ত অবস্থার কথা শুনিলেন। তিনি মহাজনকে ডাকিয়া বলিলেন যে মহাজনের পুত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। একাজ রতন লালের ইচ্ছা ক্রমে নৃত্যকালী নামক কোনও ব্রাহ্মণ রমণীর দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আপনারা দশদিন অপেক্ষা করুন, আমি খুণের সকল প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করিতেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডিটেক্‌টিভের অতিরিক্ত সন্ধান।

এই পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া ডিটেক্‌টিভ ইনস্‌পেক্টর ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন কালিয়াগঞ্জ গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীধর কর্ম্মকারের পুত্র নরহরি কর্ম্মকারের সন্ধান পাইলেন।

তথায় অনুসন্ধানে জানিলেন, নরহরি আজ দশ বৎসর হইল নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা নৃত্যকালীকে লইয়া পশ্চিম দেশে চলিয়া গিয়াছে। দেশে নরহরির দুই ভ্রাতা ছিল। তাহাদের নাম রামহরি ও শ্রীহরি। নরহরি সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিল। নরহরির লিখিত রামহরির প্রাপ্ত তিন চারিখানি পত্র ডিটেক্‌টিভ ইনস্‌পেক্টর গুপ্ত চর দ্বারা হস্তগত করিলেন।

অনন্তর ডিটেক্‌টিভ ইনস্‌পেক্টর কাশীতে আসিয়া কাশীর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে উপযুক্ত পরওয়ানাদি লইয়া সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্ণৌ সহরে গমন করিলেন। তথায় পরওয়ানাদি দেখাইয়া পুলিশের সাহায্য লইয়া রতনলালকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং তাহার বাসা ও কাপড়ের দোকান খানাতল্লাসী করিয়া দুই তিন খানি পত্র সংগ্রহ করিলেন। রতনলাল বারাণসীতে পৌছিবার পূর্ব্বে ডিঃ ইনস্‌পেক্টর আসিয়া নৃত্যকালীকে গ্রেপ্তার করলেন এবং নৃত্যকালীর ঘর খানাতল্লাসী করিয়া নরহরির অনেকগুলি পত্র পাইলেন। নৃত্যকালীর একটী ছোট বালিস ছিড়িয়া তাহার মধ্যে দুইখানি হাজার টাকার নোট ও দশ টাকার করিয়া ৩২০ টাকার নোট পাইলেন। তথন পত্রাদির দ্বারা প্রমাণীত হইল ; (১) নরহরিই রতনলাল। নরহরির সহিত নৃত্যকালীর ঘৃণিত সম্বন্ধ। রতনলাল পাঁচ হাজার টাকা দিবে বলিয়া নৃত্যকালীর দ্বারা কোনও স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করিবে। কার্য্য শেষ হইলে নৃত্যকালী আর তিন হাজার টাকা পাইবে। অগ্রে দুই হাজার টাকা পাইয়াছে। সেই দুই হাজার টাকার নোটই নৃত্যকালীর বালিশের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। (২) নোটের একস্‌পার্ট ঐ দুই হাজার টাকার নোট দেখিয়া জাল নোট সাব্যস্ত করিয়াছেন। (৩) লক্ষ্ণৌএর সাক্ষ্যতে প্রকাশ হইল রতনলাল একখানি নেপালি ছোরা কিনিয়া বাক্‌সের মধ্যে পার্শেল করিয়া নৃত্য-

কালীর নিকট পাঠাইয়াছিল। রতনলালের পত্রের কাগজে সেই পার্শেলের রসিদও পাওয়া গিয়াছে। মহাজনের পুত্রবধূ যে ছোরায় খুন হইয়াছে সে এই ছোরা। (৪) নৃত্যকালীর বাসার লোকের দ্বারা প্রমাণীত হইল, ঐ খুনের রাত্রি নৃত্যকালী রাত্রি নয়টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত বাসায় ছিলেন না। তাহার পরদিন নৃত্যকালীর গৃহে একখানি আর্দ্র বস্ত্রে একবার ধুইলে রক্তের দাগ যেরূপ থাকে সেইরূপ রক্তের দাগ ছিল। (৫) খানাতল্লাসে নৃত্যকালীর একটী বাক্স মধ্যে একটী পুরুষের মাথার পরচুলা কৃত্রিম দাড়ি পাওয়া গিয়াছিল (৬) বহু পীড়াপাড়িতে মহাজনের পুত্র বধূর একটী পরিচারিকা স্বীকার করিল যে খুনের রাত্রে নৃত্যকালী পুরুষ সাজিয়া মহাজনের পুত্রবধূকে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। নৃত্যকালী বহুদিন হইতে বধূর নিকট বলিত, তাহার স্বামী ঐ পল্লীস্থ কোনও রমণীর গৃহে রজনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহন করেন ও সুরা পান করেন স্বামীর সুরাপান জানিত কিন্তু চরিত্র দোষ জানিত না। নৃত্যকালী বধূকে তাহার স্বামীর দোষ দেখাইবার জন্ম বাহির করিয়াছিল। পরিচারিকার জ্ঞাতসারে বধূ বাড়ীর বাহির হইয়াছিল এবং সে তাহা জানিয়া বধূকে বাধা দেয় নাই, ইহা তাহার প্রভুর চক্ষে গুরুতর অন্যায় হইবে ইহা ভাবিয়া দাসী তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করে নাই। বধূ বাহির হইয়া যাইবার সময়ে দাসী নিদ্রিতা ছিল। (৭) দুই চারিটী রাস্তার লোকের দ্বারা ইহাও প্রমানীত হইল, একদিন রাত্রে একটী খর্ব্বাকৃতি শ্মশ্রুল পুরুষ নৃত্যকালীর বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। ডিঃ ইন্‌স্পেক্টর এই সকল সাক্ষী লইয়া প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান করিয়া মোকর্দ্দমা সেসনে দিলেন। নৃত্যকালী জেল বাসের যন্ত্রণায়, পুলিসের প্রলোভনে

ও নরহরি তাহার নিকট প্রথমেই দুই হাজার টাকার জাল নোট পাঠাইয়াছে ও পরে তিন হাজার টাকা দেয় নাই এই মর্ম্মান্তিক ক্রোধে সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলিল। মোকর্দ্দমা সহজ হইয়া দাঁড়াইল।

সেসন আদালতে নরহত্যা অপরাধের চার্জ্জ ও নরহরি কর্ম্মকারের বিরুদ্ধে নরহত্যার উত্তেজনা করা, জাল রতনলাল সাজা, ও নোট জাল করায় তিন চার্জ্জ হইল। আনুসঙ্গিক প্রমানেও নৃত্যকালীর স্বীকার উক্তিতে এবং স্বীকার উক্তির মধ্যে একটু কৌশল থাকায় নৃত্যকালী ১৪ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত এবং নরহরি কর্ম্মকার যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইল। মহাজন পুত্র নির্দ্দোষী সাব্যস্তে খালাস পাইলেন। মহাজন পরিতুষ্ট হইয়া তাহার পুত্রের উদ্ধারের জন্য আমাকে দশ হাজার টাকা দিলেন।

বারানসী সহরে আমার বেশ সুখ্যাতী হইল। ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে উকিল নিযুক্ত হওয়া আমার এক চাটিয়া ব্যবসা হইল। দেওয়ানী মোকদ্দমাও ক্রমে ক্রমে পাইতে লাগিলাম। আমি অনার্স-ইন-ল পরীক্ষা দিলাম। হরকিশোর কনট্রাক্টের কার্য্যে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাহাকে আমি আরও পনের হাজার টাকা দিয়াছি। হরকিশোর কাজ বুঝেন, কিন্তু লোক চরিত্র বুঝেন না। তাহার মূলধন নষ্ট হয় নাই। কিন্তু গত তিন বৎসরে তিনি বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারেন নাই। হরকিশোর এখন বি, এন, আরের একজন বড় কনট্রাক্টর। এতদিন তিনি প্রতাষ্ঠা ও প্রতিপত্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, এখন তাহার লাভ হইবার পালা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদে।

আমি অনার্স ইন ল পাশ করিয়াছি। একখানা আইনের ভাল বহি লিখিয়া—আইনের ডাক্তার—উপাধি পাইয়াছি। বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে উচ্চ আশার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল হইয়াছি। সমব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ কখনও নূতন ব্যবসায়ীকে ভাল দেখে না। কি বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী উকিলগণ আমায় শত নিন্দা করিতেছেন। আমার রূপের কত খুঁৎ ধরিতেছেন। আমার পোষাকের কত ত্রুটী বাহির করিতেছেন। আমার চলা, ফেরা, বলা, কহা, সকল বিষয়ে সহস্র দোষ বাহির করিতেছেন। তাঁহারা কৌশলে প্রকাশ করিতেছেন যে আমি ইংরাজিতে কথাই বলিতে পারি না। আমার আইনজ্ঞান মোটেই নাই। আমার মোটা বুদ্ধিও নাই। আমার পক্ষে ছেলে পড়ানর কাজই ভাল।

মানুষ মানুষের কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। সুসময়ে ক্ষতির চেষ্টায় মঙ্গল হয় এবং অসময়ে ভাল চেষ্টাও আনুকুল থাকলেও অমঙ্গল হয়। সুসময়ের বড় প্রবলা শক্তি। আমার যেন এখন সুসময় আসিয়াছে। উকিল বাবুগণ আমার নিন্দা করেন সে নিন্দা যেন আমার প্রশংসা পত্র হয়। মক্কেলগণ আমাকে দেখিতে আসে, আমার আইনের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে আসে, আমার বুদ্ধির সন্ধান লইতে আসে। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই মহিমা, লোকে আমার নিকট একবার আসিলে আর আমাকে মামলা না দিয়া চলিয়া যাইতে পারে না। আমার কাশার সুখ্যাতি এখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আমি এলাহাবাদে আসার এক বৎসর মধ্যে ফৌজদারী আপিল ও ফৌজদারী মোসান আমার

একচেটিয়া হইয়া পড়িল। ত্রিবেনীর ত্রিধারার জল তিন বৎসর পার করার পর আমি এলাহাবাদ হাইকোর্টে কি দেওয়ানী বিভাগে কি ফৌজদারী বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইলাম। আমার আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল। হরি হরি! সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের সকল উকিল আমার বন্ধু। এখানে তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব দোষ স্বীকার করিয়া আমার নিকট অনুতাপ করেন। এক্ষণে সকলেই আমার পরম সুহৃদ এবং সকলেই আমার পরম উপকারী বন্ধু। আমি এলাহাবাদে এখন একখানি সুন্দর বাড়ী করিয়াছি। বাড়ীর সম্মুখে একটী ফুলের বাগান করিয়াছি। বাগানের এক পার্শ্বে একখানি সুন্দর বৈঠকখানার ঘর করিয়াছি। একখানি জুড়িগাড়ি করিয়াছি। একখানি ফেটিং করিয়াছি। নগত টাকাও কিছু হাতে করিয়াছি। আমি এখন দুইচার জন বিপন্ন লোককেও আশ্রয় দিতে পারি। ভগবানের কৃপায় বাঙ্গালী ও অন্যান্য দুই চারিটী লোক আমার গৃহে দয়া করিয়া আগমন করিয়া থাকেন। এলাহাবাদেও আমার একটু নাম হইয়াছে।

আমরা কিছুই করি না—কিছুই করিতে পারি না। বিধাতা সুখ্যাতি অখ্যাতির কর্ত্তা। আমি কিছুই করি নাই এবং আমার কিছুই করিবার সাধ্যও ছিল না। ভগবান আমাকে একটু সুখ্যাতি দিবেন বলিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনার মধ্যে আমাকে ফেলিয়া ছিলেন। এই ঘটনা কয়েকটীতে এলাহাবাদে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী মহলে আমার একটু যশ হইয়াছে:—

প্রথম ঘটনা।—

একদিন রাত্রি প্রায় একটার সময় আমি আমার কয়েকটী বন্ধুর সহিত ডাক্তার ও দেদারের বাটী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া পায়ে হাটিয়া

বাসায় আসিতেছি। একটী দোমহলা বাড়ীতে বড় গোলযোগ শুনিলাম। দ্বারে একটী ভদ্রলোক "পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা" বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। পাহারাওয়ালা দুই একটী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ভদ্রলোককে বাঙ্গালী দেখিয়া আমরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় হয়েছে কি?"

ভদ্রলোক উত্তর করিলেন "মহাশয় আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।" কয়েকটী চোর বাটীতে ঢুকিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব লইয়াছে। চোর এখনও বাড়ী হ'তে বের হ'য়ে যেতে পারে নাই।" কিরূপ ধরণের বাড়ী কতটী ঘর, কোন কোন দিকে বাহিরের দরজা আছে, আমরা ভাল জানি না। বাড়ী সন্ধান করিতে পারিলে চোর ধরা পড়িত। আমরা বাড়ীর অবস্থা যাহা জানিতাম তাহাতে বাড়ীর একটী ভিন্ন বাহিরের দ্বার নাই। আমরা দাঁড়াইলে আরও চার পাঁচ জন পাহারাওয়ালা আসিল। আমরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারি কি?" তিনি আহ্লাদের সহিত আমাদিগকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে বলিলেন। আমরা দুইজন পাহারাওয়ালাকে দ্বারে রাখিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলাম। নিম্ন তলের কোনও কক্ষে আমরা চোরের সন্ধান পাইলাম না। দ্বিতলের সকল কক্ষ দেখিলাম। সেখানেও চোরের সন্ধান পাইলাম না। দ্বিতলের ছাতে উঠিয়া ছাত ঘুরিয়া দেখি এক কোণে তিনটী লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারা অনেকগুলি বাক্স ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থিত গহণা টাকা লইয়া ছাত হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহারা জানলার কাঠের সহিত এক দৃঢ় রজ্জুর একপ্রান্ত বাঁধিয়া অন্ত প্রান্ত এক বৃক্ষমূলে বাঁধিয়াছে এবং সেই দড়ি ধরিয়া নামিবার উপক্রম করিতেছে। দুইটী লোককে বৃক্ষমূলে ও তিনটীকে

ছাতে দেখিতে পাইলাম। বৃক্ষমূলের দুইটী লোক পলাইবার চেষ্টা করিলেও পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক ধৃত হইল। ছাতের তিনটী লোককে আমরা ধরিয়া ফেলিলাম। তাহাদিগের সহিত যে যে অস্ত্র ছিল তাহাও আমরা কাড়িয়া লইলাম। যাহাদের গহণা অর্থ চুরি গিয়াছিল তাহারা বাঙ্গালী ভদ্রলোক। চোরেরা হিন্দুস্থানী লোক। অপহৃত সকল দ্রব্যই পাওয়া গেল বিচারে চোরদিগের দুইবৎসরের কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইল।

২। এলাহাবাদের রেলওয়ে ও অন্যান্য বিভাগে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিতেন। ইঁহাদের অনেকেরই বেতন কম ছিল এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একাকী একটী ভৃত্য ও একটী পাচক লইয়া বাস করিতেন। কোথায়ও কোথায়ও চার পাচ জনে এক একটী মেস করিয়া বাস করিতেন। ইঁহাদের কাহারও পীড়া হইলে ভাল সুশ্রূষা হইত না। কোন অল্প বেতনের কর্ম্মচারী পরিবার সহ বাস করিলেও হঠাৎ তাহার পীড়ায় মৃত্যু হইলে তাহার চিকিৎসা ভাল হইত না ও মৃত ব্যক্তির পরিজনকে বাড়ী পাঠানর বড় অসুবিধা হইত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার কয়েক বন্ধু ও আমি সেবাতহবিল নামক একটী তহবিল এবং সেবাসমিতি নামক একটী সমিতি করি। আমরা অবস্থা অনুসারে সকল ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু চাঁদা আদায় করিয়া তহবিল করিয়াছিলাম। কতকগুলি সবলকায় সুস্থশরীর ভদ্রলোক এই সমিতির সভ্য বা সেবক ছিলেন। কাহারও বা একসঙ্গে বহুজনের পীড়া হইলে এই সেবক দল পর্য্যায়ক্রমে পীড়িতদিগের সুশ্রূষা করিতেন এবং অর্থের অনাটন হইলে সেই তহবিল হইতে অর্থ দেওয়া হইত। কোনও ভদ্রলোক হঠাৎ মরিয়া গেলে এবং অর্থের অনাটন হইলে তাহার দুস্থ পরিজনকেও এই তহবিলের টাকা দিয়া বাড়ী পাঠান

হইত। এই তহবিলেরসিকি টাকা সর্ব্বদা হাতে থাকিত এবং বার আনা টাকা দিয়া দেশীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের একটী দোকান ছিল। এই দোকান হইতেও তহবিলের কিছু আয় হইত। আমি নিজেও একজন সেবক ছিলাম এবং সেবকদল দয়া করিয়া আমাকে এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৩। প্রয়াগ তীর্থে বড় বড় যোগ উপলক্ষে বহুলোক সমাগত হইয়া থাকেন। এই যোগের সময় চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পায় এবং অনেক স্ত্রী পুরুষ হারাইয়া যায়। অনেক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া বহু লোক ক্ষয় হয়। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অতিশয় বাড়িয়া যায়। নানা প্রকার মন্দ দ্রব্য এবং পচা অব্যবহার্য্য খাদ্যাদি এই সময়ে বিক্রয় হইয়া থাকে। পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেট এই সকল যোগ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও শান্তির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গত ফাল্গুন মাসে বড় এক যোগ উপলক্ষে প্রয়াগ তীর্থে বহু লোক সমাগত হইবে আশা করা যায়। এলাহাবাদে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের লোক আছেন। গত ফাল্গুন মাসে কথিত যোগের পূর্ব্বে সকল প্রদেশের লোক লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য্য যাত্রীদিগের সকল অসুবিধা দূর করা ও তাহাদের তত্ত্বাবধান করা। গত যোগ উপলক্ষে প্রয়াগে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। পুলিশের সাহায্য লওয়া হয় নাই এবং কার্য্য এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে যে, যাত্রীদিগের কোনও অসুবিধা হয় নাই। কয়েকটী স্ত্রীলোক ও কয়েকটী বালক মাত্র হারাইয়াছিল, তাহাও সেই দিন সন্ধ্যাকালে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। এ সমিতিরও দুই জন সভাপতির মধ্যে আমি একজন।

৪। এলাহাবাদে হিন্দুস্থানীদের অধ্যয়নের সুবিধা ছিল। বাঙ্গালীদিগের বাঙ্গলা শিক্ষার এবং বাঙ্গলার ধরণের ইংরাজি শিক্ষার কোনও

উচ্চবিদ্যালয় ছিল না। বাঙ্গালীদিগের যত্নে বাঙ্গালী বালকদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্য বাঙ্গলার ধরণে একটা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষক ও ছাত্রগণ বাঙ্গালী। বাঙ্গালী বন্ধুগণ দয়া করিয়া আমাকে এই স্কুলের সম্পাদক করিয়াছেন।

৫। এলাহাবাদ বড় সহর। এখানে অনেক সময়ে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকাকে ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিতে দেখা যায়। অন্য সকল দেশ অপেক্ষা হিন্দুস্থানীয় অনাথ বালক বালিকার সংখ্যা অধিক। চাঁদা করিয়া ও বড়লোক ধরিয়া তহশীল করা হইয়াছে। বালিকাদিগের জন্য একটা এবং বালকদিগের জন্য আর একটী অনাথ আশ্রম খোলা হইয়াছে। তাহাদের অর্থকরী বিদ্যার শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বড় বড় তীর্থ যাত্রী পর্য্যন্ত আশ্রমে কিছু কিছু অর্থদান করিতেছেন। পাণ্ডাগণ এই আশ্রমের জন্য সকল শ্রেণীর তীর্থ যাত্রীর নিকট হইতে একটি করিয়া পয়সা এক কালীন দান লইতেছেন। আমি অনাথাশ্রমের একজন পরিদর্শক।

তৃতীয় খণ্ড।

কুলীন কন্যা ও কুলীন পুত্র উভয়ের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুলীনকন্যা তীর্থে।

আমাদের দেশের প্রায় ত্রিশটী যাত্রীর সহিত আমিও আমার শাশুড়ী তীর্থ করিতে বাহির হইয়াছি। আমার পিতামাতা তীর্থ যাত্রাকালে আমাকে সঙ্গে লন নাই। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে সঙ্গে করিয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিতেছেন। আমরা বৈদ্যনাথ, গয়া কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আবার এলাহাবাদে আসিয়া একমাস কাল তথায় থাকিব স্থির করিয়াছি। আমাদের দেশের সকল যাত্রী দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন কেবল বৃদ্ধ হরভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাহার সহধর্ম্মিণী দেশে যান নাই। আমরা চারিজনে একমাস প্রয়াগ তীর্থে বাস করিব স্থির করিয়াছি। গাঙ্গুলি মহাশয় অপুত্রক। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা আছেন এবং কন্যার কয়েকটী সন্তান জন্মিয়াছে। তাঁহার জামাতা ঢাকার একজন উকিল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে। গাঙ্গুলি মহাশয়ের প্রয়াগবাসের উদ্দেশ্য তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন।

আমরা সকল তীর্থে তীর্থের কার্য্য করিয়াছি। আমার শশ্রূমাতা কেবল তীর্থকার্য্য করেন নাই। তিনি সকল সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি সকল দেশের লোকের নিকট তাঁহার পুত্রের সন্ধান করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে কোথায়ও আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের শরীর নিতান্ত অসুস্থ—। তীর্থের কষ্টে তাহার পীড়া আরও বাড়িয়াছে। আমরা প্রয়াগধাম অসিবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়াছি। প্রয়াগ আর বেশীদূর নাই। আর পাঁচ ষ্টেশন পরেই প্রয়াগ। আমরা ঠিক সন্ধ্যাকালে প্রয়াগ উপনীত হইব। গাঙ্গুলী মহাশয়ের দেহ অপবিত্র ছিল। তাঁহার জলের বিশেষ প্রয়োজন। পানিপাঁড়ের জলে আর কুলাইতেছিল না। একটী ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিল। আমরা শুনিলাম গাড়ি বেশী সময় থাকিবে এবং ষ্টেশনে জলের কল আছে। গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী জলের কলের উদ্দেশে গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের গাড়িতে ফিরিতে একটু বিলম্ব হইল। গাড়ি ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া দিল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের টিকেট আমাদের নিকট ছিল। তাঁহার টাকা কড়িও আমাদের হাতে ছিল। আমরা একখানা উড়ানীতে বাঁধিয়া তাঁহাদের দুখানা টিকেট ও পাঁচটী টাকা গোলকরিয়া তাঁহাদের নিকট ছুড়িয়া দিলাম। এবং তাঁহাদিগকে বলিলাম তাঁহারা যতক্ষণ না প্রয়াগ পৌঁছেন ততক্ষণ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোনও ধর্ম্মশালায় তাঁহাদের অপেক্ষায় আমরা অবস্থিতি করিব। তাঁহারা প্রয়াগে উপনীত হইলে ভাল স্থানে ভাল বাসার বন্দোবস্ত করিব।

ধর্ম্মশালা কি তাহা অনেকে জানেন না। যাঁহারা কখনও বাড়ী হইতে বাহির হন নাই ধর্ম্মশালা কি তাঁহারা অনেকে বুঝিবেন না। পশ্চিম দেশে বড় বড় স্থানে ধনী পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ এক একটী বড় বাড়ী করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল বাড়ীতে কোথায়ও কোথায়ও দ্বারবান এবং ভৃত্য আছে। স্বদেশী ভদ্র লোকেরা এই সকল বাড়ীতে দুই এক ঘণ্টা বা দুই এক দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিয়া আহার

করিতে পারেন। ধর্ম্মশালার দ্বারবান ভৃত্যগণকে সামান্য কিছু পারিতোষিক দিলে তাহারা সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেয়। এই সকল বাড়ীকে ধর্ম্মশালা বলে।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল। এক ষ্টেশন পর অপর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিল। পত্নিসহ গাঙ্গুলি মহাশয় পড়িয়া থাকিলেন বলিয়া আমি বড় চিন্তাকুল হইলাম। আমার শ্বাশুড়ীর চিরপ্রফুল্ল মুখকান্তি কিছুমাত্র ম্লান হইল না। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "মা, তোমার মুখখানি এত ছোট ও মলিন কেন?"

আ—গাঙ্গুলি মহাশয় পড়ে থাকায় আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

শ্বা—তোমার কি ভগবানে বিশ্বাস নাই?

আ—ভগবানে বিশ্বাস আছে, তবে আপনার মত বিশ্বাস নাই। ভগবান মঙ্গলময়, সর্ব্ব জীবের আশ্রয় দাতা, ভয়ত্রাতা—জানি। সে বিশ্বাসে নিশ্চেষ্ট ও চিন্তাশূন্য হতে পারি না।

শ্বা—তবেত সে বিশ্বাসই নয়। ভগবানের অপার মহিমা; বিশ্বাস চঞ্চল ভগবানে বিশ্বাস করা মিছে।

আ—আমার সেরূপ বিশ্বাস থাক্‌লে তীর্থে আমার প্রয়োজন ছিল না।

শ্বা—তীর্থে আমার উদ্দেশ্য মনের তৃপ্তি ও শান্তি লাভ। ভগবানের অনন্ত মহিমা দর্শনে তাঁহাতে তন্ময়ত্ব। আরও উদ্দেশ্য আছে। ভগবানে বিশ্বাসেই ভগবান লাভ হয় না। সাধনা পদ্ধতি বহুবিধ। তীর্থে বহু ধার্ম্মিকের সমাবেশ। অভিনব উৎকৃষ্টতর সাধনা পদ্ধতি শিক্ষারও আশা আছে।

আ—কি না কোন ভাল সাধনাইত শিখ্‌লাম না! তীর্থে ত পাপ

স্রোত কম বলে বিশ্বাস হয় না। তীর্থে যেন পাপ পুণ্যের আতিশয্য বলেই বোধ হয়।

শ্বা—যেখানেই পাপ সেখানেই পুণ্য এবং যেখানেই পুণ্য সেই খানেই পাপ। মলিন বসন অপেক্ষা ধৌত বস্ত্রে কাল চিহ্ন অধিকতর স্পষ্ট দেখা যায়। পুণ্য স্থানের পাপ স্পষ্টতর রূপে দেখা যায়। পাপ সর্ব্বত্রই আছে। পুণ্য স্থানের পাপ স্পষ্টতর। পুণ্য স্থানে পাপ ও পাপীর অধোগতি, পাপীর শাস্তি প্রভৃতি দেখিয়া পুণ্যাত্মার পাপের প্রতি ঘৃণা অধিক হইতে অধিকতর করিবার জন্যই তীর্থ পর্য্যটনে মনের প্রফুল্লতা, মনের একাগ্রতা, হৃদয়ের পবিত্রতা, ও শান্তি ভাব আপনা আপনি যেন মনে উদয় হয়। ভয় নাই মা ভয় নাই। তিনিই আমাদের সহায় হবেন। তিনিই শত গাঙ্গুলী ঠাকুর হবেন। সম্পূর্ণ ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে "আমি অসহায়" এ ভাব কখনও মনে আসে না। এইরূপ শ্বাশুড়ী ও আমার সহিত নানা কথা হইতেছে, এমন সময়ে সেই গাড়ীর অপর পার্শ্বে একটী মধ্যম বয়স্কা স্ত্রীলোক কাঁদিয়া উঠিলেন। গাড়ীর সে অংশেও কতকগুলি বাঙ্গালা তীর্থযাত্রী ছিলেন। সেই তীর্থযাত্রীগণ আমাদিগের পরিচিত নহেন। সেই মধ্যম বয়স্কা স্ত্রীলোকটীও তীর্থযাত্রী। তাঁহার কটীদেশে পঞ্চাশটী মুদ্রা একটী গেজের বাঁধা ছিল। তিনি কিছু সময়ের জন্যে নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইবার পর তিনি দেখিলেন তাঁহার কটীদেশে টাকা নাই। এই কারণেই হতভাগিনী কাঁদিয়া উঠিয়াছেন। গাড়ীর সেই খণ্ডে একটু গোলযোগ বাধিয়াছে।

আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন—"মা সকল, বাবা সকল, তোমরা সকলেই তীর্থযাত্রী। নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এখন প্রয়াগে ত্রিবেণীতে যাইতেছ। বাড়ীতে পাপ

করিলে তীর্থে আসিলে সে পাপ দূর হয়; তীর্থে পাপ করিলে সে পাপের বিনাশ কোথায় হইবে? তোমাদের গাড়ীতে অন্য লোক নাই, তোমরা সকলেই তীর্থযাত্রী। তোমাদের মধ্যের কোনও লোক ভিন্ন এ অর্থ আর কেহ আসিয়া লয় নাই। রমণী অসতর্ক ভাবে নিদ্রা গিয়াছেন। তাঁহার টাকা হয়ত সাবধানে রাখা হয় নাই। এই কারণে তাঁহাকে একটু শিক্ষা দিবার জন্য কেহ হয়ত টাকা সারিয়াও রাখিতে পারেন। যাহা হউক বহুঅর্থ ব্যয় করিয়া তীর্থে আসিয়াছ, সামান্য অর্থের লোভে তীর্থে আর পাপ ক্রয় করিও না। তোমরা পরস্পর পরস্পরের রক্ষক—শরীরের রক্ষক ও অর্থের রক্ষক। সহযাত্রীর প্রতি যদি এই অত্যাচার কর তাহাহইলে দুইটী পাপ হইবে। ভগবানের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি—এই দুই অপরাধের জন্য দায়ী হইবে। আমি তোমাদের কাহাকেও টাকা লইতে দেখি নাই বটে কিন্তু যাঁহার রাজ্যে বাস কর ও যিনি সকল সুখ দুঃখের কর্ত্তা তিনি দেখিয়াছেন। যিনি এই গুরু পাপ করিয়াছেন তিনি মনে মনে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং অনাথিনীর টাকা কয়েকটী ফেলিয়া দিউন।"

শাশুড়ীর গম্ভীর দেবী মূর্ত্তি। তাঁহার মধুময় দৈববাণীর ন্যায় বাক্য যাত্রীগণ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন। সকলেই স্ব স্ব গাঠারি ব্যাগের নিম্নদেশে টাকার সন্ধান করিতে লাগিলেন। একটী বৃদ্ধারমণী তাহার ক্ষুদ্র একটি গাটরির নিম্নে গেজে সহ টাকা গুলি পাইলেন। তিনি সহাস্য মুখে টাকার গেজটি স্বত্বাধিকারিণীকে দিলেন। একটি রমণীর মুখশ্রী দেখিয়া—আমার শাশুড়ী ইঙ্গিতে আমাকে বলিলেন যে সেই রমণীই অর্থ অপহরণ করিয়াছিল।

সূর্য্য অস্তগমন করিলেন। অষ্টমীর চন্দ্র আকাশে আসিয়া উদিত হইলেন। গ্রীষ্মের ফুল ফুটিয়া উঠিল, সান্ধ্য বায়ু ছুটাছুটী করিতে

লাগিল, গঙ্গাজল পবন হিল্লোলে তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া উঠিল; তরঙ্গের নৃত্য, পবনের খেলা দেখিয়া বিহঙ্গকুল নিশার অধিপতি শশাঙ্কের যশ গাহিতে গাহিতে কুলায়াভিমুখে ছুটিল এবং কেহ কুলায়ে যাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিল। কুলকামিনীগণ নিশাধিপতির নবাভিষেকে বসন ভূষণে সাজিয়া বসিলেন। নবাধিপের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কুলকামিনীগণ শঙ্খ বাজাইয়া আলোক জ্বালিয়া ধূপের গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল সৌরভে আমোদিত করিলেন। এমন সময়ে আমাদের ট্রেন আসিয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদে প্রথম রজনী।

আমরা এলাহাবাদ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে নামিবা মাত্র পাণ্ডাদিগের অনুচর সহচর ও ভৃত্য আসিয়া আমাদিগকে ধরিল। সৌভাগ্য ক্রমে যে পাণ্ডাদিগের লোক আমাদের সেতো নৈহাটী হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল সেও ষ্টেশনে আসিয়াছিল। সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক যাত্রীকে ধরিয়া ফেলিল। আমার শ্বাশুড়ী তাহাকে ধীরে ধীরে বলিলেন "দেখ বাবা আমরা তীর্থের কাজ সেরে গিয়েছি। আমরা একটা ভাল বাড়ী নিয়ে এখানে কিছু দিন বাস কর্‌ব। আমাদের ইচ্ছা যে, আজ একটা ধর্ম্মশালায় থাকি কা'ল গাঙ্গুলী মহাশয় আস্‌লে দেখে একটা ভাল বাড়ী কর্‌ব।

সেতো—ধর্ম্মশালায় যাবেন কেন? ভাল ধর্ম্মশালা নিকটে নাই। ধর্ম্মশালা নিরাপদ স্থানও নহে। ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মার্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া

ধর্ম্মশালা ক'রে দিয়েছেন। পাপীরা পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দ্বারবান ও ভৃত্যদিগকে উৎকোচ দিয়া কত অধর্ম্মাচরণ কর্‌ছে। মা, ধর্ম্মশালায় যাইবেন না। গাঙ্গুলী মহাশয় আস্‌লে আমিই তাহাকে ষ্টেশন হইতে লয়ে আপনাদিগকে দেখিয়ে দেব। আমিই ভাল বাড়ী করে দিব। আমার শ্বাশুড়ী সেতোকে ভাল লোকই জানিতেন তিনি তাহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। আমরা বহু যাত্রীর সহিত সেতো ভজহরির সহিত চলিলাম সহরের মধ্যে একটী বড় বাড়ীতে আমাদের বাসা হইল। অন্যান্য যাত্রীগণ অন্যান্য গৃহে থাকিলেন। আমি ও আমার শ্বাশুড়ী একটী ক্ষুদ্র গৃহে থাকিলাম। ভজহরি আমাদিগের রাত্রের আহার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিল। আমরা তীর্থে আসিলেও আমাদের সঙ্গে দুই একখানি ভাল গ্রন্থ ছিল। একটী বাতায়নপথ ঈষৎ মুক্ত করিয়া দিয়া আমার শ্বাশুড়ী বাতায়নে বসিলেন; আমি তাঁহার নিকট রামায়ণ পাঠ করিতে লাগিলাম। আমি এত মনোযোগে পড়িতেছি এবং শ্বাশুড়ী এত মনোযোগে শুনিতেছেন যে রাত্রি একটা বাজিয়াছে, তাহা আমরা শুনিতে পাই নাই। অকস্মাৎ পার্শ্বের ঘরের গোলযোগে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। আমরা শুনিলাম "মথুরানাথ খুন হইয়াছে মথুরানাথ খুন হইয়াছে।" বিশেষ গোলযোগ উঠিল। আমার শ্বাশুড়ী আমাকে ঘরের দ্বার রোধ করিয়া থাকিতে বলিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে ফিরিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—বোধ হয় কোনও স্ত্রীলোক ঘটিত গোল। দুই ঘর পাশাপাশি। এক ঘরে পুরুষের অন্য ঘরে স্ত্রীলোকের শয়নস্থান। এক স্ত্রীলোকের শয্যাপার্শ্ব হইতে অন্য পুরুষের ঘর পর্য্যন্ত রক্তের দাগ রহিয়াছে। এমনি ছোরাই মারিয়াছে যে বুকে মারা ছোরা পিঠ দিয়া বাহির হইয়াছে। লোকটী মরে নাই বটে এখনই মরিবে। সে

বলিতেছে অঘোর নাথ আমায় খুন করিয়াছে। আমার দোষ কি? রাই কিশোরী তার অযোগ্য। আমি তীর্থে এসেছি. সেই সঙ্গে সঙ্গে অঘোর নাথও এসেছে। অঘোরের মতলব না থাক্‌লে আস্‌বে কেন?

খাশুড়ী এই কথা বলিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বসিলেন। নিকটের গৃহে নর হত্যা হইল, আমারও বড় ভয় করিতে লাগিল। আমার খাশুড়ীর মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল তিনি স্থানান্তরে যাইবার অভিলাষিণী হইয়াছেন। এমন সময় আমাদের সেতো ভজহরি আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল "মামা ঘুমায়েছেন কি?" মাতা বাতায়ন মুক্ত করিয়া কহিলেন "ভজহরি! আমরা ঘুমাই নাই। পার্শ্বের ঘরে খুন, আমার সঙ্গে একটী বউ, এখনই পুলিসে বাড়ী পূর্ণ হবে।"

ভজ। তাই মা আপনাদের আমি এখান হ'তে সরাতেই এসেছি। ও সব বড় লোকের ঘরের বড় কথা ওর মধ্যে আপনাদের থাকার দরকার নাই। আসুন, আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি, আপনাদের অন্য বাড়ীতে রেখে আসি। পুলিসে এসেত সকলেরই জবানবন্দী নেবে। এঘরে যে লোক ছিল তাহা কেহ জানে না। বাড়ী আমার জেম্বা, আমি বল্‌ব এঘরে কোনও লোক ছিল না।

আমরা আর কথা বলিলাম না। ভজহরির সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। বাড়ীর দ্বারেই এক খানি গাড়ি ছিল। আমরা গাড়ির মধ্যে উঠিলাম, ভজ হরি গাড়ির উপরে থাকিল। আমরা ছয় সাত মিনিটের মধ্যে আর এক বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভজহরি গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া রামদিন রামদিন বলিয়া ডাকিতে লাগিল। দুই তিন ডাক দিলে রামদিন দ্বার খুলিয়া দিল। ভজহরি রামদিনের হাতে একটী হারিকেন ল্যান্টার্ণ দিয়া তাহার কানে কানে চুপে চুপে কি বলিয়া দিল। এবং

আমাদিগকে প্রকাশ্যে বলিল "আপনারা এই রামদিনের সঙ্গে যান। এ আপনাদের সব যোগাড় করিয়া দিবে। আমি সেই খুনের বাড়ী শীঘ্র শীঘ্র যাই।"

এই বলিয়া ভজহরি চলিয়া গেল। রামদিন আমাদিগকে একটী ক্ষুদ্র পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন গৃহ দেখাইয়া দিল। আমাদিগের যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল সকল আনিয়া দিল। এবাড়ীটীও একটী যাত্রী থাকিবার বাড়ী। এগৃহের অন্যান্য ঘরে অনেক যাত্রী ছিল। আমরা সেই ভয়ানক দৃশ্যের স্থান ছাড়িয়া আসিলাম তথাপি আমাদের ভয় ছাড়িল না। কিন্তু এ বাড়ীতে আসিয়া একটু ভুলিবার সুবিধা হইল। আমরা যে ঘরে থাকিলাম তাহার পার্শ্বের ঘরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুরুষ ছিল। ইহাদের মধ্যে রাঢ়ি ও বারেন্দ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বড় কলহ আরম্ভ করিয়া ছিল। কলহের প্রথম ভাগ আমরা জানিতে পারি নাই। আমরা কলহের যে অংশ হইতে শুনিলাম তাহা এই।—

এক বারেন্দ্র শ্রেণী রমণী কহিতেছেন "তোমরা রাঢ়ি বামন তোমাদের হাতের জল খাইতে নাই। তোমাদের ত্রিশ বছরে মেয়ের বিয়ে হয় না। আর তোমাদের যে মেয়ের বা বিয়ে হয় তারও ইহ জন্মে স্বামীর সহিত দেখা নেই। অথচ ছেলে পিলে হওয়া বন্দ নাই। যত রাঁধুনে ঠাকুর মেঠাইওয়ালা তোমাদের মধ্যে।

রাঢ়ি রমণী উত্তর করিলেন যাহোক আমাদের মধ্যে বিধবাবিবাহটা চল নাই। তোমাদের পাকাকুল, তোমাদের কুল যাবার নয়। বিধবা বিবাহে তোমাদের কুল রক্ষা হয়। আগে কুশের সঙ্গে করণ তার পড়ে ভাদুড়ী কন্যার বিয়ে। যা'দের মধ্যে বিধবাবিবাহ হয় তাদের জলটা খুব চলে বুঝি!

বারেন্দ্র রমণী। আমরা শাস্ত্রের নিয়মে কুশ করি। তোমাদের বিধবারা আচার আহ্নিক জানে না, পূজা অর্চ্চনা করে না।

রাঢ়ীয় রমণী। আমরাও অশাস্ত্রীয় কিছু করিনা। আধুনিক স্মৃতিতে বলে অষ্টম বর্ষে কন্যা দান করিলে গৌরী দানের ফল হয়। নয় বৎসরে কন্যা দান করিলে রোহিণী দানের ফল হয়। দশ বৎসরে কন্যাদান করিলে কন্যা দানের ফল হয়। ঊর্দ্ধ বয়সের কন্যা দান করিলে ঋতুবতী কন্যা দান করা হয়। কিন্তু মনু বলেন ত্রিশ বৎসরের ছেলের সঙ্গে দ্বাদশ বৎসরের কন্যার বিবাহ দিবে। আর চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত অষ্টম বর্ষ বয়স্কা কন্যারও বিবাহ হইতে পারে। বার বছরে মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় যা বিশ বছরে মেয়ের বিয়ে দেওয়াও তা। আমরা মনু মানি তোমরা মান স্মার্ত্ত ভট্টাচার্জ্জি রঘুনন্দনের পাতাড়ি। আমাদের আচার আহ্নিক থাকুক আর নাই থাকুক আমাদের বিধবার বিবাহ চল নাই।

বারেন্দ্র রমণী। আমাদের কন্যা করণে বিধবা হল কিসে? করণ কুল রক্ষার শাস্ত্রীয় প্রকরণ বিশেষ, অথবা কুলীনদিগের গড়ান কার্য্য বিশেষ। তোদের কোন দোষ নাই? হাড়ি, ডোম, মুচি, মুসলমান, সব দোষ তোদের আছে। তোদের দোষ নিয়েই কুল।

রাঃ রমণী। তোমাদের একুশকরা বিয়ে দেওয়া বিধবাগুলাকি কুশপুত্তলিকায় যদি প্রেতত্ব যায় তবে কুশে কি বিধবা হয় না? আমাদের যার যত বড় কুল তার তত বড় দোষ। চন্দরটা যত বড় উজ্জ্বল তার কলঙ্কটাও তেমন বড। তোমাদের কুলে দোষ নাই? যা'হোক আমাদের মধ্যে খাঁ, মণ্ডল, সিকদের, ভুঁয়ে, বিশ্বেস নাই। এবং আমরা মুশলমানের সঙ্গেও মেয়েও আদান প্রদান করি নাই।

এই সময়ে আমার শাশুড়ি ধীরে ধীরে আমাদের গৃহের দ্বার খুলিয়া

অতি মধুর স্বরে বলিলেন :—মা তোমরা কিসের গোল কর? রাঢ়ি বারেন্দ্র কি দুই! এক অঞ্চক ব্রাহ্মণেরই সন্তান। কেহ রাঢ়ে কেহ বরেন্দ্র ভূমে বাস করায় রাঢ়ি বারেন্দ্র হইয়াছে। সেকালে দেশে চোর ডাকাত ছিল; বড়নদী পার হওয়া কঠিন ছিল তাই রাঢ়ি বারেন্দ্র দুই ভাগ হয়ে গেছে—বিয়ে থাওয়া হয় না। কুল উভয় দলের আছে। রাঢ়ির মেল বারেন্দ্রের পটি, কুল কাহারই ভাল না। কৌলিন্য মর্য্যাদা দুইশ্রেণী ব্রাহ্মনেরই বংশগত হওয়ায় উভয় দলেরই সর্ব্বনাশ হয়েছে। করণে বারেন্দ্রগণ জাতি রক্ষা করছেন, আর রাঢ়িগণ কন্যার বিয়ে না দিয়ে কুলমর্য্যাদার পূজা করছেন। মনুষ্যপ্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ। ভালমন্দ লোক উভয় দলে আছে। আর আচার আহ্নিকের কথা যে বলে মা, সেও উভয় দলেই সমান। যেথানে রাঢ়ির সমাজ বড সেখানে রাঢ়ির আচার ভাল ও যেথানে বারেন্দ্রের সমাজ বড় সেথানে বারেন্দ্রের আচার ভাল। রাঢ়িতে অনেক মিঠাইওয়ালা আছে, বারেন্দ্রের মধ্যে দেবল ও সপ্তসতী দোষাশ্রিত লোক আছে। ঘরে ঘরে ঝগড়া করা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। কায়স্থের মধ্যে ভাল লোক আছে, তাই চারি সম্প্রদায়ের কায়স্থ এক হইবার চেষ্টা হচ্ছে; ব্রাহ্মণের মধ্যে লোক নাই, তাই রাঢ়ি বারেন্দ্রের মধ্যে বিয়ে থাওয়া হওয়ার আয়োজন নাই। উভয় সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের কুল ত্যাগ করে আচার আহ্নিক বিদ্যা গৌরব দেখে মান সম্ভ্রম দেওয়া উচিত। উভয় দলের মধ্যে বিয়ে হওয়া উচিত। কুপ্রথাগুলির মধ্যে আর এ শিক্ষার দিনে থাকা উচিত নয়। রাঢ়ি বারেন্দ্র মিসলে বিয়ের ক্লেশ মিটিতে পারে। বড়দলে বড় শক্তি। রাঢ়ি বারেন্দ্র বৈদিক মিলিয়া গেলে বামনের শক্তি বাড়ে। কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, নওয়াথালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় কুল মর্য্যাদা নাই। রাঢ়ি বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহাদি চলে। আমাদের গৃহবিচ্ছেদই

সকল সর্ব্বনাশের মূল। আমরা বড় হ'তে জানি না—বড় দল বাঁধিতে জানি না। বল সঞ্চয় করিতে পারি না. আমরা শক্তিমান কিসে হব?

শাশুড়ীর মুখের দিকে রাঢ়ি ও বারেন্দ্র রমণীগণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিলেন। তাঁহার কথাগুলি তাঁহারা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তাঁহাদিগের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। বারেন্দ্র রমণীগণের বাড়ী রাজসাহি জেলায়, ও রাঢ়িশ্রেণীর রমণীগণের বাড়ী নদিয়া জেলায়। আর কলহ হইল না। আমরা মিষ্ট কথোপকথনে রজনী অতিবাহিত করিলাম। তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইবার পর হইতে এইরূপ রাত্রি জাগরণে আর আমাদিগের ক্লেশ হইত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্থানান্তরে যাত্রা।

এলাহাবাদসহরে পৌঁছিবার পরদিন বেলা চার দণ্ড হইয়াছে। সৌরকরে রজতধবল অট্টালিকা সকল অধিকতর চাকচিক্যশালী হইয়াছে। পাখি সকল ইতস্ততঃ ডাকিয়া ফিরিতেছে। গাড়ি ঘড় ঘড় শব্দে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে। নরনারী সকল কোলাহল করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ছুটিতেছেন, ফেরিওয়ালা ডাক ছাড়িতেছে, এবং দোকানদার দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। ভবের বাজারে সকলেই দোকানদার। জীবনটাই এক কারবারের ক্ষেত্র। কেহ এই কারবার হইতে মূলধন হারাইয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া স্বস্থানে চলিয়া যায়, কেহ বা এস্থান হইতে মূলধনের সহিত দশগুণ লাভ সহ যশোময় পুণ্য লইয়া গমন করে।

এইসময়ে ভজহরি আসিয়া আমাদের নিকট উপনীত হইল। ভজ-হরি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, রাত্রে ভাল ছিলেন ত ?"

মাতা উত্তর করিলেন—"বেশ ছিলাম। গাঙ্গুলী মহাশয়ের কোনও সন্ধান লয়েছ কি ?"

ভজ। গাঙ্গুলী মহাশয়ের কোনও সন্ধান লইতে পারি নাই, তবে ষ্টেশনে লোক আছে। তিনি আস্‌লে এখানে নিয়ে আস্‌বে। আকি-সেই খুনের ওখানে এপর্য্যন্ত ছিলাম। সেখান হ'তে নড়্‌তে পারি নাই। কত পুলিস জড় হয়েছে। খুনেরও একরূপ আস্কারা হয়েছে।

মাতা। কে খুন করেছে বাবা ?

ভজ। সে অনেক কথা মা। এরূপ যে একটা খুন জখম হবে তা আমি পূর্ব্বেই জানি। আমি বৈদ্যনাথ হ'তে ঐ যাত্রীদলের সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। রাই কিশোরী ঠাকুরাণ হুগলি অঞ্চলের কোনও জমিদারের বালবিধবা আদুরে কন্যা। তিনি এবার তাঁহার পিসিমাতা ও এক মাতুল ও গ্রামের অন্যান্য যাত্রীর সহিত তীর্থে এসেছেন। মথুরানাথ ও অঘোর নাথ তাহার দুই প্রেমাকাঙ্খী। মথুরানাথের ইচ্ছা শাস্ত্রানুসারে কিশোরীকে বিবাহ করে। কিশোরীর পিতামাতার কোনও সময়ে সেই ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা থাকিলে কি হবে সকলেরত সৎসাহস থাকে না ! সমাজের ভয়ে পিতা মাতা কিশোরীর বে দিতে পারেন নাই। কিশোরী ও কিশোরীর পিতামাতার হয়ত ইচ্ছা কিশোরী তীর্থে বেরুলে মথুরানাথ তাহাকে চুরি করে নিয়ে পালায় এবং গোপনে বে করে। কিশোরী বৈদ্যনাথ এলে দুই দিন পরে মথুরানাথ ঐ দলে এসে মিলেছে। অঘোরনাথেরও ইচ্ছা সে কিশোরী কে বে করুক বা না করুক সে কিশোরীর অনুগ্রহ পাত্র হয়। অঘোর

ও মথুরানাথে নিয়ত কলহ হইত। মথুরানাথ শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও মিষ্ট ভাষী। অঘোর অশিক্ষিত, গোঁয়ার ও কোমল স্বভাব। অঘোর মথুরানাথের কার্য্য দেখছিল। কা'ল রাত্রে কিশোরীকে লয়ে মথুরানাথের পালাইবার পরামর্শ ছিল। মথুরানাথ কিশোরীর নিকট থেয়ে কিশোরীর অর্থ বাঁধা ছাঁদা করে বেরোনের উদ্যোগ কচ্ছিল, অমনি অঘোর যেয়ে মথুরানাথকে ছোরা মেরেছে। মথুরানাথ মরে গিয়েছে, অঘোরেরও ফাঁসি হবে। কিশোরী, কিশোরীর পিসি ও আরও তিন চারজন লোক খুন করতে দেখেছে। এ খুন নিয়ে খুব তোলপাড় হ'বে। বাঙ্গলা হ'তে পর্য্যন্ত সাক্ষি আসবে। অঘোর খুন সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। অঘোর বলে—কিশোরীর টাকা চুরি করতে চোর এসেছিল সেই মথুরানাথকে খুন করেছে।

মাতা এই কথা শুনিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। ভজহরি আমাদের খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিল। আমরা অন্যান্য যাত্রির সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম। আমাদের রন্ধনের ঘরও পৃথক ছিল। আমরা আপনাদের মত রন্ধন করিয়া আহার করলে কোনও গোল হইত না। বরিশালের কায়স্থ ও বৈদ্য দলে তুমুল কলহ বাধিয়াছিল। এক কায়স্থ রমণী বলিলেন—গঙ্গাজল, তাই বৈদ্যের জল খাইতেছি। দেশে যেয়ে আর বৈদ্যের জল খাব না। বৈদ্য এখন পৈতে নিয়েছে। পনের দিন অশৌচ এক মাস স্থলে পালন করছে। ওরা এখন পতিত, ওদের জল স্পর্শ করা যায় না। বৈদ্য রমণী কহিলেন—"পনের দিন অশৌচ পালন ও পৈতে নেওয়া রাঢ়ি বৈদ্যের চির কালই আছে। বারেন্দ্র বৈদ্য আচার ভ্রষ্ট হয়ে পৈতে ফেলে একমাস অশৌচ পালন করছিল। এখন শাস্ত্র অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করে বৈদ্যরা পৈতা নিচ্ছে এতে দোষ কি? কায়েতের জলই খাওয়া যায়

না। কায়েতে কি কাজ না করে? কায়েত চাকর, কায়েত নৌকার মাঝি, কায়েত দোকানদার, কায়েত ফেরিওয়ালা। কায়েতের মধ্যে কত জাত্ মিশেছে।

কাঃ রমা। পূব অঞ্চলে বৈদ্য কায়েতে বিবাহাদি কাজ হয়। বন্দির ঘটকের পুথিতে আছে নাগের মেয়ে আমাদের দেশের বন্দির বড় কুলিনে বে করেছে। কায়স্থের সঙ্গে মেয়ে আদান প্রদান করে বারেন্দ্র বৈদ্য কায়স্থের আচার ধরেছে। অবস্থা মন্দ হলে বৈদ্যতেও কত হীন কাজ করে। কায়স্থে যেমন খানসামা, দোকানদার হয়, কত রাজা রাজড়াও আছে। রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা শত্রুজিৎ, রাজা সীতারাম, রাজা রামচন্দ্র, রাজা লক্ষ্মণমানিক্য পূর্ব্বকালে কায়স্থসমাজে ছিল। এখন দিনাজপুরের রাজা রায় বাহাদুর, রঙ্গপুরের কাকিনার রাজা, ডিমলার রাজা ময়মনসিংহের আঠার বাড়ীর রাজা, যশোহরের কাঁচড়ার রাজা ও কলিকাতায় শোভাবাজারের রাজা কায়েত। কায়েত বৈদ্য অপেক্ষা ভাল। কায়েত দোজেতে নয়। কায়েত পরের পৈতে নিয়ে বামন সাজে নাই। যে ইচ্ছে করে সেইত বৈদ্য হয়। তাই বৈদ্যর মধ্যে হাম্ বৈদ্যর দল।

বৈদ্য কায়স্থে এইরূপ বিষম গোলযোগ বাধিল। রন্ধন পাক আর হয় না। সকলেই এই ঝগড়া শুনিতেছেন। এমন সময় এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বলিলেন মা সকল গোল কোরো না। আমি তোমাদের দুই দলেরই পুরোহিত। বৈদ্য কায়স্থ কেহ কম নয়। বৈদ্য পৈতা নিয়েছে কায়স্থেও নিল বলে। পৈতা লওয়ায়, অশৌচ কমায়—কাহারও কোনও ক্ষতি নাই। বস্তুত ইহাতে সমাজের মঙ্গল আছে। পৈতে লইলেই ব্রাহ্মণের অনুকরণে কায়স্থ বৈদ্যের আচার আহ্নিক একটু ভাল হবে। পৈতায় বড় হইবার আশা প্রকাশ করছে, পৈতা গলায় থাক্‌লে তো

আশা সর্ব্বদা মনে থাক্‌বে। আর অশৌচের কথা বল্‌ছ মা—অশৌচ একমাস স্থলে পনের দিন করায় কোনও দোষ নাই। এখন ইংরেজ আমলে যেমন আইন বদলায়—হিন্দুর স্বাধীন অবস্থায় সেইরূপ শাস্ত্র বদলাইত। এখন দেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা নাই। বড় পণ্ডিত নাই. দেশাচার ও দেশের অবস্থা চিন্তা কর্‌বার লোক নাই তাই শাস্ত্র বদলায় না। প্রাচীন স্মৃতির পরিবর্ত্তে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যে নূতন স্মৃতি করেন তাহা ত শুনেছ মা! রঘুনন্দনের পর আর শাস্ত্র বদলায় নাই। একটা শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন দেখাই,—মনু বলেন, ত্রিশ বৎসরের ছেলের সঙ্গে চার বৎসরের মেয়ের বে হবে। পরাশরের সহিত একমত হয়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলেন "সামাল সামাল, দশের উপরে যেন মেয়ে যায় না, দশের পূর্ব্বেই যেন মেয়ের বিবাহ হয়। এইরূপ মনুর সহিত প্রত্যেক সংহিতার কত মত ভেদ আছে। রঘুনন্দন সকল প্রাচীন সংহিতা ভেঙ্গে চুরে দশ সংহিতার দশটী ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর মতে যা ভাল বোধ হয়েছে তাই গড়ে পিটে উঠাইয়াছেন। এখন শাস্ত্র পরিবর্ত্তন করার উপযুক্ত লোক নাই। ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে একমাস স্থলে পনের দিন অশৌচ হ'ল। আর একটা কথাও বলি—প্রয়োজন অনুসারে শাস্ত্র। আজ কা'ল এই অন্ন কষ্টের দিনে, মুটে মুজুরের দিনে, কাহারও একমাস অশৌচ পালন করা উচিত না। সে একমাস সকল কাজকর্ম্ম বন্ধ দিতে হয়। এখন অশৌচ যত কমে যায় ততই ভাল। আমাদের দেশে যে কাহারও জল চল এবং কাহারও অচল হয়েছে এও নূতন বিধান। পূর্ব্বে অন্নবিচার ও ছিল না, জলবিচারও ছিল না। যখন দলে দলে বিদেশী লোক এদেশে আস্‌তে লাগ্‌ল, যখন আর্য্য অনার্য্য মিস্‌তে লাগ্‌ল, তখন হিন্দু জাতি অন্য জাতির সঙ্গে মিশে যাবে ভয়ে ইতরের সঙ্গে ভদ্রের মিলনে পতন হবে ভয়ে অন্নজলের ভেদাভেদ। বৈদ্যের অন্নজল কায়স্থ এবং

কায়স্থের অন্নজল বৈছে খেলে কোনও দোষ নাই। মা সকল, আর গোল করো না। আচ্ছা আমিই পাক করছি।

বৃদ্ধব্রাহ্মণকে আমার শাশুড়ী পাক করিতে দিলেন না। আমি ও আমার শাশুড়ী রন্ধন করিলাম। আমাদিগের সকলের আহার শেষ করিতে বেলা শেষ হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে ভজহরি আসিয়া বলিল— "মা, গাঙ্গুলীমহাশয়ের সন্ধান পেয়েছি। গাঙ্গুলীমহাশয়ের উদরাময় বড় বেড়েছে। আমাদের লোকেরা তাঁহার চিকিৎসা ও বাসের সু-বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। তাঁর এখানে আস্‌তে দুই চার দিন দেরি হবে। আপনাদের যাত্রীদলের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাক্‌তে কষ্ট হবে। এই সহরে একজন বাঙ্গালী বড় ডাক্তার আছেন। তিনি খুব ভাল লোক, তিনি গরীবের মা বাপ। তিনি অনেক লোকের আশ্রয় দেন। আমি তাঁর নিকট আপনাদের কথা বলেছি। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁর বাড়ীতে পরম সুখে থাক্‌তে পারেন।

মাতা ভজহরির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভজহরি একখানি গাড়ি লইয়া আসিল। আমরা রাত্রি আটটার সময় ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বাড়ী অমরাবতী। আমরা বাড়ীর অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র একটী পরিচারিকা আমাদিগকে অন্তঃপুরের দ্বিতলে লইয়া গেল। সেই পরিচারিকাই আমাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিল। সুধাধবলিত সুন্দর গৃহ। মর্ম্মরপ্রস্তর বিনির্ম্মিত গৃহতল। দ্বার গবাক্ষ বৃহৎ ও সুন্দর। গৃহোপকরণ সুন্দর, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাড়ীটী আমার নিকট হরির গোলক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত মিলন।

তিন দিন আমরা ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আছি। আমাদের কোনও ক্লেশ নাই পরম সুখে আছি। আমরা শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া আসি। পরিচারিকা আমাদের আহারের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেয়। আমরা তীর্থস্থানে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিব না বলিয়া কোনও দ্রব্য গ্রহণ করি না। ডাক্তার বাবুর বাসায় পরিবার নাই। এই পরিচারিকাও আমাদিগের জন্য নূতন নিযুক্ত হইয়াছে। ডাক্তার বাবুর সহিত আমাদের কথনও দেখা হয় না। তিনি বহির্ব্বাটীতে থাকেন এবং তথায়ই আহার করেন। এস্থানে ভজহরি আসিয়াও আমাদের সহিত দেখা করিতে পারে না।

চতুর্থ দিন প্রাতে পরিচারিকা আসিয়া বলিল—অদ্য এগারটার ট্রেণে গাঙ্গুলীমহাশয় বাসায় আসিবেন। সত্য সত্যই বেলা এগারটার সময় গাঙ্গুলী মহাশয় বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বড় পীড়িত ও দুর্ব্বল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে ডাক্তার বাবু একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ কবিরাজকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আট দিনের চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় গঙ্গোপাধ্যায়ের পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। আমরা বড় সুখী হইলাম। আমরা এই বাসাতেই থাকিব কি স্থানান্তরে যাইব সেই বিষয়ে অনেক কথোপকথন করিলাম। পরিচারিকা বোধ হয় সেই কথা ডাক্তারবাবুকে জানাইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে পরিচারিকা আমাদিগকে জানাইল যে, আমরা ডাক্তার বাবুর বাটীতে থাকিলে তিনি পরম সুখী হইবেন। আমরা অন্যত্র গেলে তিনি দুঃখিত হইবেন। আমারও ইচ্ছা নয় যে তেমন সুন্দর বাড়ীটী ত্যাগ করি। মাতার ইচ্ছাও আমার ইচ্ছার অনুরূপ।

দ্বাদশ দিনের দিন বেলা এগারটার সময় আহাদির অন্তে পরিচারিকা গল্পচ্ছলে জানাইল যে, ডাক্তার বাবুর একটী বন্ধু আসিয়াছেন। এই বাবুর নিকট ডাক্তার বাবুর অনেক টাকা ছিল। এই বন্ধু একজন বড় কনট্রাক্টর। ইনি দীর্ঘকাল কনট্রাক্টের কার্য্যে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। এবার তাহার ছয় লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। ডাক্তার বাবু তাহার তিন ভাগের একভাগ দুই লক্ষ টাকা পাইবেন। বন্ধু বাবু সেই টাকা লইয়া আসিয়াছেন। বাসায় খুব বড় ভোজ হইবে। পরিচারিকা ডাক্তার বাবু ও তাঁহার বন্ধুর অনেক প্রশংসা করিল। আমার ও মাতার ডাক্তার বাবু ও তাঁহার বন্ধুকে দেখিবার জন্য বড় কৌতুহল জন্মিল।

ত্রয়োদশ দিনের দিন প্রাতে আমরা গঙ্গা স্নান করিয়া আসিয়াছি। বাবুর পুষ্পোদ্যান হইতেই আমরা নানাজাতীয় পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়াছি। প্রাতে আমি গাঙ্গুলীমহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পূজা আহ্নিক শেষ করিয়াছি। মাতা পূজা আহ্নিক আমাদের শেষে শেষ করিয়া বলিলেন "মা, আজ তোমার শ্বশুর এখানে আসিবেন। রাজকুমারকেও আজ আমি পাইব। আজ আমার জীবনের বড় একটা সৌভাগ্যের দিন হইবে।

গাঙ্গুলীমহাশয়ের সহধর্ম্মিণী নিজে পূজা আহ্নিক করিতেন না। গঙ্গোপাধ্যায় পূজা আহ্নিক করিতেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহারা মাতার কথায় বড় প্রত্যয় করিলেন না। আমি মাতার কথা আংশিক প্রত্যয় করিয়া বলিলাম "আজ আবার মার হাতে ফুল পড়েছে নাকি?" মাতা সহাস্য মুখে বলিলেন, কেবল ফুল আমার হাতে পড়েনি, ফুল আমার হাতে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর কণ্টকিত হয়েছে ও আমার স্তনের দুগ্ধ গড়িয়ে

পড়েছে। আমি স্বামীর পাদপদ্ম কল্পনা করলে দেখতে পেয়েছি আমার যুবকপুত্র রাজকুমার প্রফুল্লমুখে হৃষ্টচিত্তে অগ্রে অগ্রে, আর তৎপশ্চাদ্দিকে তাহার পিতা আস্‌ছেন।

আমি সত্য সত্য দেখিলাম, মাতার পূর্ব্বে দুগ্ধহীন স্তন দিয়া দুগ্ধ ধারা প্রবাহিত হইয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়াছে। আমারও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

বড় গরম। আমি একটী জানলার নিকট বসিলাম, মৃদুমন্দ বায়ু আসিয়া আমার গায়ে লাগিতে লাগিল। উদ্যানের বিকসিত কুসুম সৌরভ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিতে লাগিল। মাতা ও গঙ্গোপাধ্যায়গৃহিণী একখানি মাদুরের উপর বসিলেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ধূমপান করিয়া একখানি বৃহৎ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক গীতার একাদশ অধ্যায় হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমরা মনোযোগের সহিত গীতা পাঠ শুনিতে লাগিলাম। কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া গঙ্গোপাধ্যায় জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন।

অদ্য রবিবার। আফিস স্কুল সকল বন্দ। রাস্তায় জনকোলাহল একটু বেশী। আমি যে বাতায়নে বসিয়া আছি তথা হইতে সেই বাটীর পূর্ব্বপার্শ্বস্থ রাজপথের সকল লোকজন দেখা যাইতেছে। আমি গীতা শুনিতেছি আর রাজপথের লোক দেখিতেছি।

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ। অদ্য শুক্লা পঞ্চমী। রাজপথ ও সৌধাবলী সৌরকরে উদ্ভাসিত। বাবুর বাড়ীর পূর্ব্বপার্শ্বস্থ কুসুমোদ্যানের তরুলতা সকল কুসুমভূষণে সজ্জিত, পত্রবসনে আচ্ছাদিত, ও বায়ুভরে কম্পিত। দূরে দূরে বৃক্ষশাখায় কোকিল বসিয়া কুহু কুহু করিতেছে। কোন কোন শাখায় দয়েল ও শালিক বসিয়া নৃত্য করিতেছে। কোন কোন শাখায় গম্ভীর ভাবে বায়স বসিয়া চক্ষু বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া খাদ্য

অনুসন্ধান করিতেছে। দূরে কোনও পাখি 'বৌ কথা কও' 'বৌ কথা কও' করিতেছে। বহুদূরে কোনও পাখি 'বৌ সরষে কোট্' 'বৌ সরষে কোট্' করিতেছে। আমার মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইতেছে।

এমন সময়ে আমি রাস্তার দিকে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি একটী ভদ্রলোক পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছেন "চাবি বালিসের তলে, চাবি আনায় প্রয়োজন হয় এন, আমি দশটায় ফিরিব।

বাবু যাহার সহিত কথা বলিতেছেন সে আরও যেন কি কথা বলিল। বাবু ফিরিয়া সেই দিকে চলিয়া গেলেন। আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। এবার আমি বাবুকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। কি মনোহর মূর্ত্তি! কি দেবোপম কান্তি! কি অপূর্ব্ব দৃষ্টি! আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ হইল। আমার সকল শরীর যেন কাঁপিয়া উঠিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া তথায় পড়িয়া গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

আমি একখানি মাদুরের উপর শয়ন করিয়া আছি। আমার মস্তক এক দেবোপমমূর্ত্তি পুরুষের ঊরুদেশে রহিয়াছে। আমার চক্ষু, মুখও মস্তক এবং পরিধেয় বস্ত্রের স্থানে স্থানে জলসিক্ত। আমি সন্দেহ করিতে লাগিলাম আমি স্বর্গে না মর্ত্তে। সেই দেবহস্ত হইতে মধ্যে মধ্যে দুইএক ফোঁটা জল আমার চক্ষুতে ও মস্তকে পড়িতেছে। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল অবগুণ্ঠন টানিয়া মস্তকে দেই কিন্তু আমার সে শক্তি হইল না।

এই সময়ে গাঙ্গুলিমহাশয় বলিলেন "ভয় নাই। মূর্চ্ছা গিয়াছে। জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই।" আমার মস্তকের নিকটে দেবোপম পুরুষ বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনাদের কাঁদাকাটি ও গোলমালে আমি ভেবেছিলাম, গাঙ্গুলীমহাশয়ের বুঝি শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে।

গাঙ্গুলী। তা ভাই তুমিত আমার শেষ অবস্থাই দেখ্‌তে চাও। সেই সুন্দর পুরুষ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় কোনও উত্তর না করিয়া বলিলেন—মা, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে দেখামাত্র চিন্‌তে পারবে না।

মাতা। মার কি সন্তান চিনতে দেরি হয়! না সন্তানের মা চিন্‌তে দেরি হয়? তোকে যে আজ আমি পাব তা আহ্নিকের সময়ই জানি। মুখুজ্জে মহাশয়ও নাগাত সন্ধ্যে এখানে আস্‌বেন।

ইতিমধ্যে এক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, ডাক্তার ও দেদারকে বাসায় পাওয়া গেল না। বাবু বলিলেন আর ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নাই। আমি ইত্যবসরে ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠনের বস্ত্র টানিয়া মস্তক আবৃত করিলাম, কিন্তু এখনও উঠিয়া বসিয়া সরিয়া যাইবার শক্তি আসে নাই। গাঙ্গুলীমহাশয় সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর হইতেন। তিনি বাবুকে বলিলেন ঐ দেখ বৌ ঘোমটায় মাথা ঢেকেছেন। উনি কি আর উঠেন? বয়ের এত সোহাগ, বয়ের উরুতে মাথা, উনি উঠবেন কেন?

বাবু। দাদা পীড়ার কদিন দিদির উরতে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে ওরূপ শোয়ার মজা বুঝেছেন।

গঙ্গোপাধ্যায়পত্নী। দূর্‌ পাগল, সেকালে লোকের মধ্যে ওরূপ শোয়া বসা নেই; ও হচ্ছে একেলে বাবুদের কাজ।

মাতা। দেখ্‌ রাজু, তোকে যে আমি এরূপ অবস্থায় এই পবিত্রধামে

পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তুই বড়লোক হবি, তোকে পাব। বৌমাকে দেখে আমার আরও বিশ্বাস হয়েছে সেই সতী, লক্ষ্মী, ননীর পুতুলের কপালে কখনও দুঃখ হইতে পারে না।• তার মন চরিত্র যেমন পবিত্র, তাহার মূর্ত্তি সেই রূপ দেবী মূর্ত্তি। দেখ্ রাজু, তুই কি মড়া কাটা ডাক্তার ?

রাজ। না মা, (সহাস্য বদনে) আমি মড়া কাটা ডাক্তার না। আমি উকিল। আইনের যারা শেষ পরীক্ষা দেয় ও যারা আইনসংক্রান্ত এক খানা বই লেখে তাহাদিগকে আইনের ডাক্তার বলে। আমি আইনের ডাক্তার।

মা। বেশ বেশ, শুনে বড় সুখী হলাম। মড়া কাটা ডাক্তার না হলেই বাঁচি। বামনের ছেলে সকাল নেই বিকেল নেই মড়া কাট্‌বে, বড় ঘেন্নার কথা। তোর নাম রাইমোহন রাখ্‌লে কেরে ? একি তোর শাশুড়ীর রাখা নাম ? ওনাম আমিও রাখি নাই, মুখুজ্জেও রাখে নাই।

রাজ। মা, তুমি কি মড়াকাটা ডাক্তারি বড় মন্দ মনে কর ? ডাক্তারি যে খুব ভাল কাজ। তোমার যে শিব—যাঁর পূজা না করে তুমি জল খাও না, সেই শিব মড়ার মধ্যে শ্মশানে থাকেন। তাঁহার খাওয়ার পাত্র, পানের পাত্র, গায়ের অলঙ্কার মড়ার হাড় আর মড়ার মাথা। যে শাস্ত্র পড়লে মানুষের উপকার করা যায় তা তুমি এত ঘৃণা কর কেন মা। আমার রাইমোহন নাম কাহারও রাখা না। আমি শ্বশুরবাড়ী হ'তে পালিয়ে নিজে নিজে ঐ নাম ধরেছিলাম। গত সপ্তাহের সংবাদ পত্রে আমি আবার রাজকুমার নাম লয়েছি। আগামী সপ্তাহ হ'তে কাগজপত্রে রাজকুমার নামই স্বাক্ষর করিব। আমি নাম পরিবর্ত্তনের মিথ্যাকথাকে পাপ মনে করি নাই।

মা। না বাপু, আমি ডাক্তারি ঘৃণা করি না, কুসংস্কার বশত মড়া

কাটায় মড়া ছ্যানার কেমন একটা ঘৃণা ঘৃণা করে। আচ্ছা বাবা শ্বশুর বাড়ী হ'তে পালালে কেন?

গাঙ্গুলীপত্নী কহিলেন বৌ বুঝি দাদাকে মেরেছিল।

গাঙ্গুলী দাদা। বৌ কি কেবল মেরেছিল? এই রূপে তাঁর সেবায় ত্রুটী হয়েছিল, সে কামড়িয়ে লাথিয়ে দিয়েছিল।

এই সময়ে আমি উঠিয়া বসিলাম। এবং সরিয়া যাইবার উপক্রম করিলাম। আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন "মা তুমি কি আমার কাছে এই শিক্ষা পেয়েছ?" আমি বরকে একটী প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গাঙ্গুলীদিদির নিকট গিয়ে বসিলাম।

গাঙ্গুলী দাদা বলিলেন, "দেখ দেখ রাজু দেখ, যতক্ষণ বউ মূর্চ্ছিত অজ্ঞান ছিল ততক্ষণ তুমি তোমার করে নিয়ে বসেছিলে। এখন যেই জ্ঞান হয়েছে সেই আমার লোক আমার দলে এসে বসেছেন। আমার নাতিবউ বটে কিন্তু এই তিন মাসের মধ্যে একদিনও তামাসা করি নাই। তোমার অভাবে আমরা মরার মত ছিলাম।

বর মাতার কথার উত্তরে বলিলেন শ্বশুরবাড়ী হ'তে আমার পলায়নের কারণ কিছুই না। এখনকার মত তখন বুঝিলে আর পলাইতাম না। আমি পরীক্ষায় প্রথম হই, আর আমার শালা পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়। আমার শ্বশুর শালাকে বহু গালাগালি দেন। তাহার কথায় আমি বুঝি তিনি আমাকে ও তাহার পুত্রকে সমান ভাবে দেখেন না। জামাই অপেক্ষা পুত্রের প্রতি যে লোকের স্নেহ অধিক একথা আমার বুঝা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন আমি গরিবের ছেলে—বাড়ী নাই, ঘর নাই, শ্বশুর বাড়ীতে থাকি। আমার জন্যে কিছুই না, বিপিনের জন্যে গৃহ শিক্ষক এবং বিপিনের জন্য সকল যত্ন। এই সব কথায় আমার বড় ঘৃণা হয়। আমার প্রতি আদর যত্ন মৌখিক।

তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করেন। শ্বশুরের ব্যয়ে আর পড়িব না. নিজের চেষ্টায় নিজে পড়িব, যাঁহারা ঘৃণা করেন তাহাদের অন্ন আর স্পর্শ করিব না মনে মনে এইরূপ একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। এখন মনে মনে ভাবি শ্বশুরের কথায় আমার এত রাগ ও ঘৃণা হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। পিতার পুত্রের প্রতি অধিকতর বাৎসল্য স্বাভাবিক। তখন তিনি আমার ও বিপিনের অবস্থা তুলনা করছিলেন। তাঁহার মনে যত থাকুক বা না থাকুক আমাকে ছোট ও বিপিনকে বড় করা তাঁহার প্রয়োজন ছিল। আমার শ্বাশুড়ীর প্রতি আমি কখনও রুষ্ট হই নাই। শ্বশুর বাড়ী থাকাই আমার ভাল বোধ হ'ত না। পূর্ব্বেই আমার ইচ্ছা ছিল সেখান হ'তে সরে যাব। শ্বশুরের কথায় সেই ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল।

মাতা। দুই লাখ টাকা লয়ে তোর বন্ধু কে এসেছেন?

বর। হরকিশোর দাদা।

মাতা। হর কিশোর এখানে?

বর। হাঁ, মা।

এইরূপ কথোপকথন করিতে বেলা হইয়া পড়িল। এ শুভদৃষ্ট, এ সুখের কথা ছাড়িয়া উঠিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। আমাদের স্নান আহার একটা জীবনের মহা উপদ্রব। আমরা স্নান আহার করিতে উঠিলাম। বাবু বহির্বাটীতে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দাদার টেলিগ্রাম।

বর বহির্বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে না হইতে বর ও তাহার বন্ধু এক টেলিগ্রাম লইয়া আসিলেন। বরের বন্ধু আসিয়া আমার শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার সহিত কত কথা কহিলেন।

শ্বাশুড়ী বলিলেন "হর কিশোর এই বাড়ীতেই আছেন? আমরা সকলেই এক বাড়ীতেই আছি অথচ কাহারও সঙ্গে দেখা শুনা হয় নাই। বিধাতার কি বিধান। তোর শরীর ভাল আছে ত?"

হরকিশোর। "হুঁা মা আমার শরীর বেশ আছে। আমি যেদেশে থাকি সেখানে কোনও ব্যাম পীড়া নাই।"

মাতা। "বেশ বেশ আমরা শুনলাম ডাক্তার বাবুর বন্ধু এসেছেন ডাক্তার বাবু কে তাও জানিনে। তাহার বন্ধু কে তাও জানিনে।"

হর। "তা মা ঠিক পাবেন কি করে? আপনার ছেলের সঙ্গেই আপনার দেখা হয় নাই।"

মাতা। তাইত হর, আমার যে এমন শুভদিন আসবে তা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই।

হর। আপনার যেমন দেব ভক্তি, আপনি যেমন তপ জপ করেন, তাতে আপনার ভাগ্য ভাল না হয়ে যেতে পারে না।

মাতা। বাবা রাজু, তোমার হাতে ও কি পত্র?

বর—মা এ কোনও পত্র না। বিপিন বাবু টেলিগ্রাম করেছেন তিনি সপরিবারে আস্‌চেন। টেলিগ্রাম আমার কাছে করেন নাই—, টেলিগ্রাম করেছেন আর একটী উকিল বাবুর নিকট। এখন আমি

সংবাদ পত্রে আমার প্রকৃত নাম ঘোষণা করেছি, দুই একদিনের মধ্যে আমার সকল আত্মীয়েরই আসার সম্ভব।

হর। মা আমি আপনার কাছে আর এক দরকারে এসেছি। আমরা তাকে একটু তামাসা করব। আপনি তাকে কিছু বলে দিবেন না।

মাতা। তা বাবা তোমরা তোমরা ঠাট্টা তামাসা কর্‌বে তা আমি কি বল্‌তে যাব।

এই কথার পর বর ও তাঁহার বন্ধু বহির্বাটীতে গমন করিলেন। আমি ও পাচক ব্রাহ্মণ উভয়েই পাক করিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় আমাদিগের আহার শেষ হইল। হরকিশোর বাবু আর দুই তিনটী বাবুর সহিত কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি দুইখানি গাড়ি লইয়া ষ্টেশনে যাইবেন স্থির হইল। সেদিন রাত্রে বাসায় বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইল। বরের মহরার, পাচক, ভৃত্য, পরিচারিকা স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। মহরার ভৃত্য লইয়া বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যাইতেছে। পরিচারিকাগণ মসলা পিসিতেছেন। গাঙ্গুলীদাদা, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও মাতা কি ভাবে কি কি দ্রব্য রন্ধন হইবে নিম্নতলে বসিয়া বন্দোবস্ত করিতেছেন। আমি দ্বিতলে যাইয়া আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার আয়োজন করিতেছি। অন্য ধৌত বস্ত্র পরিয়া আমিও রাঁধিতে আসিব এই আমার ইচ্ছা। এমন সময় আমার বর সেই আইনের ডাক্তারবাবু সেই প্রকোষ্ঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"ও ফুলি, তুই যে বড় ঘোমটা টেনে বৌ সেজেছিস্!" আমি উত্তর করিলাম—"কি বর? তুমিও যে ওষ্ঠে গোঁপ আঁটিয়া মাথায় টেড়ি কাটিয়া বড় বাবু সেজেছ?"

বর। দুর পাগলি, গোঁপ কি কেউ ওষ্ঠে আঁটে? গোঁপ আপনা আপনি হয়।

আমি। বৌএরাই ঘোমটা দেয়। ঘোমটা টেনে কি কেউ বউ সাজে ?

বর। ফুলি দেখি এখন খুব কথা শিখেছে। ফুলির মুখে এখন খই ফুটে।

আমি। যার বরের ব্যবসায় কথা বেচা, যার বর চিকিৎসক, ডাক্তার মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে কুটে জোড়া দিতে পারে, তেমনি যার বর আইন কেটে কুটে জোড়া দিতে পেরে আইনের ডাক্তার হয়েছে তার স্ত্রীর মুখে খই ফুটলই বা।

বর। তুইত এখনও আইনের ডাক্তারের বৌ হস নাই।

আমি। ভর জুড়ে বসেছি তবুও হই নাই ? বউ কি আর একটা হয়েছে নাকি ?

বর। ফুল আমার কি প্রতিজ্ঞা তোর মনে নাই ? আমার কি তোর জলে ভেজা পদ্মের মত চোখের জলে ভেজা মুখ খানি মনে নাই ? তার পরে তোর সেই পাঁচ টাকা—আমার সেই স্মৃতিচিহ্ন।

এই কথার পরে বর গৃহে আসিলেন। আমার সেই বিদায়ের দিনের কথা মনে পড়িয়া চোখে জল আসিল। আমার পাঠক পাঠিকা গণ যদি অশ্লীলতা দোষ দেখিতে না চান তবে সরিয়া পড়ুন অথবা চক্ষু মুদিয়া থাকুন। যাঁহারা অশ্লীলতা দেখিতে ভালবাসেন তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হউন। আমার বর তাঁহার দুই হাতে আমার গলদেশ ধরিয়া নিকটস্থ পালঙ্কের উপর আমাকে লইয়া বসিলেন। আমার চক্ষুজল মুছাইয়া দিলেন। আমি আনন্দে অবসন্নপ্রায় হইলাম। আমার বোধ হইতে লাগিল আমি আজ গোলক ধামে আসিয়াছি। মন্দাকিনী কুল কুল নাদে বহিতেছে, দেবকুসুমের গন্ধে বায়ু সুগন্ধময় হইয়াছে। আর লজ্জার কথা মাথামুণ্ড কি বলিব—বরের অধরোষ্ঠ বার বার

আমার দুই গণ্ডদেশে স্পৃষ্ট হইতে লাগিল। আমি অবসন্ন হইতে অবসন্নতর হইলাম।

ক্ষণ বিলম্বে বাবু বারেন্দায় যাইয়া তাঁহার মাতা, গাঙ্গুলীদাদা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ডাকিলেন। তাঁহারা সকলেই উপরে আসিলেন। আমরা সকলে আবার বসিলাম। বাবু তাঁহার মাতাকে বলিলেন "মা, কত কাল পরে দেখা হ'ল, কথাবার্ত্তা বলা যাক্। পাক শাক ঠাকুরই কর্‌বে। যা যা কর্‌তে হয় তা ঠাকুরই জানে। দুই একটা দ্রব্য অতিরিক্ত যা পাক্ কর্‌তে হয় সন্ধ্যের সময় করবেন।"

মাতা। আমার কি তোকে ছেড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে? তোর সঙ্গে কথা বলাই আমার ইচ্ছে। তুই বৈঠকখানায় আছিস্ বলে আমরা নিচেয় ছিলেম। তোর শ্বশুরবাড়ী হ'তে পালান থেকে আদ্যন্ত সকল বল্। গাঙ্গুলী ও তদীয় গৃহিণী সমস্বরে কহিলেন:—"দাদা, তাই বল, তাই বল।"

বর। সেইত আমার রাগের ও ঘৃণার কারণ হ'ল। আমি যেদিন পালাব সেইদিন বৈকাল বেলা একখানি হিন্দুর নৌকা ভাড়া করিলাম। মাঝিকে বলে এলাম আমি কুমিল্লা জেলার শিষ্য বাড়ী যাব। আমার সঙ্গের ভৃত্য মরে গিয়েছে। দুই প্রহর রাত্রে আমি নৌকায় আস্‌ব এবং তখনই নৌকা ছাড়তে হবে। শিষ্য বাড়ী বড় কাজ। তথায় শীঘ্র গেলে বেশী লাভ হবে। মাঝি আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। আমি দুই প্রহর রাত্রে ভগবতীর নাম স্মরণ করে বাড়ী হ'তে বের হইলাম। মাঝির নৌকায় উঠিলাম। সাত দিন নৌকায় থাকিলাম। কুমিল্লার জেলার নানা স্থানে ঘুরিলাম। পরে এক ক্ষুদ্র ষ্টেশন হইতে নৌকা বিদায় দিয়া সিলেট হইতে যে ষ্টিমার নারায়ণগঞ্জ দিয়া কলিকাতায় যায় সেই ষ্টীমারে উঠিলাম ও গোয়ালন্দের টিকেট কাটিলাম।

সেই ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া নারায়ণগঞ্জ হ'তে গোয়ালন্দের ষ্টীমারে উঠিয়া গোয়ালন্দে আসিলাম। গোয়ালন্দ হইতে ট্রেনে পোড়াদহ দিয়া একেবারে রংপুর চলিয়া গেলাম। রংপুরে এক বৈদ্য উকিলের ছেলে পড়াইয়া স্কুলে পড়িতে লাগিলাম। রংপুরে আমি রাইমোহন নাম গ্রহণ করিলাম। রংপুরে বড় ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরিল। সেখানে এক হুগলির মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইল। তিনি হুগলির কালেক্‌টরির একজন কর্ম্মচারী রংপুরের কোনও জমিদারের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। ম্যানেজারিতে তাহার জমিদারের সহিত বনিল না, তিনি আবার হুগলিতে ফিরিয়া গেলেন। আমি তাঁহার সহিত হুগলিতে আসিলাম। হুগলিতে প্রায় দুইবৎসর পড়িলাম। হুগলির মুখোপাধ্যায়মহাশয় তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহের আয়োজন করিলেন। আমি তথা হইতে পলাইলাম। আবার রাজমহলে ধরা পড়িলাম। তথাহইতে অতি ভয়ে ভয়ে পালাইলাম। ভাগলপুরে আসিয়া নিরাপদ হইলাম এবং তথা হইতে এন্‌ট্রান্‌স পাশ করিলাম। এলে হইতে বিএল পর্য্যন্ত পাটনাকলেজ হইতে পাশ করিলাম। এন্‌ট্রান্‌সের পরে আমার ক্লেশ দূর হইল। আমি সকল পরীক্ষাতেই বৃত্তি পাইলাম। কিছু দিন কাশিকলেজে অধ্যাপকতা করিলাম ও কয়েক বৎসর কাশিতে ওকালতী করিলাম। তথায় ওকালতীতে আমার বেশ পশার হইয়াছিল। তথা হইতে আমি অনার্স ইন ল পাশ করি এবং আইনের ডাক্তার হই। তার পর এলাহাবাদে এসেছি। এখানে এই বাড়ীখানি করেছি আর ব্যবসায়ের আয় হ'তে একলক্ষ টাকা মজুত করেছি। হরকিশোর দাদা কা'ল আমাকে দুই লক্ষ টাকা দিয়েছে। আমি তাকে কন্‌ট্র্যাক্‌টরি করতে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। গত সপ্তাহের সংবাদপত্রে আমি আমার প্রকৃত রাজ

কুমার নাম গ্রহণ করেছি। আমার ইচ্ছে ছিল এই সপ্তাহে সকল আত্মীয় স্বজনের নিকট পত্র লিখিব।

মাতা। পাগলা ছেলে, আমার জন্যে কি তোর একটুও প্রাণ পুড়িত না?

বর। তোমার জন্যে কত কেঁদেছি। শ্বশুর শাশুড়ীর জন্যেও দুঃখ পেয়েছি। যে বিপিনের সঙ্গে সর্ব্বদা মারামারি ঝগড়া করেছি, তার জন্যও কত কেঁদেছি।

গঙ্গোপাধ্যায়গৃহিণী কহিলেন :—এই চাঁদের মত বৌএর জন্য, এই ফোটাগোলাপের মত গৃহিণীর জন্য কি করেছ দাদা?

বর। গাঙ্গুলীদাদা তোমার জন্যে যা করেন তাই করেছি।

গ,গৃ। তোমার গাঙ্গুলীদাদা আমার জন্য কিছুই করেন না।

বর। আমিও কিছু করিনে।

গ,গৃ। তোমার গাঙ্গুলীদাদা আমার জন্য তেমাথা পথে বসে কাঁদেন।

বর। এইবার দিদি ঠিক বলেছ। তুমি গাঙ্গুলীদাদার মাথার মণি, তিনি কি তোমায় মাথাছাড়া করতে পারেন?

এই কথোপকথন হইতে হইতে বেলা অবসান হইল। গাঙ্গুলী দাদা বহির্বাটীতে গমন করিলেন। আমি গাঙ্গুলীদিদি ও মাতার সহিত রন্ধন গৃহে গমন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দাদা।

হরকিশোর বাবু দাদাকে আনিবার জন্য—ষ্টেশনে গিয়াছেন। আমি শুনিতে পারিলাম দাদা পাঁচটার গাড়িতে এলাহাবাদে আসিবেন। আমরা আরও শুনিলাম হরকিশোর বাবু দাদাকে বড় নাকাল করিবেন। আমার একটু আশঙ্কাও হইল, একটু কৌতুহলও জন্মিল। আমি বার বার রাজপথের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আমাদের অন্তঃপুরের দ্বারে একখানি গাড়ি আসিয়া লাগিল। গাড়ির ছাতে বাবুর দরওয়ান বসিয়াছিল। সে দ্বারে আসিয়া ডাক ছাড়িয়া বলিল—"মা ঠাকরুণ, এদিকে আসুন, দেখুন কে কে এসেছেন।" আমি, মাতা ও দিদি গাড়ির নিকট দৌড়াইয়া গেলাম। গাড়ি হ'তে তিনটী চাঁদের মত ছেলে একটী চাঁপাফুলের মত মেয়ে নামাইয়া লইলাম। একটী বড় পদ্মের মত বৌ ও গাড়ি হইতে নামিলেন। অন্তঃপুরে আসিয়া বৌটী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঠাকুরঝি, তুমি এখানে? এ কার বাড়ী?"

আমি। এ তোমাদের কুটুম্বের বাড়ী। ইনি আমার শাশুড়ী ও উনি আমার সম্পর্কে দিদিশাশুড়ী।

আমি বৌদিদিকে প্রণাম করিলাম। বৌদিদিও মাতা ও দিদিকে প্রণাম করিলেন। আমরা সকলে একেবারে দ্বিতলে উঠিলাম। বৌদিদির সহিত মাতা ও দিদির একটু কথা হইল। বৌ দিদি মুখ হাত ধুইলেন. আমি ছেলে মেয়েদের মুখহাত ধোয়াইয়া দিলাম। ছেলে মেয়েগুলি আমাকে পিসিমা জানিয়া দখল করিয়া লইল। বৌদিদি এক থালা মিষ্টান্ন উদরসাৎ করিতে বসিলেন, আমি ছেলে মেয়েদিগকে

মিষ্টান্ন খাওয়াইতে বসিলাম। আমি বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—দাদা কোথায়? মা বাবার পত্র পেয়েছ? তাঁরা ভাল আছেন ত?

তিনি উত্তর করিলেন :—

তোমার দাদা কোথায় জানিনে, বোধহয় দলে মিশেছেন। শ্বশুর শাশুড়ীর পত্র পেয়েছি, তাঁহারা ভাল আছেন।

দিদি। তোমার বর কোন দলে মিশেছেন?

বৌ। বোধহয় লঙ্কাপোড়ানে মুখপোড়ার দলে।

দিদি। তোমার ত সেইদলে মেশা উচিত ছিল?

বৌদিদি উত্তর করিতেছিলেন, আমি তাঁহার গায়ে টিপি দিয়া বলিলাম—"আমার দাদা সে দলে মিস্‌বেন কেন? তোমার দাদারাই সে দলে মিসতে পারেন।"

এমন সময়ে দাদার মধ্যম পুত্র কহিল—"পিসিমা, ফুল মামাই গুণ্ডার দলে মিসেছে। সে না কি মদ খায়, মারামারি করে। সে দিন মারামারীতে তার বাঁ হাত প্রায় কেটে গিয়েছে।"

আমি বলিলাম, "বৌদিদি, তুমি আর আমাদের সঙ্গে পার না। আমরা ছয় জন একদিকে, আর তুমি একা একদিকে। কিরে মেজে খোকা, তুই কার দলে?" মেজে খোকা উত্তর করিল, "আমরা পিসিমার দলে।"

বৌ। দুষ্ট ছেলে তুই আমার দলে হবি নে?

খোকা। তুমি গাল দাও, মার, মেঠাই খেতে দাও না, তোমার দলে হব না।

আমরা সকলে হাসিলাম। এইরূপ কত কথা চলিল। হরকিশোর বাবু দাদাকে যেরূপ বেকুব করেছেন তাহাও এখানে বলা আবশ্যক। হরকিশোর বাবু আর দুটী বন্ধু লইয়া ষ্টেশনে উপনীত

হইলেন। পাঁচটার সময়ে এলাহাবাদ ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া উপনীত হইল। একটী বাবু দাদার গাড়ীর নিকটে যাইয়া ছেলেমেয়ে গুলিকে ও বৌদিদিকে সাদরে নামাইয়া লইলেন। তাহাদিগকে লইয়া যাইয়া এক গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন এবং বাড়ীর দ্বারবানকে সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। অবিলম্বে হরকিশোর বাবু তাঁহার বন্ধুর সহিত দাদার নিকট যাইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক সাদরে ভদ্রলোকের বিশ্রামগৃহে লইয়া গেলেন। দাদাকে বাতাস করিতে লাগিলেন ও সিগার খাইতে দিলেন, তারপর দাদার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"মহাশয়ের নামকি? নিবাস কোথায়? কতদিন দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিক কথা হইতে না হইতে আর এক বাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন—"ভদ্রলোকের ট্রেন ফেল করাবেন না, গাড়ি ছাড়তে আর দুমিনিট দেরি।"

দাদা। আমিত কোথায়ও যাব না, এখানেই থক্‌ব যে। আপনারা শ্যামাচরণ বাবুর লোক নন কি?

হর। শ্যামাচরণ বাবু কে?

দাদা। এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল। আমি তাঁকে টেলিগ্রাফ করেছি যে, আমি সপরিবারে আস্‌ছি।

হর। আপনার পরিবার! আপনার পরিবার কোথায়?

দাদা। এই যে আমার পরিবার আপনাদের একজনের সঙ্গে গেলেন!

হর। আমাদের একজন! আমরা দুই বন্ধু ষ্টেশনে বেড়াতে এসেছি, কটী পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনি বাঙ্গালী ভদ্রলোক, গাড়ি হ'তে নাম্‌লেন, আপনার পরিচয় জানিবার

জন্য ও আপনার বিশ্রামের জন্য আপনাকে এখানে বসাইলাম। আপনার পরিবার সঙ্গে আছে তাত আমরা বুঝ্‌তেও পারি নাই। অবশ্য আমরা দেখেছি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনটী ছোট ছোট ছেলে একটী ছোট মেয়ে একটী স্ত্রীলোক ষ্টেশন হ'তে বেরিয়ে গেলেন। তিনিই কি আপনার পরিবার? সন্তানগুলি কি আপনার?

দাদা। পরিবারও আমার, সন্তানগুলিও আমার। বড় বিপদের কথা ত!

হর। তাইত বটে, বিদেশ—এলাহাবাদ সহর—স্ত্রীপুত্র কি অমন করে ছেড়ে দিতে আছে? কি বিশ্বাসে আপনি পরপুরুষের সঙ্গে স্ত্রীপুত্র ছেড়ে দিলেন?

দাদা। আমি ভাব্‌লেম আপনারা সকলেই শ্যামাচরণ বাবুর লোক। যাঁর সঙ্গে আমার পরিবার গিয়েছে তিনিও শ্যামাচরণ বাবুর লোক এবং আপনারাও শ্যামাচরণ বাবুর লোক।

হর। (গম্ভীর ভাবে) সে আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম। আমি একজন কনট্রাকটর, আমার বন্ধু একজন ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী। আপনার পরিবারের সঙ্গে গহনা, টাকা কড়ি, কি আছে?

দাদা। গহনাগাটি যে রূপ গৃহস্থ ভদ্রলোকের থাকে সেইরূপ আছে, টাকা কড়ি সব তার কাছে, কেবল টিকেট কয় খানি আমার নিকট।

হর। আসুন আসুন, শীঘ্র আসুন! সর্ব্বনাশ হয়েছে! কোন জুয়াচোরের হাতে আপনারা পড়েছেন। কত জুয়াচোর ষ্টেশনে ভদ্রলোকের বেশে থেকে ভদ্রলোকের ও তীর্থযাত্রীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। সর্ব্বস্ব ত যাবেই, এখন জাত, মান থাক্‌লে বাঁচি। চলুন শীঘ্র যাই, পুলিসে সংবাদ দি গে।

বাস্তবিক দাদা বড় ভীত হইয়াছিলেন। হরকিশোরবাবু এইরূপে

দাদাকে প্রতারিত করিয়া বাসায় আনিয়াছিলেন। দাদা বৌদিদির অনুসন্ধান করিবার ও পুলিসে সংবাদ দিবার জন্য যত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন হরকিশোরবাবু ততই বিলম্ব করিতেছিলেন। অনন্তর হরকিশোরবাবু দাদার পথের পোষাক ছাড়াইয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া হাত মুখ ধূতে দিলেন। হাত মুখ ধোয়া হইলে কতক ভিতরে কতক বাহিরে একটা ঘরে দাদাকে জল খেতে দিয়ে আমাদের দুই পরিচারিকাকে ডাকিলেন এবং তাহাদিগকে দাদার সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখিয়া হরকিশোর বাবু বলিলেন "বলুন মহাশয়, এর কোনটী আপনার পরিবার নাকি?" হরকিশোর বাবুর এই ব্যবহারে দাদা বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন "মহাশয়! এ রহস্যের সময় নয়, কাপড় ছাড়া, মুখহাত ধোয়ার, জল খাওয়ার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমার স্ত্রীপুত্র কি হইল, আমার জাতমান থাকে কি যায়, এইসব গুরুতর প্রশ্ন আমার চিন্তার বিষয়। আপনি বিলম্ব করিতেছেন, রহস্য করিতেছেন।"

হর। (গম্ভীর ভাবে) আমি আপনাকে কিছু মাত্র রহস্য করছি না। আমি আপনাকে প্রবোধ দিচ্ছি। এই দুই ঝির মত অসংখ্য রমণী আপনি ঘাটে পথে দেখ্‌বেন। জুয়াচোরে এনে আপনার পরিবার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরের বৌ তাকে কি ঘাটে পথে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? আমাদের সন্ধান বিফল। চলুন, আপনার পরিচিত শ্যাম বাবুর নিকটে যাই। তিনি উকিল। তিনি এসব বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা ভাল বুঝেন। পুলিসে এজাহার করাও ত বিষম ব্যাকুবী।

দাদা কিছু লজ্জিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন হরকিশোর বাবুর কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। দাদা তাড়াতাড়ি জলযোগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "আমি যে বিষম

ব্যাকুবী করেছি তাহার সন্দেহ নাই। কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। পুলিসে যাওয়া একটা বিষম কেলেঙ্কারী। চলুন, শীঘ্র চলুন, শ্যাম বাবুর সহিত পরামর্শ করে যেটা ভাল হয় করা যাবে।

হর। "তাই যাওয়া যাবে এখন। তবে চলুন একটু উপরের থেকে একটু সন্ধান লয়ে আসি। আমার ঠানদিদি আছেন, তিনি বল্‌ছেন কয়েক গাড়িতে কতকগুলি ভদ্রলোকের স্ত্রীলোক এই পার্শ্বের বাড়ীতে এসেছেন।

দাদা। চলুন, চলুন, শীঘ্র যাই।

হরকিশোর বাবু দাদার হাত ধরিয়া দুই তিনটা ঘরের পরে একটা ঘরে যাইয়া হরকিশোর বাবুর উপদেশ ক্রমে গাঙ্গুলীদিদি যে ঘরে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই ঘরে যাইয়া বলিলেন—"গাঙ্গুলীদিদি, আপনি নাকি বলেছেন পাশের বাড়াতে কতকগুলি স্ত্রী ও বালকবালিকা এসেছে?"

দিদি। তিনটা গাড়ি পুরে ছেলে বৌ মেয়ে এই পাশের বাড়ীতে এসেছে। তার একটা বৌ তার স্বামী হারায়েছে বলে কাঁদছে। কেন দাদা, সে সংবাদ কেন?

হর। এই বাবুর স্ত্রী পুত্র ষ্টেশন হ'তে হারায়েছে।

দিদি। বাবু ত খুব বুদ্ধিমান! নিজের স্ত্রী পুত্র ঠিক্ করে আন্‌তে পারেন নাই? বৌটার বুঝি চরিত্র তত ভাল না?

তার পরে এপথে সেপথে খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া হরকিশোর একটা সিড়ি দিয়া আমাদের বাবুর বাড়ীরই উপরে উঠিলেন। আমি সিড়ি দিয়া নামিতেছিলাম। আমি দাদাকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু দাদা আমার মুখ দেখিতে পান নাই। কারণ হরকিশোর বাবু অগ্রে ও দাদা তাহার পরে ছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি আবার উপরে উঠিলাম। হরকিশোর বাবুও দাদাকে লইয়া উপরে উঠিলেন। হরকিশোর বাবু আমাকে দেখাইয়া

দাদাকে বলিলেন "ইনিও নূতন এসেছেন, এঁকে আমি এ বাড়ীতে পূর্ব্বে দেখি নাই। দেখুন মহাশয়, দেখুন, ইনি আপনার পরিবার নাকি?"

আমি দাদাকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বৌদিদি খোকা খুকিকে লইয়া যে প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলেন সেই স্থানে চলিয়া গেলাম। সেই গৃহে গাঙ্গুলীদিদিও এ সময়ে আসিয়াছিলেন। হরকিশোর বাবু দাদাকে সেই গৃহে লইয়া গাঙ্গুলীদিদিকে দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, পেয়েছি, পেয়েছি। এই সুবচুনী ঠাকুরুণই আপনার পরিবার। ইহার পাকাচুলে সিঁতি জোড়া সিন্দুর, কপালে উড়্‌কি, মুখের অনেক দাঁত পড়া, অবশিষ্ট নড়া দাঁত কয়টায় তামাকের গুড়া মাখা, হাতে অনেকগুলি শাঁখা, পরিধান চারি অঙ্গুলী প্রশস্ত লালপেড়ে কাপড়।

দিদি। দূর পোড়ার মুখো। ওরূপ পুরুষের পরিবার আমি হই?

এই সময়ে আমার বর ও হরকিশোর বাবুর দুই বন্ধু ও গাঙ্গুলী দাদা সেই গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। হাসির রোল উঠিল। দাদা খোকাখুকিদিগকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন এতক্ষণ হরকিশোর বাবুর রহস্য চলিতেছিল। দাদা অবগুণ্ঠনবতী বৌদিদিকেও দেখিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে গাঙ্গুলী দাদা বলিলেন, "হরকিশোর প্রস্তাব মন্দ করে নাই। সুবচুনী ঠাক্‌রুণকে আগন্তুক ব্যক্তিই লউন আর আমি তাঁর পরিবার লই। এ বুড়াকালে একটা পরিবর্ত্তনই ভাল। এত গওনাগাটি, জামাজোড়াপরা পরিবার নিয়ে বুড়াকালে দিন কয়েক গেরস্থালী করে দেখি।"

দাদা গাঙ্গুলীদাদার সম্পর্কে ঠাকুর দাদা হইবেন বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "আর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? সুবচুনীটী ত আপনার আছেই, আর এই জামাজোড়াপরাটীও আপনি লউন।"

গাঙ্গুলীদাদা বৌদিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন বিবি, রাজি ত ? তোমার মালেক স্বত্ব পরিত্যাগ করে আমাকে দান করছেন।"

সেই গৃহে একখানি গোল মার্ব্বল পাথরের টেবল ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি চেয়ার ছিল। পুরুষগণ সেই টেবেলের চতুষ্পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন। আমি, বৌদিদি, গাঙ্গুলীদিদি, খোকারা ও খুকি তাহার কিঞ্চিৎ দূরে একখানি নূতন সতরঞ্চের উপর বসিয়াছিলাম। হরকিশোর বাবু বলিলেন, "বিপিন বাবু, আমার আর দোষ নাই, আমি একটী স্থলে আপনাকে তিনটী পরিবার দিলাম। আপনি আপনার পুরাতনটীও স্বত্ব ত্যাগ করে দাদাকে দিলেন। বেশ আপনি দাতা, পরম দাতা, কল্পতরু। এরূপ বড় দান খুব কম দেখা যায়। যাহাহউক আপনি আপনার ভগিনীপতির সন্ধানেই ত বেরিয়েছেন। আমাদের দলের মধ্যে আপনার ভগিনীপতি বেছে বার করুন দেখি।" এই সময়ে আমার বর গাঙ্গুলীদাদাকে ধরিয়া বলিলেন, "ইনিই বুঝি বিপিন বাবুর ভগিনীপতি হবেন।"

গাঙ্গুলী দাদা। বুড়াকালে দেখছি আমার কপালটা বড়ই খুলল। একসঙ্গে দুই রমণী রত্ন লাভ।

দিদি। তা বেশ হ'ল। তোমার দুই পাশে দুটীকে রেখে আমি পাখার বাতাস করব।

দাদা এতক্ষণ আমার বরের দিকে অনিমেষলোচনে চেয়ে ছিলেন। এতক্ষণে তিনি আমার বরকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন "রাজকুমার! আজ আমার বড়ই শুভদিন। তোমার সন্ধানেই আমি এলাহাবাদে এসেছি।"

এই সময়ে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী সেই গৃহে আসিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন "বিপিন এসেছে নাকি!" দাদা তাঁহাকে চিনিতেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সকলের পরিচয়

হইল। বাবুগণ বহির্বাটীতে গমন করিলেন। দাদা একটু অপেক্ষা করিয়া গেলেন। আমি তাঁহার সহিত একটু কথা বলিলাম। দাদা এই শুভমিলনে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্বশুর মহাশয়।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। প্রতি গৃহে আলো জ্বালা হইয়াছে। বৈঠকখানা গৃহ ভাল করিয়া সাজান হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজ এ বাড়ীতে বড় বৃহৎ ভোজের আয়োজন। হরকিশোর বাবু দাদাকে লইয়া বড়ই আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। দাদা ও হরকিশোর বাবুর কার্য্যাকার্য্যের সমালোচনা হইতেছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মধ্যে এখনও কেহ আসেন নাই। বৈঠকখানায় বাবুদল এরূপ কোলাহলের সহিত আমোদ করিতেছেন যে তাঁহারা বাহিরের কোনও শব্দ শুনিতে পাইতেছেন না। অদ্য হইতে দশ বার দিন পূর্ব্বে বাবুর বৈঠকখানায় চুরি হইয়া গিয়াছে। একটী সন্ন্যাসীকে বাবুর বাড়ীর দ্বারে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। যেদিন সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইয়াছেন সেই দিনই বাবুর বৈঠকখানার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে জানাগিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট টাকা মূল্যের দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। বাবুর বিশেষ কোনও হুকুম নাই কিন্তু দ্বারবান ও ভৃত্যগণ ভয়ে তাহার পর হইতে সহজে বাটীতে কোনও সন্ন্যাসীকে প্রবেশ করিতে দেয় না।

বাবুর দ্বারে একটী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর পায়ে চটি জুতা। পরিধানে বাঙ্গালীধরণে গৈরিক বসন। গায়ে গৈরিক রঙ্গের আলখেল্লা।

মাথায় গৈরিক উত্তরীয় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। সন্ন্যাসীর মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং মস্তকে দীর্ঘ পক্ক কেশ। সন্ন্যাসীর গলদেশে ও করে বৃহৎ বৃহৎ রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁহার হাতে একটী মধ্যম রকমের ব্যাগ। সন্ন্যাসী বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিলেন, দ্বারবান তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

সন্ন্যাসী তেজস্বী পুরুষ, বল করিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দ্বারবানও সে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছে, সে সন্ন্যাসীকে কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিবে না। সন্ন্যাসী দ্বারবানকে কহিতেছেন :—

এ ত রাজকুমার মুখুজ্জের বাড়ী? এ আমারই বাড়ী। তুই জানিস আমি কে? এখনই আমি বাড়ী ঢুকে তোকে ডিসমিস করিব। আমাকে তুই বুঝি ভণ্ড তপস্বী ভেবেছিস্? আমি তীর্থ যাত্রী, তাই আমার এ বেশ।

দ্বারবান তাহার প্রভুর নাম তাচ্ছিল্যের সহিত উচ্চারণ করায় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। তারপর যখন সন্ন্যাসী বাড়ী তাহার নিজের এবং দ্বারবানকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিবেন ইত্যাদি কহিলেন, তখন সে সন্ন্যাসীকে একেবারে পাগল ভাবিল। দ্বারবান ও সন্ন্যাসী উভয়ে হিন্দিতে কথা বলিতে ছিলেন। দ্বারবান বলিল আমি পাগলকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিব না। এমন পাগল সন্ন্যাসীও কোথায়ও দেখি নাই! এ ঝগড়াটে পাগল। যা য পাগল, অন্যত্র যা।

সন্ন্যাসী নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন "প্রভাসযজ্ঞের দ্বারদেশে নন্দের যে দশা হয়েছিল, আজ আমার সেই দশা। নন্দ গোপালকে পালন করে যজ্ঞে সংজ্ঞে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমি গোপালকে পালন করি নাই, আমার বোধ হয় এ বাড়ীতে প্রবেশ করাই হবে না। আমরা যে পোড়া কুলীন জাত; আমাদের বাবাও ছেলে চেনে ভাল এবং

ছেলেও বাবা চেনে ভাল। রাজকুমার ত আমায় চিন্‌বে না। আট বৎসর বয়সের সে আমাকে দেখেছে এবং আমি তাহাকে দেখেছি। তা কি আর আমার চেহারা কিছু মনে আছে? আমার এখন নন্দের মত গান ধরা উচিত।

এই সময়ে আমি ও আমার শাশুড়ী সায়ংকালের সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া রন্ধন গৃহে যাইতেছিলাম। সহধর্ম্মিণীসহ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্ধ্যকৃত্য পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল। শাশুড়ী একটু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন "মা, হয়েছে। দ্বারে তোমার শ্বশুর কথা বল্‌ছেন। দরওয়ানের সহিত তাঁহার ঝগড়া হয়েছে। ঐ শুন তিনি কি বল্‌ছেন।"

আমিও মনোযোগের সহিত দ্বারদেশের কথা শুনিতে লাগিলাম। স্বর শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম শ্বশুরমহাশয়ই দ্বারে আসিয়াছেন। আমি রুক্মিনী পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিয়া দ্বারওয়ানকে বলিয়া শ্বশুর মহাশয়কে একেবারে অন্তঃপুরে আনিতে বলিলাম। অদ্য আমাদের পরিচয় হইতে বাকি নাই। বাটীর দ্বারবান, ভৃত্য, পরিচারিকা, ঝাড়ুদার, মেথর, সকল দ্রব্যের যোগানদার, ধোপা, নাপিত, নাপিতানী, বাবুর কেরাণী, কোচ্‌ম্যান, সইস প্রভৃতি সকলের সহিত পরিচয় হইয়াছে। আমার বর সকলকে ডাকিয়া আমাদিগকে চিনাইয়া দিয়াছেন। আমরা কত সেলাম পাইয়াছি। ভৃত্যবর্গের পরিচয়ে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সেলাম পাইয়াছি। দলে দলে পাড়ার বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। অদ্য আমার এবং আমার শাশুড়ীর হুকুম আমার বরের হুকুম অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। রুক্মিণী অবিলম্বে শ্বশুর মহাশয়কে আমাদিগের নিকট লইয়া আসিল। আমি শ্বশুর মহাশয়কে বসিতে দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও তাহার পাদমূলে বসিলেন প্রথমেই শ্বশুর

বলিতে আরম্ভ করিলেন :—"এই ত ছেলে রাজকুমারের বাড়ী ? তোমাদের মা ছেলের পরিচয় হ'য়ে গিয়েছে।

শ্বাশুড়ী। আমাদেরও আজ সকালে দেখা শুনা হয়েছে

শ্বশুর ৷ আমি গত শুক্রবার সংবাদপত্রে দেখলাম ডাক্তার রাইমোহন মুখুজ্জে রাজকুমার মুখুজ্জে নাম গ্রহণ কর্‌লেন। তিনি ঢাকা জেলার অমুক গ্রাম নিবাসী অমুকের পুত্র। তখন যে আমার কি আনন্দ হ'ল তা আমি বল্‌তে পারিনে। আমি প্রয়াগতীর্থে এসে শুনে গিয়েছিলাম এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান উকিল রাইমোহন মুখুজ্জে। এই সংবাদ যখন অযোধ্যায় সংবাদপত্রে দেখলাম তখন আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। তার পরেই আমি অযোধ্যা হ'তে রওনা হয়ে এখানে আস্‌ছি। তুমি আমাকে বড কষ্ট দিয়েছ। আমার জন্যে কি পাঁচ দিন অপেক্ষাও করতে নাই ? আমি তোমাকে পত্র লিখলাম যে, একসঙ্গে তীর্থে যাব।— বড় ছেলে হরিমোহনের জ্বর হ'য়ে প'ল। পাঁচ দিন পরে তোমার বাড়ী এসে দেখি তুমি চলে এসেছ। বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশি, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা ও অযোধ্যা সকল স্থানে তোমাদের সন্ধান পেয়েছি ; কিন্তু দেখা পাই নাই। তোমরা যে, এখানে এসে জুটেছ তা আমি বুঝতে পারি নাই। রাজকুমার আমায় চিন্‌বে না। আমাকে সাক্ষি প্রমাণ ও দলিল দিয়ে তার বাপ হ'তে হ'ত। রাজকুমারকে ডাকাও দেখি।

আমি রুক্মিনী দ্বারায় বরকে ডাকাইলাম। শ্বাশুড়ী শ্বশুরমহাশয়কে অঙ্গ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক হাত মুখ ধুইতে বলিলেন। শ্বশুর তাহাতে অসম্মত হইয়া কেবল অন্তরের সহিত ধূমপান করিতে লাগিলেন। আনন্দ ভরে সবেগে ধূম আকর্ষণ করিতেছিলেন।

রুক্মিনী ডাকিবামাত্র বর তাহার সহিত আসিয়া উপনীত হইলেন।

আমার শ্বাশুড়ী বলিলেন :—"বাবা রাজু, এ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে চেন ?" বর সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া চিনিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন শ্বশুরমহাশয় বলিলেন :—"দেখেছ ধলা বৌ দেখেছ ? আমি যা বলেছি তাই।'

এই ভাবে কিছু সময় অতীত হইল। শ্বাশুড়ীর ইঙ্গিত অনুসারে রুক্মিনী গাঙ্গুলীদিদিকে ডাকিতে গেল। বর সন্ন্যাসীর পরিচয় কৌশলে লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ আপনার কোথা হ'তে আসা হ'ল ?"

শ্ব। আজ আমি অযোধ্যা হ'তে এলাম।

বর। কোন্ কোন্ তীর্থে বেড়ান হ'ল ?

শ্ব। তা মোটামুটি সকল তীর্থেই হ'ল।

বর। কি মাসে বাড়ী হ'তে বেরিয়েছেন ?

শ্ব। ফাল্গুন মাসে।

বর। আপনারা সকলে কি একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন ?

শ্ব। না আমি ওঁদের পরে বেরিয়েছি।

বর। পথে বুঝি কোথায়ও আপনাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই ?

শ্বাশুড়ী ও শ্বশুর একটু একটু হাসিতেছেন। উভয়েই বুঝিয়াছেন বর সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসীও চতুর কম নহে। তিনি আত্মপরিচয় না দিবার জন্যই সতর্ক ভাবে উত্তর করিতেছিলেন। শ্বাশুড়ীর পরিচয় দেওয়া কঠিন হইয়াছিল। আমি শ্বাশুড়ীর সাক্ষাতে বরের সহিত কথা বলি না। বর কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নিবাস ঢাকার মধ্যে কোন গ্রামে ?"

সন্ন্যাসী। আমার আর নিবাস টিবাস কি ? সন্ন্যাসী মানুষ, সকল স্থানেই থাকি। এখন এই প্রয়াগে থাকব মনে করছি। সকলে

বৃন্দাবনে থেকে গোপালের উপাসনা করে, আমার ইচ্ছা প্রয়াগে থেকে গোপালের পূজা খাব।

বর সন্ন্যাসীকে একটু গর্ব্বিত লোক মনে করিলেন, এবং মনে মনে স্থির করিলেন ইনিই বুঝি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর গুরুদেব বা গুরুপুত্র হইবেন। বর প্রকাশ্যে বলিলেন :—"ঠাকুর মহাশয়? তবে কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুন।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আমার শাশুড়ী শ্বশুরমহাশয়ের পদপ্রক্ষালনাদি ক্রিয়া নিজেই করিয়া দিতেন। সন্ন্যাসী আলখেল্লা মাথার উষ্ণীষ রুদ্রাক্ষ মালা শরীর হইতে নামাইলেন। শাশুড়ী তাঁহার পা ধোয়াইয়া অঞ্চলে মুছিয়া দিলেন। তিনি গৈরিক বসন ছাড়িয়া একখানি শুক্লবস্ত্র পরিধান করিলেন। বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর মহাশয়ের জলযোগ ও আহারাদির কি বন্দোবস্ত হবে?" এই সময়ে গাঙ্গুলীদিদি সেই গৃহে আসিলেন। তিনি চতুরা কম নহেন। তিনি দ্বারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার আহ্বানের কারণ কি বুঝিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিলেন :—"জামাই, কতক্ষণ এসেছ? দাদা বুঝি সন্ন্যাসীকে চিনতে পার নাই? তোমার মার কাছে শুন উনি কে?" এই বলিয়া দিদি একটু হাসিলেন। বর কিছু সঙ্কটে পড়িলেন। দিদি আবার বলিলেন :—"এই সন্ন্যাসীঠাকুর সম্পর্কে তোমার মাতামহ হ'ন। তোমার দিদিমা অর্থাৎ তোমার মার মা, বুঝেছ দাদা, বুড়াকালে যে আর একটী বর গ্রহণ করেন, অমুক গ্রামের পার্ব্বতীনাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি সেই পার্ব্বতীনাথ।

শাশুড়ী। মামী, তোমার সকল সময়েই ঠাট্টা তামাসা। বুড়া হলে, চুল পাকালে, দাঁতগুলি ফেলে দিলে, এখনও ছেলেপিলের সাক্ষাতে ঠাট্টা তামাসা ছাড়বে না। মাকে দোষ কেন?

আমার বর তাঁহার পিতাকে চিনিয়া তাঁহার পাদমূলে বসিলেন। শ্বশুরমহাশয় সাদরে বরের মুখে মাথায় হাত দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পিতাপুত্রের অপূর্ব্ব মিলন হইল। শ্বশুর মহাশয় সজলনয়নে বলিলেন:—"বাবা রাজকুমার, আমি এইমাত্র তোমার প্রসূতীকে বলেছি যে তাহারা এখানে না থাক্‌লে আমার প্রমাণ প্রয়োগ দিয়ে তোমার বাবা হ'তে হ'ত। আজ আমার জীবনের শুভ দিন। মানুষের পুত্র হয়। পুরুষের মত কাপড় পর্‌লেই সে পুত্র না। যে পিতা তোমার মত পুত্র লাভ করেন তিনিই পুত্রবান। আমিও অনেক সন্তানের পিতা। তার মধ্যে পুত্র তুমি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে ডাক্তার রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতবিখ্যাত রাজকুমার হউন এবং যশকীর্ত্তি মান মর্য্যাদার সহিত সুখে বাস করুন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পিতা মাতা।

আমি দাদামহাশয়ের সহিত যে অল্পসময়ের জন্য কথোপকথন করিয়াছি তাহাতে জানিয়াছি আমার পিতা, মাতা ও সেই পিসিমাতা সংপ্রতি রামেশ্বর সেতুবন্ধে আছেন। তাঁহারা সকলেই ভাল আছেন। আমার পিতা যখন রেলপথে গমনাগমন করিতেন, তখন তিনি খুব ভাল পোষাক পরিতেন। তিনি সকল সময়েই দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে চলাচল করিতেন।

রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে। আমার বরের বৈঠকখানা নিমন্ত্রিত ভদ্র-লোকে পূর্ণ। কখন দাদাকে লইয়া কখন বা হরকিশোরবাবুকে লইয়া এবং কখন বা বরকে লইয়া নানা রহস্য তামাসা চলিতেছে। কত গল্প চলিতেছে। কত দেশের কত কথা হইতেছে। কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দোষ ধরা হইতেছে, কখন বা ইহার গুণ প্রশংসা করা হইতেছে, কখন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত আমাদিগের চতুষ্পাঠীর শিক্ষার তুলনা করা হইতেছে। কেহ বলিতে-ছেন—ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, তথায় দশটায় প্রাতঃকাল ও পাঁচটায় সন্ধ্যা, সুতরাং তথায় দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা হওয়া উচিত। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। আমাদের দেশে প্রাতে ৩ ঘণ্টা ও অপরাহ্ণে দুই ঘণ্টা পড়ার কাল হইলে ভাল হয়। কেহ বলিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপ্রথা বড় মন্দ। এক একখানি বহি হইতে দুই একটা করিয়া প্রশ্ন দিয়া আট কি দশখানা পুস্তকের কুড়িটা কি বাইশটা প্রশ্ন করিয়া পাঁচ কি ছয় ঘণ্টা সময়ে ছাত্রগণের বিদ্যা পরীক্ষা হয় না। ভাগ্যক্রমে যাহার জানা প্রশ্ন পড়িল, তাহার ফল ভাল হইল। হয়ত খুব উত্তম ছাত্র সকল বহি উত্তম করিয়া পড়িয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে পরীক্ষার ব্যাগ্রতায় সে দুইটা প্রশ্নের উত্তর মনে করিতে পারিল না; তাহার পরীক্ষার ফল মন্দ হইল। প্রতি কলেজের অধ্যাপকগণের মত ও সম্বৎসরের পরীক্ষাফল লইয়া ছাত্রের গুণাগুণ নির্ণয় করা উচিত অথবা অধ্যাপকের মত সম্বৎসরের ফল ও বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ফল তিনটা লইয়া সকল অধ্যাপক সমবেত হইয়া ছাত্রগণের ভাগ্য নির্ণয় করা উচিত। প্রাচীনকালে আমাদের চতুষ্পাঠীতে পরীক্ষা ছিল না অথচ কত বড় বড় পণ্ডিত বাহির হইয়াছেন। কেহ বলিলেন—বিশ্ববিদ্যালয় সকল ছাত্রকে সকল বিষয়ে পণ্ডিত করিতে চাহেন,

ইহাতেও কেহ কিছু শিখে না। অধিতব্য বিষয় সকলে শতকরা ২০ নম্বর রাখা নিয়ম করিয়া সমষ্টী নম্বর বাড়াইয়া দিলে যাহারা যে বিষয়ে ভাল বুঝে সে সেই বিষয় ভাল শিখিতে পারে, অথবা প্রতি বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর না রাখিয়া গড়ে সকল বিষয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট নম্বরের নিয়ম করিলে ছাত্রগণ রুচিযায়ী বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন। কেহ বলিলেন— মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভিন্ন সাধারণ শিক্ষাবিভাগের শিক্ষা কেবল তোতা পাখী হওয়া মাত্র। এ বিভাগে প্রাক্‌টিকাল শিক্ষা অর্থাৎ হাতে কাজে শিক্ষা বড় হয় না। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দোষের উল্লেখ করিলেন। সকলেই ইহার সংস্কারের আবশ্যকতা মনে করিলেন। কেহ কেহ শিক্ষার ব্যয়াধিক্যের নিন্দা করিলেন। আমাদের গরীব দেশ, শিক্ষার জন্য ব্যয় করা আমাদের অভ্যাস নাই। বিদ্যা দান করা আমাদের দেশে পরম ধর্ম্ম। সংস্কৃত শিক্ষায় কখনও কাহার কিছু ব্যয় করিতে হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজ সংস্থাপন করিয়া অল্প ব্যয়ে অধ্যয়নের সুবিধা করিয়াছেন বটে এবং তাহার অনুকরণে অনেকগুলি কলেজ হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা যেন থাকে না। এই গরীবের দেশে এই অন্নকষ্টের দিনে শিক্ষার ব্যয়ে এই অনভ্যস্ত জাতির মধ্যে শিক্ষার ব্যয় বাড়িলে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার পথে কাঁটা পড়িয়া যাইবে। এই সময়ে এইরূপ কথা হইবার কালে একখানি ভাল দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ী আসিয়া আমার বরের বাড়ীর দ্বারে লাগিল। গাড়ী হইতে একটী ভদ্রপরিচ্ছদধারী বৃদ্ধ অবতরণ করিয়া বরের বৈঠকখানায় আসিলেন। এই সময়ে বর বাটীর মধ্যে রন্ধনগৃহে ছিলেন। ভদ্রলোক দ্বারে অবতরণ করিবামাত্র দ্বারবান তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিল। আমার শ্বশুরের বেলায় দ্বারবান কটূক্তি করিয়া তাড়াইতেছিল কিন্তু

এই আগন্তুক ভদ্রলোকের বেলায় অভ্যর্থনা সেলাম পর্য্যন্ত জুটিল। গাড়ী ও পরিচ্ছদের এমনি গুণ! বক্‌সিসের আশায় এমনি মহিমা! দ্বারবান দ্বিরুক্তি না করিয়া আগন্তুক ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানার দ্বারে উপনীত হইল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই কি ডাক্তার রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী?" বৈঠকখানার মধ্যস্থিত সকল ভদ্রলোকে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আজ্ঞা হাঁ, এই ডাক্তার মুখিয্যের বাড়ী। আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হয়।" আগন্তুক ভদ্রলোক গৃহমধ্যে এক চেয়ারে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তার মুখিয্যে কোথায়?" হরকিশোরবাবু উত্তর করিলেন—"ডাক্তার মুখিয্যে বাড়ীর মধ্যে আছেন, এখনই আস্‌বেন। আপনি তামাক খান কি?" আগন্তুক ভদ্রলোক ধূমপান করিতেছেন এমন সময়ে বর সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোক আমার পিতা। বর তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়া প্রণাম করিলেন। পিতা একটু মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বরের দুই হাত ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা রাজকুমার, আমার হারানিধি, আমায় বড় কষ্ট দিয়েছ আমায় বড় কাঁদিয়েছ। আমি তোমার জন্য পেন্‌সান ভোগী; আমি তোমার জন্য দেশত্যাগী। তুমি বড় বোকাছেলে বাবা, বাপ মায়ের প্রতি কি রাগ করিতে আছে? রাগ ভয়ানক রিপু। আমরা রাগের বাধ্য হইয়া যে সকল কথা বলি তাহার কোন অর্থ নাই, সে প্রলাপ মাত্র। সে আন্তরিক কথা নয়। সে মনের কথা নয়। কাহার জিদ ঘৃণা জন্মাইবার জন্য রাগের উত্তেজনায় ভাল মন্দ জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা যা মুখে আসে তাই বলি। সে কথা ধল্লে—সে কথা ঘৃণামূলক কি বিদ্বেষ মূলক ভাব্‌লে বুড়া বাপ মা আর বাঁচে না।

পিতা যেরূপ উত্তেজিতভাবে বহু কথা বলিতেছিলেন, তখনকার মত তাঁহাকে নিবৃত্ত করা কাহার সাধ্য নয়। শ্বশুরমহাশয় পিতার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে আগন্তুক ভদ্রলোক তাহার বৈবাহিক ভিন্ন আর কেহই নহেন। শ্বশুরমহাশয় পিতার শকটের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গাড়ীতে বেয়ান নাকি ?" দুই জনই বেয়ান ; মাতা উত্তর করিলেন—"হুঁ।"

শ্বশুরমহাশয় তখন শকটচালককে শকট অন্তঃপুরের দ্বারে লইতে বলিলেন। গাড়ী অন্তঃপুরের দ্বারে লওয়া হইল। শ্বশুরমহাশয় তখন চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এস, এস ধলা বৌ, শীঘ্র এই দিকে এস। বরণডালা আলো লয়ে এস। দেখ বুড়ো কুলীনের কপালে আবার বুড়োকালে কি জুটিল! এক্ষণে বরণ কুলা লয়ে এসে শাঁক বাজিয়ে বরণ করে ঘরে উঠাও।"

শ্বাশুড়ী ব্যস্ততার সহিত আলোক লইয়া দ্বারে গমন করিলেন ও দ্বার খুলিয়া দিলেন। মাতা ও তাঁহার সঙ্গের পরিচারিকা সেই পিসিমা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। গাড়ী হইতে দ্রব্যাদি নামাইয়া লওয়া হইল। গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করা হইল। মাতা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনিও বেয়ান ?"

শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আপনাদের বিবেচনায় যা হয়।" মাতা শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী মাতার হাত ধরিয়া বলিলেন—"সে কি ভাই, প্রণামের প্রয়োজন কি ? চল ঘরে যাই বয়সের হিসাব করি ; আপনি বড় কি আমি বড় ঠিক হ'ক, [illegible] প্রণাম পাই কি দেই।"

শ্বশুর। আমার সঙ্গে ত উড়ানি নাই ধলাবৌ. আমার কোচার বা কাছার খোটে এই বাবুনির আঁচল বেঁধে ঘরে উঠাবে নাকি ?

শ্বাশুড়ী। বুড়ো কালে যে কত সাধ তা বুঝিনা। আমি আর বান্ধিব কি ? ইচ্ছা হয় নিজেই বাঁধ।

পিসিমা। দেখ বেয়াই ! আমি বুড়ো মানুষ, তাহাতে বিধবা। এই বিবির মতন সাজগোজ পরা বৌএর সঙ্গে যা হয় কর ; আমি বরং বরণকুলো আনা ও শাঁক বাজানের ভার নিচ্ছি।

এইরূপ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী, মাতা ও পিসিমাতা সেই বড় বাড়ীর দ্বিতলের বড় প্রকোষ্ঠে আসিলেন। আমি এতক্ষণ রন্ধনগৃহে রন্ধনে ব্যাপৃত ছিলাম। পিতামাতার আগমনসংবাদ কিছুমাত্র পাই নাই। গাঙ্গুলিদিদি হাস্য পরিহাসের কথা হইতে মাতাপিতার আগমনসংবাদ আমাকে বলিলেন। আমি ব্যস্ততার সহিত মাতার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। মাতা আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আমি, মাতা ও পিসিমা কত কথা বলিতে লাগিলাম।

অন্য দিকে পিতৃঠাকুরমহাশয় আমার বরকে কত কথা বলিয়া কাঁদিলেন। বর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া এবং তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট নহেন পিতাকে বুঝাইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। পরিচয়ের পর পিতা জানাইলেন—গাড়ীতে আমার মাতাঠাকুরাণী ও একটী পরিচারিকা আছে। দ্বারবান বিনীতভাবে জানাইল যে তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে লওয়া হইয়াছে। হরকিশোরবাবু ও বর পিতাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। বর একটু পশ্চাতে ছিলেন এবং হরকিশোরবাবু পিতার সঙ্গে ছিলেন। সোপানাধিরোহণ করিয়া সেই বৃহৎ প্রকোষ্ঠের বারান্দার দ্বারে পিতা উপনীত হইলে শ্বশুরমহাশয় পিতার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন—"কি মহাশয়, আপনি কেমন লোক ! আপনার কি দুঃসাহস ! নিমন্ত্রণ রক্ষা

করিতে আসিয়াছেন বহির্ব্বাটীতে থাকিবেন ; এখানে আমার পরিবার সকল আছেন, এখানে আপনার আসা ভাল হয় নাই।”

গিরীকিশোরবাবু সিঁড়ি অবতরণ করিয়া বরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—“চল রাজকুমার, আমাদের এখানে থাকায় প্রয়োজন নাই। বুড়োয় বুড়ায় ঠাট্টা চলিয়াছে।”

পিতৃ ঠাকুর রহস্যোক্ত বুঝিতে পারিলেন ইনি আমার কোন শ্বশুর হইবেন। পিতা বলিলেন—“চোরের কেন গৃহস্থ ধরা। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার পরিজন, আমার ছেলেমেয়ে, আমাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ ?”

শ্বশুর। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার পরিবার, আমার ছেলে মেয়ে, আপনি মহাশয় চোর। আসুন এখানে মেয়ে আছেন, কাকে বাবা বলেন দেখা যাউক।

শ্বশুর মহাশয় বৃহৎ প্রকোষ্ঠে গেলেন। আমি পিতার চরণে প্রণাম করিলাম। শ্বশুরমহাশয়কেও প্রণাম করিলাম। শ্বশুর আমাকে বলিলেন—“দেখ মা, এই সাহেব তোমার বাবা না আমি যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ তোমার বাবা ?” এই সময়ে মাতা বলিলেন—“বুড়ো বেয়ার হাউসটা দেখ। উহার চারিটা বৌ তাতে কুলায় না, আরো আশা।

পিতা। দেখুন বেয়াই, আমার আর কথা নাই। গিন্নী আপনা আপনি এসে জামাইয়ের বড় ঘরে যখন ঠেসে বসেছেন তখন যে উনি আমাকে গছ্‌বেন এ বিশ্বাস হয় না। জামাই আইনের ডাক্তার—হাইকোর্টের উকীল। অমরাবতীর ন্যায় বাড়ী।

মাতা। তোমার পোড়া কপাল!

পিতা। আমার কপাল ত তুমিই পোড়ালে। জামা'র বাড়ী দেখেই ত বড় ঘরে ঢুকেছ। এই যুবক জামাই দেখ্‌লে বোধ হয় মূর্চ্ছিত হ'য়ে যাবে।

মাতা। পুরুষ মানুষ গুলা বড় বেহায়া। যা মুখে আসে তাই বলে। সুলক্ষণা যে আশা যাওয়া কচ্ছে, নিজের চোকে না দেখ চোকে তো ঠুসি পরা আছে ; ঠুসি দিয়ে তো দেখ্‌তে পার।

শ্বশুর। বেয়াই আমার কি ঘানের বলদ ?

মাতা। তার চেয়ে বাড়া।

পিতা। তার চেয়ে বাড়া হ'লে কি হ'লো ?

মাতা। হলো আপনার মত ডালপাতাওয়ালা একটী বড় গাছ।

এই কথা হইতে না হইতে আমার বর ও হরকিশোরবাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। মাতা অশ্রুবিমোচন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"বাবা রাজকুমার, তুমি বড নিষ্ঠুর, বড় নির্ম্মম। তোমার জন্য মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিয়ে মনের দুঃখে সকল ভারতবর্ষটা ঘুরেছি। বন, জঙ্গল, গিরিচূড়া, গিরি-গুহা, মঠ মন্দির, দেবালয় যেখানে যেখানে মুনি, ঋষি, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী প্রভৃতি থাকেন সেখানে সেখানে তোমার সন্ধান করেছি। কোথাও তোমার সন্ধান পাই নাই। বাবা, মেয়েটাকে কাল্‌সাপ মনে কর্‌তেম, মেয়েটাকে জলন্ত আগুন মনে কর্‌তেম, রাগভরে মেয়েটার গহনাগাটী খুলে লয়ে এসেছিলাম। তুমি বড় দুষ্ট ছেলে। বাবা, তুমি বাড়ীর কাছে থেকে এমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হ'য়ে বাপ মাকে এত কাঁদিয়েছ ?"

বর মাতাকে অনেক মিষ্ট কথা বলিয়া শান্তনা করিলেন। বাসার পরিচারিকা জানাইল রন্ধন শেষ হইয়াছে। পিতাও বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক মাতা ও পিসিমাতার সহিত সায়ং সন্ধ্যাদি করিলেন ও সামান্য কিছু জলযোগ করিলেন। ভোজনের আয়োজন হইল। এক গৃহে গাঙ্গুলি দাদা, পিতা, শ্বশুর ও আর তিন

চারিটী ভদ্রলোক আহার করিতে বসিলেন। অন্য গৃহে যুবকদল আহার করিতে বসিলেন। সকলে ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে আমার পিসিমাতা মাতার নিকট হইতে আমার গহনা চাহিয়া লইয়া ও মাতার কয়েকখানি ভূষণ লইয়া আমাকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা করিলেন। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে একখানি মূল্যবান বারানসী সাড়ী পরাইয়া দিলেন। আমাকে ভূষিতা করিয়া পিসিমাতা আমার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক আমার চিবুক ধরিয়া সজল নয়নে বলিলেন—"ফুলি আমার ভগবতী সেজেছে। আমি সকল তীর্থে বেড়িয়ে যে সুখী হই নাই—আজ শিবসতীর মিলনে সেই সুখী হইলাম।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী বৃদ্ধদিগের গৃহে পরিবেশন করিতেছিলেন। দুই জন পাচক ব্রাহ্মণ যুবকদলের গৃহে পরিবেশন করিতেছিলেন। উভয় গৃহে বিধিমত আমোদ চলিতেছিল। হরকিশোর বাবু বলিতেছিলেন—"আজ পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাব কেন? আজ বৌ ভাত ও পাকস্পর্শ। বৌ পরিবেশন করেন না কেন?" দাদার পরিচিত বন্ধু শ্যামবাবু কহিলেন—"ওহে হরকিশোর, বৌ ভাতই বল আর পাকস্পর্শই বল, এটী আনন্দভোজ। এমন আনন্দ দিন কার ভাগ্যে হয় না। আজ সকলের মিলন। ঈশ্বরের অপার মহিমা।" হরকিশোরবাবুকে ডাক্তারবাবু কহিলেন—"বাস্তবিক আজ আনন্দ ভোজ, এইরূপ মিলন প্রায় মানুষের ভাগ্যে হয় না। একদিকে ডাক্তার মুখিয্যের কৃতকার্য্য, অন্যদিকে সকল সুহৃদের মিলন।" আমার বর বলিলেন—"এ যদি বৌভাত হয় তবে বৌর মুখ দেখ্‌বার টাকা কই হরকিশোর দাদা?"

হরকিশোর। টাকা কই? দুলাখ টাকা মুখদেখুনি দিয়েছি।

দাদা। আমার কিন্তু পুত্রকন্যার সহিত স্ত্রীটী চুরি করেছেন।

ডাক্তারবাবু। ব্যাকুব হলেই করে। এমন ব্যাকুব লোক কি

থাকে যে পুত্রকন্যার সহিত স্ত্রীটী অপরিচিত লোকের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে সিগারের ধূমপানে মত্ত হয়. এরূপ লোকের স্ত্রী চুরি হওয়াই ভাল।

হরকিশোর। চুরি ত হয়েই গিয়েছে। এখন দেওয়া না দেওয়া আমাদের হাত।

বর। সে স্ত্রী নয় গো, স্ত্রী নয়। সে কোসাক্ সেনাপতি বা পিণ্ডি দলপতি।

অন্য বন্ধু। আপনার সহিত কি একহাত লড়াই হয়ে গিয়েছে নাকি ?

বর। শুধু লড়াই ? পরাজয়, বন্দীঅবস্থাপ্রাপ্তি, র‍্যাণসম দান ও বহুকষ্টে মুক্তিলাভ।

বৃদ্ধদিগের ভোজনগৃহে শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীকে পরিবেশন করিতে, দেখিয়া পিতা কহিলেন—"বেয়াই আজ পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ খাচ্ছি।"

শ্বশুর। (গম্ভীর ভাবে) বে:টা হ'ল কার ?

পিতা। তা এখন বুঝে দেখুন।

শ্বশুর। নূতন বৌ বরণ করে ঘরে উঠিয়েছি আমি।

পিতা। পাকস্পর্শের পলান্ন খাচ্ছি কিন্তু আমি।

শ্বশুর। পাকস্পর্শের পলান্ন বণ্টন কি প্রতিনিধিতে হয় না ?

পিতা। তা উপস্থিত ভদ্রলোক মহাশয়েরাই বিচার করবেন।

অন্য বৃদ্ধ। আপনারা পাকস্পর্শই বলুন আর বৌ ভাতই বলুন, আমরা খাচ্ছি আনন্দভোজ। এরূপ আনন্দভোজ বড় লোকের ভাগ্যে জুটেনা।

পিতা শ্বশুর একসঙ্গে—"আপনি ঠিক বলেছেন, আপনি ঠিক বলেছেন।"

মহা আনন্দে ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা ভোজনক্রিয়া সমাপন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। নিমন্ত্রিত বামাকুলেরও ভোজ হইতে লাগিল নারীসমাজেও বিশেষ রহস্যামোদ। আমার শাশুড়ী আমার মাতাকে দেখাইয়া বলিলেন—"আপনারা দেখুন আমি বুড়োকালে কেমন এক বিবি সতীন পেয়েছি।" তদুত্তরে মাতা বলিলেন—"পাকস্পর্শের পলায়, আপনাদিগকে আমি জানাচ্ছি, খেয়েছেন আমার বুড়ো বর।

নিমন্ত্রিতা রমণী। আমরা ত এসেছি ফুলশয্যার খাবার খেতে। আজ বুড়ো বুড়ীদের ফুলশয্যা।

২য়া রমণী। না—না—না আজ বরদের বাসর।

৩য়া রমণী। তবে কি আমরা বিয়ের ভোজ খেতে এসেছি ?

৪র্থী রমণী। তবে কি আমাদের বাসরের আমোদেও মত্ত হ'তে হবে নাকি ?

৫মী রমণী। ভোজ খাবি এখানে, আর বাসরে মত্ত হবি বাড়ী গিয়ে।

মহিলাদলেও কত কথা হইল। বৈঠকখানায় বসিয়া পিতা, শ্বশুর, দাদা, বর, ও হরকিশোর বাবু কত গল্প সল্প করিলেন। সকলেরই সে দিন আনন্দের সীমা নাই। পিতা ও শ্বশুর যেন সে রাত্রি আনন্দে নৃত্য করিতেছিলেন। ভারতের প্রতি গৃহ এইরূপ আনন্দে পূর্ণ হউক। প্রতি গৃহে এইরূপ আনন্দ ভোজ হউক। সকলের সন্তান এইরূপ কীর্ত্তিমান পুরুষ হউন। সকল বৃদ্ধ পিতা মাতা এইরূপ সন্তান লাভ করুন। বিরহবিধুরা পতিপদসেবাকাঙ্ক্ষণী মহিলাকুল পতি সেবা করিয়া চরিতার্থ হউন। বঙ্গের ভারতের বিবাহের দোষ, সমাজের কলঙ্ক, আচার ব্যবহারের ব্যাভিচার এবং কুনীতি ও কদাচার ভারত হইতে বিদূরিত হইয়া যাউক।

উপসংহার।

দুই রবিবার ধরিয়া দাদার ৮ দিনের ছুটী ছিল। দাদা এই সময়ে দ্বারভঙ্গের ম্যাজিষ্ট্রেট। দাদা ৪ দিন এলাহাবাদে থাকিয়া এবং তিনিও এক ভোজ দিয়া খুব আমোদ আহ্লাদ করিয়া সপরিবারে কার্য্যস্থলে ফিরিয়া গেলেন। পিতামাতা এক মাস এলাহাবাদে থাকিলেন। পিতা ও শ্বশুর একসঙ্গে কত দাবা খেলিলেন, কত হারিলেন ও হারাইলেন। পিতাও এক ভোজ দিলেন। মাতা ও শাশুড়ীতে এক মাস ধরিয়া কত মনের কথা বলা কহা হইল। উভয়ের কথার আদি নাই, অন্ত নাই। এক মাস পরে পিতা ও মাতা দ্বারভঙ্গে দাদার বাসা হইয়া আমাদিগকে কাঁদাইয়া ও কাঁদিয়া পিতার দেশস্থ বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। পিতা মাতা এখন হৃষ্টচিত্তে দেশহিতকরকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। আমার সেই প্রতিপালিকা পিসিমাতা আমাকে ছাড়িয়া আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তিনি মাতাকে বলিয়া দিলেন—"আমি কুলি ও জামাই ছাড়িয়া কোথায় থাকিব ?"

শ্বশুর মহাশয় দুইমাস এলাহাবাদে থাকিয়া কিছু বেশী অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কথা হইল তিনি বরের বাড়ীতে আরও ২।৪টী পাকা ঘর করিবেন। মণ্ডপ বড় করিয়া বান্ধিবেন। নূতন নাটমন্দির ও বাহির বাটীতে আর কতকগুলি গৃহ হইবে। এবার বর বাড়ী যাইয়া দুর্গা পূজা করিবেন। বরের বাড়ীতে বরের বিমাতা ও বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাস করিবেন। বরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, শাশুড়ী ও আমি অনেক সময়ে এলাহাবাদে আমার বরের নিকটে থাকিব।

একটা কথা পাঠকপাঠিকাদিগের সন্তোষার্থ বলি। বর আমার প্রদত্ত ৫৲ টাকা একটী রূপার কৌটায় করিয়া বরাবর সঙ্গে রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। বালকের ন্যায় তাঁহার সরলতা ও অমায়িকতা আছে। তিনি আমাকে ফুলি, ফুলো, ফুল, ফুলকুমারী, ফুফুলমারি, মারিফুলকু ইত্যাদি ও সুলি, সুলক্ষ, সুলক্ষণা, লক্ষণাসু ইত্যাদি অসংখ্য নামে ডাকিতেন। আমি তার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে বর, হারাণে বর, পলানে বর, ডাক্তার বর, উকীল বর, অধ্যাপক বর, কুলীন বর ইত্যাদি অসংখ্য নামে সম্বোধন করিতাম। সম্বোধনের দোষে অনেক সময় আমি তাঁহার আড়রে চড়, কিল ও ঠোক্না খাইতাম এবং আমিও প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার পায়ে, আঙ্গুলে, হাঁটুতে শক্ত করিয়া টিবি মারিতাম।

সম্পূর্ণ